—কবির পরিচয়—

বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ, ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার, হুগলি জেলার অন্তর্গত গুলিটা নামক গ্রামে হেমচন্দ্র মাতামহালয়ে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; জননীর নাম আনন্দময়ী। কৈলাসচন্দ্রের বংশ-মর্য্যাদা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু অবস্থা স্বচছল ছিল না। উত্তরপাড়ায় একটি সামান্য ও সাধারণ বাসভবন ছাড়া তাঁহার অন্য কোনও পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না। হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও ধনী ছিলেন না, তবে জামাতাকে নিজগৃহে রাখিয়া সযত্নে পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন-পালন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাঁহার আরও তিনটি সহোদর ও দুই সহোদরা ছিলেন। সহোদরত্রয়ের নাম যথাক্রমে, পূর্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। সহোদরা যুগলের নাম, বসন্তকালী ও নৃত্যকালী। হেমচন্দ্রের মধ্যম সহোদর পূর্ণচন্দ্র উত্তরকালে বারাণসী ধামে যশঃ ও অর্থ উপার্জন করিয়া উৎকৃষ্ট চিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র হুগলি কালেক্টরিতে কার্য্য করিতেন, পরিশেষে হাইকোর্টে চাকরি পাইয়াছিলেন। সুকবি বলিয়া হানিও উত্তরকালে প্রতিপত্তি লাভ করেন। "যোগেশ" কাব্যে ঈশানচন্দ্রের কবিযশঃ সমুচচ সীমায় উঠিয়াছিল।

বাল্যকালে হেমচন্দ্র গুলিটা গ্রামে মাতামহালয়ে থাকিয়া তত্রত্য গ্রাম্য পাঠশালায় নয় বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি ধীর প্রকৃতি, শান্ত এবং পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্রের মাতামহ তাঁহাকে খিদিরপুরস্থিত ভবনে লইয়া আসেন এবং তত্রত্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করাইয়া দেন। কিছু বাঙ্গালা ও শুভঙ্করী শিখিয়া হেমচন্দ্র যখন উচচতর শিক্ষার জন্য লালায়িত, সেই সময় তাঁহার মাতামহ রাজচন্দ্র ভবলীলা সাঙ্গ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পারিবারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের পিতা কোনও কাজ-কর্ম্ম করিতেন না। সেই সময় পণ্ডিতপ্রবর প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী খিদিরপুরে বাস করিতেন। তিনি তখন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক। হেমচন্দ্রের জননী প্রসন্ন-কুমারের শরণাপন্ন হইলে তিনি কিশোরবয়স্ক হেমচন্দ্রকে স্বয়ং ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অত্যল্পকালের মধ্যে প্রতিভাবান হেমচন্দ্র পাঠে দক্ষতা প্রদর্শন করায় প্রসন্নকুমার তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। হেমচন্দ্র ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক দশ টাকা করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। এই বৃত্তির টাকায় দরিদ্র পরিবারের আংশিক দুঃখ দূরীভূত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র সিনিয়র পরীক্ষা প্রদান করেন।

বৃত্তিলাভ করিতে পারিলে সংসারের কষ্ট কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইতে পারিবে ভাবিয়া হেমচন্দ্র এ সময় অক্লান্ত-ভাবে রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন। পরিশ্রমের পুরস্কার আছে। হেমচন্দ্র চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসব প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইলে হেমচন্দ্র উক্ত পরীক্ষা প্রদান করেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা যায় যে, তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। হেমচন্দ্র অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কবিতে থাকেন; কিন্তু দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইল। মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি দুই বৎসর পর্য ন্ত ছিল। উহা শীঘ্র বন্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বাধ্য হইয়া হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। অর্থো-পার্জন না করিলে সংসার অচল। মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অফিসে বন্ধুবান্ধবের সুপারিশে হেমচন্দ্র একটি ৩৫৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরির পদ লাভ করিলেন।

কেরাণীগিরির শৃঙখলে আবদ্ধ হইলেও হেমচন্দ্রের অধ্যয়নানুরাগ হ্রাস পায় নাই। গৃহে তিনি নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বি-এ পরীক্ষা গৃহীত হইতেছিল। হেমচন্দ্র উক্ত পরীক্ষা প্রদানের অধিকারী ছিলেন; তিনিও অবসর-কালে অধ্যয়ন করিয়া উক্ত পরীক্ষা প্রদানের জন্য প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা গৃহীত হইল। হেমচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। কেরাণীর পক্ষে এরূপ ভাবে সাফল্য লাভ করা অত্যন্ত গৌরবের এবং এই ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

ছাত্রাবস্থাতেই হেমচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। ভবানীপুরের কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় ঘটিয়াছিল। হেমচন্দ্রের পত্নীর নাম কামিনী দেবী। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। বুদ্ধির বিশেষ প্রাখর্য্যও তাঁহার ছিল না। তবে তিনি যেমন ধর্ম্মপরায়ণা, পতিব্রতা, তেমনই সুন্দরী ছিলেন।

কেরাণীগিরি করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপনের অভিপ্রায় হেমচন্দ্রের কোনও দিন ছিল না। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি নব প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলে'র প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা। সরকারী চাকরীতে থাকিলে হেমচন্দ্র পরিণামে পেন্সন পাইতে পারিতেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা হেমচন্দ্র দাসত্বের নিগড়কে, বিশেষতঃ কেরাণীগিরিকে শোভনীয় ও স্পৃহনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। "ট্রেণিং স্কুলে"র প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিতে করিতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও ব্যবহারাজীব রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রগণের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

খিদিরপুর হইতে প্রত্যহ শিক্ষকতা করিতে আসা অসম্ভব বোধে তিনি সেই সময় কলিকাতার মেসে অবস্থান করেন এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোযোগী হন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও গৃহশিক্ষকের কর্ত্তব্য পালন

করিবার অবকাশ অতি অল্পই ঘটিত, তথাপি হেমচন্দ্র পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষা প্রদান করিলেন। পরীক্ষার ফল সুবিধাজনক হইল না। তিনি এল-এল উপাধি লাভ করেন। এল-এল উপাধি লাভের পর তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিলেন। রমাপ্রসাদ হেমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার উপদেশে হেমচন্দ্র মুন্সেফী পদের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। এক শত টাকা বেতনে তিনি প্রথমতঃ শ্রীরামপুরে, পরে হাবড়ায় মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু চাকরী তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। দীর্ঘকাল দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক। সুদূর প্রবাসে মুন্সেফী কার্য্যোপলক্ষে তাহাকে যাইতে দিতে জননী আপত্তি প্রকাশ করায় মাতৃভক্ত হেমচন্দ্র কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ্চ তারিখে হেমচন্দ্র হাই-কোর্টের উকিলশ্রেণীতে নাম লিখাইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। নবীন ব্যবহারাজীবকে প্রায়ই জীবনসংগ্রামে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়া থাকে। কিন্তু হেমচন্দ্রকে সে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। সেই সময়ে "Norton's Law of Evidence" ইংরাজী আইন-বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনূদিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। হেমচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। হেমচন্দ্র এই অনুবাদ ব্যাপার হইতে পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা পাইয়াছিলেন।

এই অর্থের জন্য প্রথমতঃ হাইকোর্টে আসিয়াই তাঁহাকে অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মানুসারে ৩০৲ টাকা জমা দিয়া হেমচন্দ্র বি-এল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় হেমচন্দ্রের কবিতা লেখায় প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। সেই সময় "চিন্তা-তরঙ্গিণী" নামক তিনি একখানি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে সময় রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যান"; মাইকেলের "তিলোত্তমা-সম্ভব" ও "মেঘনাদবধ" বাঙ্গালা সাহিত্য-কাননে ফুটিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালী সাধারণ পাঠক তখনও তাঁহাদের প্রকৃত সমাদর করিতে শিখে নাই। "চিন্তাতরঙ্গিণী" মুদ্রিত হইলে পর আচার্য্য কৃষ্ণকমলের চেষ্টায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ "বীরবাহু-কাব্য" প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। এই গ্রন্থে কবির দেশ-ভক্তির অঙ্কুর ও ছন্দের প্রতি অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়া ক্রমশঃ যশোলাভ করিতে লাগিলেন। এদিকে হাইকোর্টে তাঁহার পশার প্রতিপত্তিও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ রমাপ্রসাদ রায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে হেমচন্দ্র নিজের উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলেন। একদিন তিনি মনে মনে সঙ্কল্পও করিয়াছিলেন যে, হাইকোর্ট ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিবেন; কিন্তু অকস্মাৎ অতর্কিত

ভাবে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। রমাপ্রসাদের মৃত্যুর পর তিনি কোনও শ্বেতাঙ্গ উকীলের সহকারিভাবে কাজ করিতেছিলেন। একটি মোকদ্দমায় শ্বেতাঙ্গ উকিলটি উপস্থিত না থাকায় হেমচন্দ্রই সেই স্থলে মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। যুক্তি-তর্কের অবতারণা-কালে তিনি এমনই নিপুণ ভাবে মোকদ্দমার সম্বন্ধে নিজের মন্তব্য বিচারকের নিকট উপস্থাপিত করেন যে তাহাতেই মোকদ্দমায় তিনি জয়লাভ করেন। এই ঘটনা হইতেই হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের পসার-প্রতিপত্তি বাড়িতে আরম্ভ করে।

দ্বারকানাথ মিত্র তখনও হাইকোর্টের জজ হন নাই। সে সময়ে হেমচন্দ্রই হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল। হেমচন্দ্রকে দ্বারকানাথ অত্যন্ত ভালবাসিতেন দ্বারকা-নাথের সহায়তায় হেমচন্দ্র প্রতিভাবলে হাইকোর্টে এমনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন যে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই সস্নেহ দৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্য হইয়া-ছিলেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব তাঁহার দ্রুত উন্নতি দর্শনে বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন।

এই উন্নতির সময় হেমচন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। হেমচন্দ্র অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতার বিয়োগে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন এবং কিছুদিন ধরিয়া নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন গয়ায় গিয়া পিতৃ-দেবের শ্রাদ্ধাদি করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আলোচনার দ্বার শিক্ষিত দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে ব্যস্ত। হেমচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধাদি

তাঁহার নিকট কুসংস্কার বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। উচ্চ-শিক্ষিত হেমচন্দ্রকে এরূপ "কুসংস্কারে"র পক্ষপাতী হইতে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বাধীনচেতা, স্বদেশভক্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হেমচন্দ্র তাঁহার এই প্রকাশ্য অসন্তোষের প্রতিবাদে কৃতসংকল্প হইয়া "Brahmis Theism in India" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ইংরাজী ভাষায় রচনা করেন। পুস্তিকাখানি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ভূদেব বাবু যখন এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক, সেই সময় হেমচন্দ্রের অমৃত-নিস্যন্দিনী কবিতাবাজি উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। হেমচন্দ্র ভূদেববাবুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা "ভারত-বিলাপ" ও "ভারত-সঙ্গীত" ১২৭৭ সালে উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "ভারত-সঙ্গীত" প্রকাশিত হইলে সমগ্র বঙ্গদেশে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট পর্যন্ত ভূদেববাবুর কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছি-ছিলেন। ভূদেববাবু উহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিলে সরকার বাহাদুর কবিতাটির সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। এই একটি কবিতা রচনা করিয়াই হেমচন্দ্র দেশের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন।

ওকালতীতে হেমচন্দ্রের এমনই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে, সরকারী উকীল অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারা-জীব, সুকবি হেমচন্দ্র তাঁহার স্থানে সরকারী সিনিয়র

পুলীডারের পদে মনোনীত হন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তখন হেমচন্দ্র পূর্ণ শশধর।

ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। কবিবর হেমচন্দ্র প্রথমাবধিই "বঙ্গদর্শনে"র লেখক ছিলেন। "বঙ্গদশন' চারি বৎসরকাল নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে হেমচন্দ্রের সর্ব্বসমেত একাদশটি কবিতা ও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বন্ধুবর্গের অনুরোধে হেমচন্দ্র সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত কবিতাবলী সংগ্রহপূর্ব্বক কবিতাবলী" প্রথম ভাগ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত করেন। সে সময় হেমচন্দ্র মধুসূদনের ত্যক্ত সিংহাসনে অবিসংবাদিরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বীণাধ্বনির মধুর তানে বঙ্গবাসী তখন পুলকিত, বিমুগ্ধ। কমলাসনা বীণাপাণির প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে হেমচন্দ্রের ললাট সমুজ্জ্বল। ইন্দিরাও তখন তাঁহার স্বর্ণ-ঝাঁপি খুলিয়া বঙ্গমাতার এই কৃতী সন্তানের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছিলেন। হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের তখন অতুলনীয় প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা।

বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র ও হেমচন্দ্র সমসাময়িক। উভয়ে একই সময়ে হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পসার ও প্রতিপত্তি রমেশচন্দ্র অপেক্ষা হেমচন্দ্রের কম ছিল না। অনেকের বিশ্বাস হেমচন্দ্রের তর্কশক্তি ও বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা রমেশচন্দ্র অপেক্ষা সমধিক ছিল। হেমচন্দ্রকে একবার বিচারকপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা হইয়াছিল, কিন্তু হেমচন্দ্র স্বাধীনতা হারাইয়া রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার

জননী উহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিচারপতি হইলেই অকালে প্রাণ হারাইতে হয়। বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায়, শম্ভুনাথ ও দ্বারকানাথ মিত্র অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। কাজেই তিনি সন্তানকে এ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দিবার কল্পনাও মনে পোষণ করিতে সম্মত ছিলেন না।

ওকালতী ব্যবসায়ের দ্বারা হেমচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন সত্য, কিন্তু তিনি অর্থ-সঞ্চয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রার্থী কখনও তাঁহার নিকট আসিয়া বিমুখ হইত না। বাল্য-কালে দারিদ্র্যের কোলে লালিত-পালিত হইয়া তিনি দরিদ্রের দুঃখ বুঝিতেন। কাজেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপনে দানই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বাহিরের প্রশংসালাভের দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। বন্ধু-বান্ধবকে তিনি অযাচিত ভাবে কত সময় নানাপ্রকারে অর্থ-সাহায্য করিতেন।

সমাজের সর্ব্বত্রই হেমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। সে সময় কবির গানের বাহুল্য ছিল। কবির গান উপলক্ষে উভয় পক্ষে কবিতার লড়াই চলিত। হেমচন্দ্র সেরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে প্রায়ই অনুরুদ্ধ হইয়া বিচারকের আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি বিচার করিয়া যে পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেন, সেই পক্ষই জয়লাভ করিত। তজ্জন্য পরাজিত পক্ষ কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন না।

সারদার ধ্যানে তন্ময় হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে "আশা-কানন", "ছায়াময়ী", "দশমহাবিদ্যা" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জকে রমণীয় করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য হেমচন্দ্রের হৃদয়ে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। "মেঘনাদ-বধের" টীকা রচনা করিবার সময় হইতেই হেমচন্দ্রের হৃদয়ে এইরূপ মহাকাব্য লিখিবার বাসনা জন্মিয়াছিল। মহাভারতে "বৃত্রসংহার" বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত আছে। হেমচন্দ্র সেই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া "বৃত্রসংহার"রূপ অপূর্ব্ব মহাকাব্য রচনা করেন। এই অমরকাব্যে পৌরাণিক বৃত্তান্তকে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ না করিয়া বহু স্থলে মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। এই মহাকাব্য ১২৮২ সালে প্রকাশিত হয়। সুধী সমালোচক-গণ "বৃত্রসংহার"কে "মেঘনাদ-বধ" কাব্য হইতেও উচ্চ আসন প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে এই উপাদেয় মহাকাব্যখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের অতুল সম্পদ।

দীর্ঘকাল লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সেবা করিয়া হেমচন্দ্র বার্দ্ধক্যে দৃষ্টিশক্তিহীন হন। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করা সত্ত্বেও মুক্ত হস্তে দান করার ফলে হেমচন্দ্র কপর্দ্দকমাত্র সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। এজন্য শেষ বয়সে তাঁহাকে নিদারুণ অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। এ যাবৎ তিনি কোনও দিন পুস্তকবিক্রয়-লব্ধ অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অন্ধ হইয়া হেমচন্দ্র কাশীধামে গমন করেন। শেষ জীবন তথায় অবস্থান

করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই তিনি বিশ্বেশ্বরের চরণে শরণ লইয়াছিলেন। এতকাল পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ কখন তিনি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু দারুণ অর্থ-সমস্যায় পড়িয়া তাঁহাকে শেষে উহাও গ্রহণ করিতে হইল।

এই সময়ে তিনি "চিত্তবিকাশ" নামক একখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। নিজে মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন, অন্যে তাহা লিখিয়া লইত। এইরূপে গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে, তিনি "চিত্তবিকাশকে" স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের তালিকাভুক্ত করাইবার জন্য কাশীধাম হইতে খিদিরপুরের বাটীতে আগমন করেন; কিন্তু কবিবরের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। দারুণ অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইল। হেমচন্দ্র দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া জগৎকে অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন, অন্ন-চিন্তায় অধীর হইয়া সে অন্ধকারে কোনও কূল পাইলেন না। যিনি এতদিন সহস্র সহস্র অর্থ অকাতরে দরিদ্রের সেবায়, অভাবগ্রস্তের দুর্দ্দশা-বিমোচনে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, বাঙ্গালার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি অন্ধ হইয়া উদরান্নের জন্য লালায়িত, ইহা দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশেই সম্ভবে! বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবিগণ কবিবরের দুর্দ্দশায় বিচলিত হইলেন। সকলে সমবেত হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি দান করিতে লাগিলেন। এই সামান্য বৃত্তি হেমচন্দ্রের অভাব কেমন করিয়া দূরীভূত করিবে? কিন্তু হেমচন্দ্র অগত্যা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। সাধারণ চাঁদার দ্বারাও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

বাঙ্গালার মহাকাব্যপ্রণেতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব অজস্র অর্থ-উপার্জ্জনকারী পরোপকারী মহাপ্রাণ হেমচন্দ্র ২৫৲ টাকা বৃত্তির দ্বারা কায়ক্লেশে বাঁচিয়া রহিলেন। বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও ধনবান সম্প্রদায় তাহা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে কাল তাঁহার সকল দুঃখ-দৈন্যের অবসান করিয়া দিল। ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ অমর কবি হেমচন্দ্র পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালার চন্দ্র মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিছুকাল পরে পতি-বিয়োগবিধুরা উন্মাদিনী পত্নীও স্বামীর সহিত সাধনোচিত ধামে মিলিত হইতে গেলেন।

মহাকবি হেমচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম---(১) চিন্তা-তরঙ্গিণী (২) বীরবাহু-কাব্য (৩) আশাকানন (৪) ছায়াময়ী (৫) বৃত্রসংহার (৬) কবিতাবলী (৭) চিত্ত বিকাশ (৮) দশমহাবিদ্যা (৯) বিবিধ কবিতা (১০) রহস্য কবিতা (১১) অপূর্ব্ব কবিতা।

স্বভাবকবি হেমচন্দ্র বঙ্গবাণীর শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাকবি হেমচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার অমরপ্রবাহপূর্ণ ললিত শব্দবহুল কাব্যরাজি বাঙ্গালার চিন্তারাজ্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরিশোভিত বিদ্যমান থাকিবে। হেমচন্দ্রের ন্যায় এমন তেজঃপূর্ণ ভাষায় বাঙ্গালার কোনও কবি কাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার ভারত-সঙ্গীত অক্ষয় অমর ভাবে সাহিত্যের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। এমন অনলস্রাবী, এমন ওজোগুণসম্পন্ন চমৎকার কবিতা সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে দ্বিতীয় আর একটি নাই। হেমচন্দ্র যদি অন্য

কিছু রচনা না করিয়া শুধু "ভারত-সঙ্গীত" রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরদিন অমর কবি বলিয়া পূজা লাভ করিতেন। হেমচন্দ্র আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। স্বজাতিবাৎসল্য তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। স্বদেশভক্তি তাঁহার সমগ্র হৃদয়টিকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। উচচ-শিক্ষিত হেমচন্দ্র তাৎকালীন প্রথামত ইঙ্গভাবাপন্ন হন নাই। ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালার গৌরবের কথা লেখনী-সাহায্যে রচনা করিতে তাঁহার যে আগ্রহ প্রকাশ পাইত, তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের মৃত্যুতে কবিসিংহাসন যখন শূন্য হয়, তখন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন,---"বঙ্গ কবিসিংহাসন শূন্য হয় নাই। * * * * হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সু-কবিশূন্য বলিয়া আমরা রোদন করিব না।" দরিদ্রের সন্তান হেমচন্দ্র দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিয়া মানুষ হইয়া-ছিলেন, ইন্দিরার প্রসন্ন দৃষ্টিলাভে ধন্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া তাঁহাকে রাজানুগ্রহের ভিখারী হইতে হইয়াছিল। একদিন তিনি লিখিয়াছিলেন ---"যে জন সেবিবে তোমার চরণ সেই সে দরিদ্র হ'বে!" এই বাণী হেমচন্দ্রের নিজের জীবনে শেষ দশায় অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল। মহাকবির মহাবাণী কি এমনই করিয়া নিজের জীবনে ফল প্রসব করিয়া থাকে? হেমচন্দ্র বাঙ্গালার মহাগৌরবের পাত্র, বাঙ্গালী এই মহাকবির অপূর্ব্ব দান মাথায় ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছে। সমগ্র

বাঙ্গালী জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে হেমচন্দ্রের রচিত কাব্য-সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইবে। হেমচন্দ্রের পর বহু কবি বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু এমন উন্মাদনা-ময় ভাষায় আর কেহ কাব্য রচনা করিতে পারিলেন না। তাঁহার বীণার ঝঙ্কার কখনও তরঙ্গভঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রগর্জনবৎ ভীষণ, গম্ভীর এবং হৃদয়োন্মাদনময়, আবার কখনও কল-নিনাদিনী ললিতনৃত্যপরায়ণা তটিনীর ন্যায় সুমধুর। প্রত্যেক গীতি-কবিতায় এমন একটা ওজস্বিতা আছে--- যাহা অন্যত্র দুর্লভ। জাতীয় মহাকবির আসন হেমচন্দ্রের ন্যায় কবির জন্যই নির্দিষ্ট। এমন কবি না হইলে একটা জাতিকে কেহ উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। হেমচন্দ্রের আসন এজন্য চিরকাল স্বতন্ত্র ভাবে নির্দিষ্ট থাকিবে। তাঁহার সারা জীবনের তপস্যার ফল বাঙ্গালী জাতি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া যেদিন ধন্য হইবে সেইদিন এই মহাকবির যোগ্যতার সম্মান হইবে। এখনও সমগ্র বাঙ্গালী জাতি হেমচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর করিতে পারে নাই। ইহা কবির দোষ নহে জাতির দুরদৃষ্ট।

বৃত্র-সংহার

প্রথম খণ্ড

প্রথম সর্গ

বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ—
নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব চিন্তিত আকুল
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘাড়ম্বরে যথা অমানিশি।

যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল বিঘূর্ণিত সদা—
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধুর আঘাতে যথা নিয়ত উত্থিত।

বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে,
কিংবা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে

কুজ্ঝটিমণ্ডিত যথা ক্ষীণ দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ তনু—
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে।
ব্যাকুল বিমর্ষভাব ব্যথিত অন্তর।

অদিতি-নন্দনগণ রসাতলপুরে
স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্ব্বক্ষণ---
কিরূপে করিবে ধ্বংস দুর্জ্জয় অসুরে।
চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব,

ক্রমে দেববৃন্দ-মুখে বহে গাঢ় শ্বাস,---
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস
যবে যুড়ি চারিদিক্ আলোড়ি সাগর।
সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল

ঢাকিয়া সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে,
কহিলা গম্ভীর স্বরে---শূন্যপথে যেন
একত্রে জীমূতবৃন্দ মন্দ্রিল শতেক---
মহাতেজে সুরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলা ---

"জাগ্রত কি দানবারি সুরবৃন্দ আজ ?
জাগ্রত কি অস্বপন দৈত্যহারী দেব ?
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে ?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন ?

হা ধিক্! হা ধিক্ দেব! অদিতি-প্রসূত!
সুরভোগ্য স্বর্গে এবে দনুজের বাস!
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল-ভূমে,
দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস,

আন্দোলি পাতালপুরী, তীব্র ঝড়বেগে।"
দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া তখন

প্রথম সর্গ

অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস।
"দুর্ব্বিনীত দেবদ্বেষী দনুজ প্রবেশে

পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ
অজয় অমর শূর স্বর্গ অধিকারী
দেববৃন্দ স্বর্গভ্রষ্ট পড়িয়া পাতালে
ভ্রান্ত কি হইলা সবে? কি ঘোর প্রমাদ!

চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুর-মর্দ্দন' আখ্যা---কি হেতু হে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে?
চিরযোদ্ধা,---চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ

জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র পূজিত
আজি কি না দৈত্যভয়ে ত্রাসিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে অমর, বিস্মরি।
কি প্রতাপ দনুজের কি বিক্রম হেন,

শঙ্কিত সকলে যাহে স্বকীয় পাসরি?
কোথা সে শূরত্ব আজি বিজয়ী দেবের
শতবার রণে যায় দনুজে দলিয়া।
ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়ে

এত দিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা স্বর্গ তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।
ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি

অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ চির-নির্ব্বাসন।
বল হে অমরগণ---বল প্রকাশিয়া

এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা ?
চির-অন্ধতম পুরী এ পাতাল-দেশে,
দনুজের পদচিহ্ন ললাটে আঁকিয়া ?"
কহিলা পার্ব্বতী-পুত্র দেব-সেনাপতি।

দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমে সক্রোধ-মূরতি.
নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস বিকট উচছাসে।
যথা দগ্ধগিরি-স্রাব উদ্গিরণ আগে,

অগ্নির ভূধরে ধূম সতত নির্গমে
ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী,
পার্ব্বতী-নন্দন বাক্যে সেইরূপ দেবে।
তুলিয়া সুপৃষ্ঠে তূণ, পাশ শক্তি ধরি,

উঠিয়া অমরবৃন্দ চাহি শূন্যপানে,
পুনঃ পুনঃ খরদৃষ্টি নিক্ষেপি ত্রিদিবে,
ছাড়িতে লাগিল ঘন ঘন হুহুঙ্কার।
সর্ব্বাগ্রে অনলমূর্ত্তি---দেব বৈশ্বানর,

প্রদীপ্ত কৃপাণ করে উন্মত্ত স্বভাব
কহিতে লাগিল দ্রুত কর্কশ-বচনে,

স্ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে।
কহিলা, "হে সেনাপতি! এ মণ্ডলী-মাঝে

কোন্ ভীরু আছে হেন ইচ্ছা নহে যার
অমর-নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ?
পুনঃ প্রবেশিতে তায় স্ববেশ ধরিয়া?
দানবে যুঝিতে আর কি ভয় এখন?

ভীরুতার হেতু আর আছে কি হে কিছু?
অমরের তিরস্কার সম্ভব যতেক
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বন।
স্বর্গ-অধোদেশে মর্ত্ত্য, অধোদেশে তার,

অতল গভীর সিন্ধু---তাহার অধোতে,
অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল,
তাহে এবে দৈত্য-ভয়ে লুক্কায়িত সবে।
দুঃখে বাস---ধূম্রময় গাঢ়তর তমঃ

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘন ঘন প্রকম্পন,
সিন্ধু-নাদ শিরোপরি সদা নিনাদিত
শরীর-কম্পন হিমস্তূপ চারিদিকে।
এ কষ্ট অনন্তকাল যুগ-যুগান্তরে

ভুঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে,
যতদিন প্রলয়ে না সংহার-অনলে
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।
অথবা কপটি হয়ে ছদ্মবেশ ধরি

দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ত্ততা প্রকাশি,
ত্রিলোক-ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে
মিথ্যুক-বঞ্চকবেশে নিত্য পরবাসী।
নিরন্তর মনে হয় কাপট্য প্রকাশ

হয় পাছে কারও কাছে চিত্ত জাগরিত,
বিষম দুঃসহ চিন্তা ঘৃণা লজ্জাকর
সতত কতই আরো হৃদয়ে যন্ত্রণা।
সে কাপট্য ধরি প্রাণে জীবন-যাপন

শরীর-বহন আর, দুর্গতির শেষ,
বরঞ্চ নিরয়-গর্ভে নিয়ত নিবাস
শ্রেয়স্কর শতগুণ জিনি সে শঠতা।
অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে

চতুর্দ্দশ লোক-নিন্দা সহি অবিরত,
শত্রু-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন করিয়া লাঞ্ছিত।
যখন ভ্রূকুটি করি চাহিবে দানব,

কিংবা সে অঙ্গুলি তুলি ব্যঙ্গ উপহাসে
দেখাইবে এই দেব স্বর্গের নায়ক,
শত নরকের বহ্নি অন্তরে দহিবে।
অথবা বর্জ্জিত হয়ে দেবত্ব আপন

থাকিতে হইবে স্বর্গে—দাস আছে যথা
অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট-কলেবর,

অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে।
তার চেয়ে শতবার পশির গগনে

প্রকাশি অমর-বীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসির অনন্তকাল দনুজ-সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হইবে শেষ।
অমর করিয়া সৃষ্টি করিলা যে দেহ

পিতামহ পদ্মাসন---সুমনস্ খ্যাতি,
ব্রহ্মাণ্ডভিতরে যারা সর্ব্বগর্বীয়ান,
অদৃষ্টের বশে হায় তাদের এ গতি।
দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,

তবে সে দেবত্ব কোথা হে অ-মর্ত্ত্যগণ?
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ,
সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয়?
নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে,

দেব কি দানব কিম্বা মানব সন্তান?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল
নিয়ত কিঙ্কর তার শুন দেবগণ।
ধর শক্তি, শক্তিধর, হও অগ্রসর

জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর বরিষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে।'
কহিলা সে হুতাশন সর্ব্ব-অঙ্গে শিখা

প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া.
অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য-সকলে
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পুরী রসাতল।
একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে,

কোটি বিজলীব জ্যোতিঃ খেলিতে লাগিল
পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমেষে
দেখাইল চারিদিকে জ্যোতির্ম্ময় দেহ।
তখন প্রচেতা মর্ত্ত্যে বরুণ বিখ্যাত

উঠিল গম্ভীরভাব, ধীর মূর্ত্তি ধরি,
পাশ-অস্ত্র শূন্যপরে হেলাইয়া যেন,
উন্মত্ত জলধিজল প্রশান্ত কবিল।
দেখিয়া প্রশান্ত-মূর্ত্তি দেব প্রচেতার

নিস্তব্ধ অমরগণ, নিস্তব্ধ যেমন
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা, যবে ঝটিকা নিবারে
ত্রিবাত্রি ত্রিদিবা ঘোর হুহুঙ্কাব ছাড়ি।
কহিলা প্রচেতা ধীর গম্ভীর বচন ;---

"তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে
হেন প্রগল্‌ভতা কভু নহে ত উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অলপমতি প্রাণীবে সম্ভবে।
যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ উদ্ধারিতে

অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকূলে?
কে আছে নারকী হেন দেব-নামধারী

প্রথম সর্গ

দ্বিরুক্তি করিবে হেন পবিত্র প্রস্তাবে?
তথাপি প্রতিজ্ঞা-বাক্য-উচ্চারণ আগে

উচিত ভাবিয়ে দেখা ফলাফল তার।
সামান্যেরও উপদেশ শুভপ্রদ কভু,
জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু না হয় নিষ্ফল।
কি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যদ্যপি?

সর্ব্বজন-হাস্যাস্পদ হওন কিবা ফল?
অসিদ্ধ-প্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপি
নমস্য জগতে, কার্য্যে সুসিদ্ধ যে জন।
অনেক মহাত্মা বাক্য কহিলা অনেক,

কার্য্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে,
কোদণ্ড-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশের আগে,
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে।
দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম,

বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এতদিন কোথা ছিল অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ?
কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্য শূল

নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে?
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ
দুর্জয় বৃত্রের হস্ত দেব-অস্ত্রাঘাতে?
অস্ত্র সেই, বীর্য্য সেই, সেই দেবগণ,

অক্ষুণ্ণ, অসুরও সেই সুপ্রসন্ন বিধি
এখনো বক্ষিছে তারে অনিবার্য্য তেজে,
কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে?
ভাগ্য নাই। ভাগধের মূঢ়ের প্রলাপ!

সাহস যাহার সদা সেই ভাগ্যধর।
তবে কেন ইন্দ্রবাণ-তেজঃ দুর্ণিবার
অক্ষত শরীরে দৈত্য ধরিল বক্ষেতে?
কেন ইন্দ্র সুবপতি সর্ব্বরণজয়ী

দনুজমর্দ্দন নিত্য শূলের প্রহারে
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,
চেতন-বিরতি যার নহে ক্ষণকাল?
কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,

সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় কবিয়া মানসে,
সুমেরু-শিখবে একা কাটাইছে কাল,---
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিবত?
দেবগণ, মম বাক্য অকর্ত্তব্য রণ

যতদিন ইন্দ্র আসি না হয় সহায়;
অগ্রে কোন দেবতায় করুন উদ্দেশ,
পশ্চাৎ যুদ্ধ-কল্পনা হবে সমাপিত।"
বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব ত্বিষাম্পতি

উঠিলা প্রখরতেজা---কহিলা সবেগে---
"বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্ব্বজন,

ভাবিও সে বৈধাবৈধ বাঞ্ছনীয় শেষে।
ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্জর অমর,

অদিতি-নন্দনগণ চির-আয়ুষ্মান্
অনশ্বর দেববীর্য্য, শরীর অক্ষয়,
সর্ব্বকালে, সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাদ।
অসুর অচিরস্থায়ী অদৃষ্ট অস্থির,

চঞ্চল দানবচিত্ত রিপু-পরবশ ;
মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির-আজ্ঞাবহ ;
জয়োৎসাহ প্রভুভক্তি অনিত্য সকলি,
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে জানা তথ্য এই,

দুরন্ত দানব তবে কত কাল সবে
দুর্ব্বার সমরক্ষেত্রে সুরবীর্য্যানল,
কত কাল রণে দৈত্য সে রণে তিষ্ঠিয়া ?
মম ইচ্ছা সুরবৃন্দ, দুরন্ত তাহবে,

দহে হে দানবকুল ভীম উগ্রতেজে,
যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জ্বলুক গগনব্যাপী অনন্ত সমর
জ্বলুক দেবের তেজ অমরা ঘেরিয়া,

অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রখর শিখায় ;
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্রপরম্পরা ঘোর চিরশোকানলে।
চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,

না জানিবে কোন কালে বিশ্রামের সুখ,
নারিবে তিষ্ঠিতে স্বর্গে দেব-সন্নিধানে,
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত।
অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,

কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,
ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে
চিরযুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।
ধিক্! লজ্জা! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে,

নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর!
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেব উপেক্ষিয়া---
স্বর্গ বিরহিত দেব চিন্তায় ব্যাকুল!
নাহিক বাসব হেথা সত্য বটে তাহা,

কিন্তু যদি পুরন্দর আরো বহুযুগ
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে
এইভাবে রবে সবে চির-অন্ধকারে?
চল হে আদিত্যগণ প্রবেশি শূন্যেতে,

দৈত্যের কণ্টক হয়ে অমরা বেষ্টিয়া
দগ্ধ করি দৈত্যকুল, যুগ-যুগকাল,
যুদ্ধের অনন্তবহ্নি জ্বালায়ে অম্বরে।
স্বর্গের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত-সমূহে

শিখরে শিখরে জাগি শস্ত্রধারিবেশে
সুশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে

দনুজের চিত্তশান্তি ঘুচাই আহবে।”
কহিলা এতেক গর্বে ঝটিকার বেগে

চারিদিক্ হতে দেব ছুটিতে লাগিল,
উথিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।
কিংবা যথা যবে ঘোর প্রলয়ে ভীষণ,

সংহার-অনলে বিশ্ব হয়ে ভস্মাকার
উড়ে অন্তরীক্ষপথে দিগন্ত আচ্ছাদি,
তেমতি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।
সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোমপথে,

বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাতি অদিবা
চিরগমরের স্রোতে নাশিয়া শরীর,
দেবনিন্দাকারী দপ্ত অসুরে ব্যাদিতে।

দ্বিতীয় সর্গ

হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন-ভিতর
পতিসহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া।

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া॥

মদন-সজ্জিত কুসুম-আসন,
চারিদিকে শোভা করিছে ধারণ,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য সুরাভিময়।

হাসিছে কানন ফুলশয্যা ধরি
স্থানে স্থানে যেন মৃত্তিকা-উপরি
কতই কুসুম-পালঙ্ক রয়।

কত ফুল-ক্ষেত্র চারিদিকে শোভে,
মুনি ভ্রান্ত হয় কান্তি হেরি লোভে,
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা।

বসন্ত আপনি সুমোহন বেশ,
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ,
হয়েছে অপূর্ব্ব-শোভার মেলা।

দানব-রমণী ঐন্দ্রিলা সেখানে,
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে
ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি।

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে,
মৃদুল মৃদুল সুশীল বাতে,
মুদিলা নয়ন কুসুমে হেলি॥

বসিছে কখন অনুরাগভরে,
ইন্দ্রিরা-কমল-পর্য্যঙ্ক-উপরে '
দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি।

দ্বিতীয় সর্গ

হাসে মনসুখে ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রতিদত্ত মালা করতলে ধরি
বসনবন্ধন পড়িছে খসি ।।

মূর্ত্তিমান ছয় রাগ করে গান,
রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান,
সঙ্গীত-তরঙ্গে পীযূষ ঢালি ।

স্বরে উদ্দীপন করে নবরস,
পরশ, আঘ্রাণ সকলি অবশ
শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-ব্যাপৃত খালি ।।

ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ,
কুসুম-ধনুতে সু-ঈষৎ টান,
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি ।

নাচে মনোরমা স্বর্গ বিদ্যাধরী,
কন্দর্প-মোহন বেশ-ভূষা পরি,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ভাসি ।।

এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য সনে,
দৈত্যজায়া সুখে নন্দন কাননে,
বৃত্রাসুর সুখে বিহ্বল-প্রায় ।

ধরি অনুরাগে পতি-করতল,
কহে দৈত্যবামা নয়ন চঞ্চল,
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায়---

"শুন দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বলি
বৃথা এ বিলাস বৃথা এ সকলি
এখন (৬) সেবা বিজি নয়।

বিজিত যে জন বিজয়ী-চরণ,
নাহি যদি সেবা করিল কখন,
হেন বিজয়ে কি ফলোদয়।।

"তুমি স্বর্গপতি আজি দৈত্যেশ্বর
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ না পূরে।

কটাক্ষে তোমার আশুপ্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয়া নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুরে ?

"স্বয়ংবরা হয়ে করেছি বরণ,
হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্র-লক্ষণ,
ইচ্ছাযী হব হৃদয়ে আশ।

যে ইচ্ছা যখন ধরিবে হৃদয়
তখনি সফল হবে সমুদয়,
জানিব না কারে বলে নৈরাশ।।

"ত্যজি নিজকুল গন্ধর্ব্ব ছাড়িয়া,
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া,
এবে যে বিফল হইল তাহা।

দ্বিতীয় সর্গ

নিষ্ফলা বাসনা হৃদয়ে যাহার,
কিবা স্বর্গপুরী, কিবা মর্ত্ত্য আর,
যেখানে সেখানে নিয়ত হা হা ॥

কিবা সে ভূপতি, কিবা সে ভিখারী,
কাঙ্গালী সে জন যেখানে বিহারী,
প্রাণের শূন্যতা ঘুচে না কভু।

পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়,
তবু সে বাসনা পূরিল না হায়,
আমার (ও) এ দশা ঘটিল তবু ॥

ভাল ভেবে যদি বাসিত হে ভাল,
সে বাসনা পূর্ণ হ'ত কত কাল,
সহিতে হ'ত না লালসা-জ্বালা।

ভালবাসা এবে কিসে বা জাগাই,
দিয়াছি যা ছিল, সে যৌবন নাই,
ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা ॥

ইন্দ্রাণী যদি সে করিত বাসনা,
না পূরিতে পল পূরিত কামনা,
মরি সে ইন্দ্রের লয়ে বালাই।

প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই ॥'

বলিয়া নেহারে পতির বদন,
আধ ছল-ছল ঢলে দু-নয়ন,
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়।

শুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,
"কি বলিলে প্রিয়ে বল শুনি ফিরে,
প্রেয়সী নারীর এ দশা নয়?

কি দোষে ভর্ৎসনা করিছ আমায়,
না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়,
অদেয় কিবা এ জগতী-মাঝ?

দিয়াছি জগৎ চরণের তলে,
কৌস্তুভ যেমতি মাণিকমণ্ডলে,
তুমিও তেমনি নারীতে আজ॥

কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে,
বিভব ঐশ্বর্য্য গৌরব খ্যাতিতে,
তোমার উপমা কাহাতে হয়?

আর কি লালসা বল তা এখন
আছে কিবা বাকী দিতে কোন্ ধন,
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয়?'

কহিল ঐন্দ্রিলা—"দিয়াছ যে সব,
জানি হে সে সব বিভব-গৌরব,
তবু সর্ব্বজন-পূজিতা নই।

দ্বিতীয় সর্গ

মণিকুলে যথা কৌস্তুভ মহৎ
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ,
বল দৈত্যপতি হযেছি কই ?

এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমনি সুখেতে বিরাজে,
এখনও আয়ত্ত হ'লো না সেহ।

স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে,
কিবা এ স্বরগ কিবা সে মহীতে,
শচীব মহত্ত্ব ভুলে না কেহ ।।

রতিমুখে আমি শুনিনু সে দিন,
সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন,
শচীর সৌন্দর্য্য দেহে না ধরি।

ইন্দ্রাণী যখন আছিল এখানে,
অমর-সুন্দরী সকলে সেখানে,
থাকিত হেমাদ্রি উজ্জ্বল করি ।।

শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।

গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে,
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে গ'ড়ে ।।

শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ,
ঘুচাইব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ,
আমার চিত্তের বাসনা এই।

থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস,
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ,
ভুলাতে তোমারে শিখাবে সেই॥

আসিবে যতেক অমর-সুন্দরী,
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য বেশ ধরি,
অমর-কৌতুক শিখাবে ভালো।

এই বাঞ্ছা চিতে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,
হয় কি না পুনঃ সুমেরু আলো।।"

শুনে বৃত্রাসুর ঈষৎ হাসিয়া,
কহিল ঐন্দ্রিলা-নয়নে চাহিয়া,
'এই ইচ্ছা প্রিয়ে হৃদে তোমার?"

বলিয়া এতেক দানব-ঈশ্বর,
কন্দর্পে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে সত্বর,
"কোথা শচী এবে করে বিহার?'

কহিল কন্দর্প মুখে চির-হাসি
"অমরা বিহনে এবে মর্ত্ত্যবাসী,
নৈমিষ-অরণ্যে শচী বেড়ায়।

দ্বিতীয় সর্গ

সঙ্গে প্রিয়তমা সখী অনুগত,
ভ্রমে অরণ্যেতে দুঃখেতে সতত,
না পেয়ে দেখিতে সুমেরু-কায় ।।

কষ্টে করে বাস শচী নরলোকে,
ইন্দ্র, ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রত্বের শোকে
অন্তরে দারুণ দুঃখহুতাশ ।"

শুনি দৈত্যপতি কহিলা "সুন্দরী,
পাবে শচীসহ শচী সহচরী,
অচিরে তোমার পূরিবে আশ ।।"

ঐন্দ্রিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা,
অধরে মধুর হাসি প্রকাশিলা,
পতি-কর সুখে ধরে অমনি ।

হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার,
ধনুকে ঈষৎ কবিল টঙ্কার,
শিহরে দানব দৈত্যরমণী ।।

পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছত্রিশ,
গীত-বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিষ,
নব নব রস বিভাস করি ।

পুনঃ সে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে,
অসুর-অসুরী শুনিতে শুনিতে,
চমকে চমকে উঠে শিহরি ।।

কভু বীর-রসে ধরিছে সুতার,
দানব উঠিছে করি মার মার,
আবার সমরে পশিছে যেন।

অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশূল,
আবার যেন সে অমরের কুল,
বিনাশে সংগ্রামে ভাবিছে হেন ॥

কখন করুণা-সাবিতে ভাসিয়া
চলেছে ঐন্দ্রিলা নয়ন মুছিয়া,
কখন অপত্য-স্নেহেতে ভোর।

যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার,
স্তনযুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার,
এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত ঘোর ॥

কভু হাস্যকর করে উদ্দীপন,
কোথায় বসন কোথায় ভূষণ,
ঐন্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়।

ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল-অঙ্গে,
উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয় ॥

অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল,
চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল-ঢল,
নেত্র করতল অলকা কাঁপে।

ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর,
অঙ্গুলী-অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,
টানিয়া অধরে ঈষৎ চাপে

চারিদিকে ছুটে মধুর সুবাস,
চারিদিকে উঠে হরষ-উচছ্বাস,
চারিদিকে চারু কুসুম হাসে।

খেলে রে দানবী দানবে মোহিয়া,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ডুবিয়া,
প্রমোদ-প্লাবনে নন্দন ভাসে ।।

তৃতীয় সর্গ

উঠিছে দানবরাজ নিদ্রা পরিহরি
ইন্দ্রালয়ে, শশব্যস্তে নানাদ্রব্য ধরি,
দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ছুটিয়া বেড়ায়,
গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্বর সাজায় ;

সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমাল্য দিয়া,
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিন্যাসিয়া ;
উড়ায় প্রাসাদ-চূড়ে দানব-পতাকা---
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিবনাম আঁকা ।

ঘন করে শঙ্খধ্বনি ; ঘন ভেরীনাদ ;
চারিদিকে স্তব্ধ শব্দ ঘন ঘোর হ্লাদ।
শিখরে শিখরে বাজে দুন্দুভি গভীর ;
ঘন ঘন ধনুর্ঘোষে গগন অস্থির।

ইন্দ্রালয় বিলোড়িত দানবের দাপে ;
জয়শব্দে চরাচর মেরুশীর্ষ কাঁপে।
বাসবের বাসগৃহ গগন যুড়িয়া,
হিমাদ্রিভূধর তুল্য আছে বিস্তারিয়া।

স্ফটিকের আভা তায় ফুটিয়া পড়িছে,
হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে।
দ্বারদেশে ঐরাবত হস্তী সুসজ্জিত,
সুসজ্জিত পুষ্পরথ দ্বারে উপস্থিত।

ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন ;
কুবের সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ ;
সারি সারি মণিস্তম্ভ সাজাইছে তায়,
সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ-গায়।

হায় রে সে ইন্দ্রাসন বসিত যাহাতে
বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে
মন্দার-পুষ্পের গুচ্ছ করিয়া যতন;
দানব আসিয়া ঘ্রাণ করিবে গ্রহণ।

ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি দ্রুতগতি
রাখিছে আসন-পার্শ্বে ভয়ে যক্ষপতি,

তৃতীয় সর্গ

সভাতলে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া
তটস্থ কিন্নরগণ দেখিছে চাহিয়া ।।

আতঙ্কে প্রবেশ-দ্বারে ;---বিদ্যাধরী যত ;---
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী বিনত---
বসন-ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত,
কেবল নর্ত্তন বাকী বাদন-সংযুত।

সমবেত সভাতলে করি যোড়কর,
অপ্সরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর।
সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘ শরীর---
হেনকালে শঙখধ্বনি হইল গম্ভীর ;

অমনি সুযন্ত্রে বাদ্য বাজিল মধুর ;
অমনি অপ্সরা-পায়ে বাজিল নূপুর ;
পূরিল সুধার ঘ্রাণে সভার ভবন ;
বহিল অমরপ্রিয় সুরভি পবন।

প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জয় ;
চারিদিকে স্তুতিপাঠ জয় শব্দ হয়।
ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়

পারিজাত-পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ,
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায়।---

বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমনি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন' পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে।

মন্ত্রীরে সম্ভাষি দৈত্য কহিলা তখন ;---
"সুমিত্র হে। ভীষণেরে করহ প্রেরণ
অচিরে অবনীতলে, নৈমিষ-কাননে ;
ভ্রমে শচী সে অরণ্যে সুবরামা সনে ;
আসুক স্বরগপুরে অমরী সকলে,
যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে।

কৌশলে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল ;
ঐন্দ্রিলার অভিলাষ করিব সফল।
বড় লজ্জা দিলা কাল ঐন্দ্রিলা আমারে---
শচী ভ্রমে স্বতন্তরা না সেবি তাহারে।

সুমিত্র, সত্বর কার্য্য কর সম্পাদন,
ভীষণে নৈমিষারণ্যে, করহ প্রেরণ।"

দৈত্যেন্দ্র-বচনে মন্ত্রী কহিলা সুমিত্র ;---
"মহিষী-বাঞ্ছিত যাহা কিবা সে বিচিত্র।
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য দনুজের নাথ,
নৈমিষ-অরণ্যে দৈত্য যাবে অচিরাৎ।
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল,
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল।।"

দৈত্যেশ কহিলা---"মন্ত্রি, কহ কি কহিবে,
অবিদিত বৃত্রাসুরে কিছু না থাকিবে।।"

তৃতীয় সর্গ

কহিলা সুমিত্র, তবে "শুন দৈত্যনাথ,
অমর পশিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত,
কহিলা প্রহরী যারা ছিলা গত নিশি,
দেখেছে দেবের জ্যোতিঃ প্রকাশিছে দিশি।

অতি শীঘ্র বোধ হয় দেবতা সকল,
রণ-আশে প্রবেশ করিবে স্বর্গস্থল।
এ সময় ভীষণেরে প্রেরণ উচিত
হয় কি না দৈত্যপতি ভাবিতে বিহিত,

সামান্য বিপক্ষ নহে জান দৈতপতি,
কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি।
দিবারাত্রি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম,
দুর্দ্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম,
যত যোদ্ধা দানবের হবে প্রয়োজন,
এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ ?"

শুনিয়া হাসিলা বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর
কহিলা, "প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রিবর ?
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার ;
এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার ?

দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া।
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গসুখ,
যাক কত কাল আরো ঘুচুক সে দুখ।

দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন।
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর।

বোধ হয় প্রতীহারী, রক্ষক যাহারা,
অন্য কিছু শূন্যপথে দেখেছে তাহারা—
হয় কোন উল্কা কিংবা নক্ষত্র-পতন,
নিদ্রাঘোরে শূন্যপরে করেছে দর্শন।"

কহিলা সুমিত্র, "দৈত্যপতি, অন্যরূপ
বলিলা প্রহরিগণ, কহিয়া স্বরূপ।
গগনমার্গেতে দেব-অঙ্গের আভাস
দেখিয়াছে স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ।

রক্ষক-প্রধানে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে,
বিদিত হইবে সর্ব্ব স্বকর্ণে শুনিলে।"

দৈত্যেশ-আদেশে আসে রক্ষক-প্রধান
দাঁড়াইল সভাস্থলে পর্ব্বত-প্রমাণ।
কহিলা দানবপতি, "কহ, হে ঋক্ষভ,
কি দেখিলা গত নিশি কিবা অনুভব?"

কহিলা ঋক্ষভ দৈত্যে "শুন দৈত্যনাথ,
ত্রিযামা রজনী যবে হেরি অকস্মাৎ,
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ।

তৃতীয় সর্গ

নক্ষত্র উল্কার জ্যোতিঃ নহে সে আকার ;
জানি ভাল দেব-অঙ্গ-জ্যোতি যে প্রকার।
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে আভায়।
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিকে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে।

দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার ;
উঠিছে আকাশ-প্রান্তে ঘেরি চারিধার ;
বহু দূরে এখন (ও) সে জ্যোতির উদয়---
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"

বৃত্রাসুর জিজ্ঞাসিলা ঘুচাতে সন্দেহ
"ইন্দ্রের কোদণ্ডনাদ শুনিলা কি কেহ ?
ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে ধ্বনি
শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তখনি !"

কহিলা ঋক্ষভ, "অন্য দানব যতেক,
ইন্দ্রের কোদণ্ডধ্বনি না শুনিলা এক !"

তখন দানব-ইন্দ্র বৃত্রাসুর কয়---
"দেবতা আসিছে সত্য কিবা তাহে ভয় ?
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল।
ইন্দ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা,
বাতুল হয়েছে তারা কি ঘোর মূর্খতা !

সঙ্কল্প করিনু অদ্য শুন দৈত্যকুল,
সঙ্কল্প করিনু হের স্পর্শিয়া ত্রিশূল---
সূর্য্যেরে রাখিব ক'রে রথের সারথি,
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি,

পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জনী ধরি,
অমরার পথে পথে রজঃ স্নিগ্ধ করি।
বরুণ রজক-বেশে অসুরে সেবিবে,
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে,
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও,
সুমিত্র, নৈমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও।"

কহিয়া এতেক বৃত্রাসুর দৈত্যপতি,
সভা ভাঙ্গি সুমেরুর দিকে কৈলা গতি।

এখানে ত্রিদিব জুড়ে ছুটিল সংবাদ,
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে,
কে দণ্ড-টঙ্কারে যেন গগন শিহরে।
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা,
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিব-নাম আঁকা।
মহা কোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্ব্বস্থল,
সাজিল দানবসজ্জে দানব সকল।
বৃত্রাসুর-পুত্র বীর রুদ্রপীড় নাম
সুধন্য দানব-কুলে, দেখিতে সুঠাম।

তৃতীয় সর্গ

ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হ'তে যার অসীম সাহস,
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট-শীরষে,
দেবতা আসিছে যুদ্ধে শুনিয়া হরষে,
সুমিত্রের করে ধ্বনি, কত সে উল্লাস,
উৎসাহ-হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ,
মহাযোদ্ধা বৃত্রপুত্র, পূর্ব্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশঃ যুঝিয়া অমরে।

আবার আসিছে যুদ্ধে দেবতা সকল,
শুনিয়া উৎসাহে মত্ত হৈলা মহাবল।
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে,
আন্দোলিয়া নানা কথা যুদ্ধের বিষয়ে।

স্বর্গদ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী,
হর্য্যক্ষ বিপুলবক্ষে পূর্ব্বে কৈলা গতি।
ঐরাবণী বল যার ঐরাবণ প্রায়,
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য---যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়---উত্তর আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে সিংহজটা---সিংহের প্রতাপ
চলিলা দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য ভয়ঙ্কর দাপ।
স্বর্গের প্রাচীরে ক্রমে দৈত্য কোটি জন---
ভীষণ---নৈমিষারণ্যে করিলা গমন।

চতুর্থ সর্গ

সায়াহ্নে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষ-বনে,
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
"বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো এ ভাবে পড়িয়া॥

না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে॥

স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেব স্বপন নাহি আসে।
জাগ্রতে নিরখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে॥

নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সে সকলি ছায়া॥

ভ্রান্তি যদি হ'ত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু,
থাকি'ম যাতনা ভুলিয়া।
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অভ্রান্ত করিয়া॥

চতুর্থ সর্গ

অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ,
সে উপায় নাহিক এখন।
কিরূপে চপলা বল, নিবসি এ ভূমণ্ডল,
চিরদুঃখে করিয়া যাপন॥

মানবের এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে,
পূরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে।
অতি গাঢ়তর বায়ু, আই-ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিস্তব্ধ নিগড়ে॥

নয়ন ফিরাতে ঠাঁই, কোথাও নাহিক পাই,
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে।
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারিদিক বহ্নিময়,
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে॥

হায়! এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি,
শিলা যেন কঠোর কর্কশ।
শুনিতে না পাই ভাল, শবদ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঋটিকা-পরশ॥

এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখী রে সকলি হেথা স্থূল।
নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে বা বাঁচে নরকুল॥

অমর মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।

যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব ।।

অনন্ত যৌবনে লয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস-সুখ।
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্য-চেতা,
নবলোকে সহিয়া এ দুখ ।।

নরজন্ম ভাল সখী, মৃত্যু হয় বিষ ভখি,
মরিলে দুঃখের অবসান।
অনুদিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন,
জ্বলে না লো তাদের পরাণ ।।

ররং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কাল,
দেখিতাম স্বরগ নয়নে।
আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে ।।

জানি সখী গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি,
মহা ঝড় তরুতেই বহে।
জানি সর্ব্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হয় খিন্ন,
অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে ।।

তথাপি অন্তরে দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে,
পূর্ব্বকথা সদা পড়ে মনে।
যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে?

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
ধ্বনিত কার্ম্মুক ধ্বনি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে॥

কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে,
পার্শ্বে তাঁর নীরদ-আসনে।
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু-মন্দ গরজন,
মেঘে যবে দুলাত পবনে॥

ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়ন-ভ্রান্তি,
কত দিন সখী রে না হেরি।
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি॥

সুমেরু-শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমর-সঙ্গিনীগণ সহ।
উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত নক্ষত্র-পূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ॥

ছুটিত নির্ম্মল বায়ু, প্রফুল্ল করিয়া আয়ু,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত।
নির্ম্মল কিরণশোভা, সখী রে কি মনোলোভা
মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত॥

সখী সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী,
দেবের পরম সুখকর।

ভিজায়ে নন্দন-তল, উছলে মধুর জল,
ভাবিতে লো হৃদয় কাতর ।।

কার ভোগ্য এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দন বিপিন ।
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন ।।

জগতেব নিরুপম, সখী পারিজাত মম,
দৈত্যজায়া পরিছে গলায় ।
যে পুষ্প শচীব হৃদি, স্নিগ্ধ করিবারে বিধি,
নিরমিলা অতুল শোভায় ।।

সখী রে দানবজায়া, ধৰ্ম্মি কলুষিত কায়া,
বসিছে সে আসন-উপরে ।
যেখানে অমবীগণ, ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিবাজিত প্রফুল্ল অন্তরে ।।

হায় লজ্জা চপলা বে, আমার শয়নাগাবে,
অমর পরশে নাহি যাহা ।
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিল তাহা ।।

ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্, কি আর কব অধিক,
এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে ।
এত দিনে দৈত্যবালা, এ মুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে ।।

চতুর্থ সর্গ

সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে,
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়।
আমার মুকুট-রত্ন, অমরী করিত যত্ন,
কুবের আনিয়া দেয় তায়।।

শচী বলি কেবা আর, গৌরব করিবে তার,
কে আর আসিবে শচী-স্থানে।
আর না আসিবে লক্ষ্মী, বাহুতে বাঁধিতে রক্ষী,
লইতে ইন্দিরা পুষ্প-ঘ্রাণ।।

ইন্দিরার প্রিয় পদ্ম, সুধাজাত সুধাসদ্ম,
কত সুখে লইত কমলা।
এবে সে ছোঁবে না আর, হাতে তুলে দিলে তার,
শচীর পরশ এবে মলা।।

উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রাহ্মণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই।
সুররমা অন্য যত, লজ্জা দিবে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই।।

কোথায় পলাব বল, কোথা আছে হেন স্থল,
এ মুখ না দেখাব কাহারে।
বরঞ্চ মানব-দেহে, পশিব মানবগেহে,
জন্মিব মরিব বারে বারে।।

ভুলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল,
ভাবিলেই আবার মরণ।

তবে না ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ,
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন ॥”

হেন কালে পুষ্পধনু, নিত্য মনোহর তনু,
চিরহাসি অধরে প্রকাশ।
আসি শচী-সন্নিধান, বাড়ায়ে শচীর মান,
ইন্দ্রাণীরে করিলা সম্ভাষ ॥

চপলা হেরি সত্বর, কহিলা, “হে পুষ্পশর,
হেথা গতি কোথা হ'তে বল।
আছ ত আছ ভাল, গোরা ছিলে হ'লে কাল,
তোমার ও রতির কুশল ॥

শুনি না কি মাল্যকার, হয়ে এবে আছ মার,
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও।
নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানব-বালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও ॥

এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে যে অন্যমনে, ত্যজি পুষ্প-শরাসনে
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার ॥

বড় আগে হেলি দেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি,
বেড়াইতে সুমোহন বেশ।
ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্ব্বলোক সবাকারে,
শুন কাম এই তার শেষ ॥

চতুর্থ সর্গ

ছি ছি মার নাহি লাজ, ধরি মালাকর-সাজ,
এখন (ও) আছ স্বর্গপুরে।
রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাখিয়ে ছাই,
ঐন্দ্রিলারে সাজায় নূপুরে ॥"

শচী কহে, "চপলা রে, গঞ্জনা দিও না মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম।
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পূরাইত কিবা মনস্কাম ?

ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব্বঠাঁই,
চিরজীবী হউক সে জন।
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতন ॥

প্রদ্যুম্ন কৌশল কিবা, আমারে শিখায় দিবা,
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয়।
কিরূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্যসুখী নিত্য হাস্যময় ॥"

কন্দর্প অপাঙ্গ-ঠারে, শাপাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়।
"সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয় ॥

ছাড়িয়া নন্দন বনে, কোথাও বা ত্রিভুবনে,
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।

কালের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন-ভিতরে তাহা,
না পাইব গিয়া অন্য স্থান ।।

সেবিয়া অসুর নর, কি দানবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে ।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির-আশা,
সুখ-দুঃখ মনের খনিতে ।।

সে কথা বৃথা এখন, আসিয়াছি যে কারণ,
শুন আগে বাসব-রমণি !
আসন্ন বিপদ্ জানি, আপনি কর্ত্তব্য মানি,
জানাইতে এসেছি অবনী ।।

নির্দ্দয় অদৃষ্ট অতি, এখন (ও) তোমার প্রতি,
শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ ।
কর্ত্তব্য যা হয় কর, না থাক অবনীপর,
নিকটে আসিছে আশীবিষ ।।"

"শচীর অদৃষ্ট মন্দ, আছে কি শচীর ধন্দ,
সে কথা শুনাতে আইলে মার !
স্বর্গ ত্যজি ধরাবাস, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বনাশ,
ইহা হ'তে অভাগ্য কি আর ?"

শুনিয়া কন্দর্প কয়, "এই যদি কষ্ট হয়,
না জান সে কি বলিবে তায় ।
ঐন্দ্রিলা সেবিতে যবে, রতি-সহচরী হবে,
অর্ঘ্য দিবে বৃত্রাসুর-পায় ।

চতুর্থ সর্গ

ক্ষমা কর সুরেশ্বরি, এ কথা বদনে ধরি,
চেতাইতে বলিতে সে হয়।
স্বকর্ণে শুনেছি যত, ঐন্দ্রিলার মনোরথ,
তাই মনে পাই এত ভয়।।

বসিয়া নন্দন-বনে, ঐন্দ্রিলা দৈত্যের সনে,
আমার সে সাক্ষাতে কহিলা,
'শচীরে স্বরগে আন, থাকুক আমার মান,
শচী সেবা মোরে না করিলা—

বৃথা এ ইন্দ্রত্ব তব, বৃথা এ ঐশ্বর্য্য সব,
বৃথা নাম ঐন্দ্রিলা আমার।
শুনি শচী গরবিণী, চিরসুখী বিলাসিনী,
সে গৌরব ঘুচাব তাহার।।

থাকিবে স্বরগে আসি, হইয়া আমার দাসী,
হাব-ভাব শিখাবে আমায়।
শিখাবে চলন-ভঙ্গী, কর-পদ দিবে রঙ্গি,
তবে মম চিত্ত-ক্ষোভ যায়?"

লজ্জা পায়, বৃত্রাসুর, আসিতে অবনীপুর,
আজ্ঞা দিলা ভীষণ দৈত্যেরে।
মহাবল দৈত্য সেই, তোমার রক্ষক নেই,
ইন্দ্রপ্রিয়া, পড়িলা সে ফেরে।।'

কন্দর্প-বাক্যেতে শচী, কুন্তলে ফণিনী রচি,
একদৃষ্টে দৃষ্টি করে তায়।

স্তব্ধভাব নিরন্তর গণ্ড রাখে হস্তোপর
ছায়া যেন পড়ে সর্ব্বগায় ॥

নিস্পন্দ শরীর মন, সচেতন অচেতন,
নিঃশ্বাস না সবে নাসিকায়।
অজানিত অচিন্তিত, চিন্তা যেন উপস্থিত,
হৃদয়েতে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥

কুন্তল-রচিত ফণী, নিরখি মেঘবাহিনী,
কহে শচী চপলা চাহিয়া---
'এ নরক মম ভাগে, সখী নাহি জানি আগে
দেখি নাহি কখন ভাবিয়া ॥

দুর্গতির শেষ যাহা, শচীর হয়েছে তাহা
ভাবিতাম সদা মনে মনে।
আরো যে শত ধিক্কার কপালে আছে আমার
সে কথা না উদিল চেতনে ॥

কেমনে চপলা বল, পরশিবে করতল,
দানবীর চরণ-নূপুর ?
কেমনে গো স্তনহার স্তন শোভিবারে তার,
ভুজে দিব কেমনে কেয়ূর ?

কেমনে সুকাঞ্চী ধরি, দিব কটিতটে পরি,
কেমনে বা কবরী বান্ধিব ?
বিনাব কুন্তলে বেণী, কিরূপে মুকুতা-শ্রেণী
ভালে তার সাজাইয়া দিব ?

চতুর্থ সর্গ

সখী রে যে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই
সাজাইব দানব-মহিলা,
যার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দিবে
দাসীপনা তুষিতে ঐন্দ্রিলা ?

যার অঙ্গে যত্ন ক'রে যক্ষকন্যা সমাদরে
পরাইত বসন-ভূষণ।
সে আজি লো দাসী হয়ে, বস্ত্র আভরণ লয়ে,
ঐন্দ্রিলার করিবে সেবন॥

হায় লজ্জা। হায় ধিক্ শ্রবণের শত ধিক্।
এ কথা কুহরে স্থান দিল;
দাসীপনা বাকী কিবা, সিংহী ছিনু হৈনু শিবা,
যখন এ শুনিতে হইল।

কেন হে কন্দর্প তুমি, আইলে মরতভূমি,
কেন কহ শুনালে আমায় ?
হৃদি-পরে গুরু শিলা, কেন বল চাপাইলা,
অনঙ্গ হে কি দূষি তোমায় ?

ঘটিল কপালে যদি, ঘটিত হে সে অবধি,
দাসত্বে যাইত যবে শচী।
আগে ক'য়ে কেন মার, অন্তরে দাসত্ব-ভার
শচীরে হে কহিলে অশচী ?

চপলা সত্যই কি না, সেবিতে হবে ঐন্দ্রিলা,
শচীর কি কেহই রে নাই ?

অপাঙ্গ পড়িলে যার, ভয় হ'ত দেবতার,
দেব যক্ষ তুষিত সবাই ।।

তাহার এ দুর্বিপাকে, কেহ নাই তারে রাখে,
দানবেরে করিয়া দমন ?
ইন্দ্র যেন তপে নিষ্ঠ, কোথা দেব অবশিষ্ট,
সূর্য্য চন্দ্র বরুণ পবন ?

কোথা রুদ্র হুতাশন, কোথা গণদেবগণ,
বৃথা নাম লই সে সবার ।
ইন্দ্রত্ব গিয়াছে যবে, আর কি শুনিবে সবে,
শচীর ভাবিবে কেবা আর ?

তবুও ত নিরাশ্রয়, ইন্দ্রাণী এখন (ও) নয়,
ইন্দ্রাণী ত পুত্রের জননী ।
সখী রে বাসব সম, আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী ।।

কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ অন্ত,
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায় ।
তোমার প্রসূতি হায়, দৈত্যের দাসত্বে যায়,
রক্ষ আসি পুত্র তব মায় ।।"

এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ---
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা গিরি নদী,
ভেদি সুতে করে আকর্ষণ ।।

জয়ন্ত পাতালদেশে, শুনিয়া ক্ষণ-নিমিষে,
মায়ের সে মানসেব ধ্বনি।
ব্যথিত কাতর মনে, কটি বান্ধি শরাসনে,
অবনীতে চলিলা তখনি ॥

কন্দর্প শচীর স্থান, বিদায় পাইয়া যান,
পুনঃ সেই নন্দন-কানন।
শচীর সান্ত্বনা আশে, চপলা দাঁড়ায়ে পাশে,
কহে স্নিগ্ধ বিনীত বচন ॥

পঞ্চম সর্গ

চপলা শচীরে কহে, "শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া,
অদ্যাপি জয়ন্ত না আইসে কি লাগিয়া ?
বুঝি বা বিভ্রাটে কোন পড়িলা আপনি,
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনী।

কন্দর্পের কথায় অন্তরে ভাবি ভয়,
মর্ত্ত্য ছাড়ি চল, দেবি, বৈকুণ্ঠ-আলয় ;
কিংবা সে কৈলাসে চল উমার নিকটে,
বিশ্বাস কর্ত্তব্য কভু না হয় কপটে।
কমলা অথবা গৌরী অথবা ব্রহ্মাণী ;
নিশ্চয় আশ্রয়দান দিবেন ইন্দ্রাণি।"

ইন্দ্রাণী চপলা-বাক্যে কহে, "কিবা কহ,
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ।
পরবাসে পরবশ, সদা চিতে মলা,
আশ্রয়দাতার মতি-গতি বুঝে চলা;

চিন্তিত সতত ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই;
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই।
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস;

সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার।
ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে কৈলাসে নাহি ভেদ,
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ!

শুন, প্রিয়তম সখী, সে আশা বিফলা,
মর্ত্ত্য ছাড়ি পরাশ্রয়ে যাব না চপলা।"
চপলা শুনিয়া দুঃখে কহিলা তখনি,
"ছদ্মবেশে থাক তবে বাসব-ঘরণি।"

কহে ইন্দ্রপ্রিয়া, "সখী শুন লো চপলা,
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা।
ঘৃণিত, আমার সখী, গোপন-নিবাস;
ছদ্মবেশ কদাচ না করিব প্রকাশ।

চিরদিন যেই রূপে জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, যেই রূপ শচীর এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী করুক দংশন---
নিজ রূপ, সখী, নাহি ত্যজিব কখন।”

বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ,
অপূর্ব্ব গরিমাচ্ছটা কিরণ-আভাস ;
নয়ন-ললাট-গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়---
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব-সূর্য্যোদয়।
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মত্ত যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেই, সে নেত্র বদন।

নিরখি চপলা-চিত্তে অসীম আহ্লাদ ;
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ :

ভাবিতে লাগিল শেষে বিপুল হরিষে---
“নন্দন সদৃশ নব সৃজিব নিমিষে।
মহেন্দ্রাণী-যোগ্য যবে হইবে এ বন ;
এ মূর্ত্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ ;

কপটী দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায়,
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়।
প্রকাশিব ক্ষিতির ঐশ্বর্য্য যত আজি,
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি।”

চপলা এতেক ভাবি বিচিত্র কানন,
শচীর অজ্ঞাতসারে কৈলা প্রকটন।--
মানস-মোহকর নবক্রমরাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিশলয়ে সাজি।

ধাবিল সমীরণ মলয়-সুগন্ধি,
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল থর থর তরুশিরে সাধে,
শিহরিল পল্লব মরমর নাদে।

হাসিল ফুলকুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে-কুঞ্জ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ;
নাচিল চির-সুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।

সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা---
সুরয অরধ; অরধ শশিশোভা;
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে;
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

হেনকালে ইন্দ্রসুত আসিয়া সেথায়,
দাঁড়াইলা প্রণমিয়া জননীর পায়।
জননী পুত্রের মুখ বহু দিন পরে
দেখে যদি হৃদয়ের সর্ব্বচিন্তা হরে;

পঞ্চম সর্গ

অন্য আশা, অভিলাষ ক্ষোভ যত আর,
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার,—
প্রভাতে যেমন সূর্য্য তরুণ কিরণ
ধরণী পরশি করে কুজ্‌ঝটি হরণ।

পুত্র পেয়ে শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত ঐশ্বর্য্য তাহার।
বারংবার শিরোঘ্রাণ; চিবুক আঘ্রাণ,
লইয়া; ধরিলা কোলে পুলকিত প্রাণ।

পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ;
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ;
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে,
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে;

তরু যথা নবোদ্‌গত কিসলয়রাজি,
বসন্ত-প্রারম্ভে ধরে নীল-পীতে সাজি;
নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি,
ক্লান্ত পরাণীরে রাখে বক্ষঃস্থলে ধরি;

শুকতারা ধরে যেন নিশান্তে যামিনী,
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।
অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি সুখে চায়,
মৃদু পরশনে কর সর্ব্বাঙ্গে বুলায়।

কাতর অন্তরে কহে চপলা চাহিয়া—
"দেখ সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া;

পল্বলের শুষ্ক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,
সখি রে, বৎসের আস্য তেমতি এখন।
খোলো, বৎস, খোলো তব কবচ অঙ্গের,
এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুষ্ক দেহের।

সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে,
স্নিগ্ধ হও কিছু কাল মহীর সমীরে,
স্বর্গের অনিল তুল্য নহে এ সমীর,
তথাপি জুড়াবে বৎস, হইবে সুস্থির।
পাতালবাসের ক্লেশ হবে অবসান,
সেবিলে এ সমীরণ---খোল অঙ্গত্রাণ।''

বলিতে বলিতে বর্ম্ম খুলিয়া আপনি,
উরসে অস্ত্রের চিহ্ন দেখিলা তখনি
আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাসে, ''তনয়,
এ কি দেখি বক্ষঃ কেন ক্ষতচিহ্নময়?
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার
হেন চিহ্ন---এ কি সব অস্ত্রের প্রহার?''

জয়ন্ত বলিল, ''মাতঃ। আমার উরসে
ছিল না কলঙ্ক কভু অস্ত্রের পরশে;
কেবল সে শিবদত্ত অসুর-ত্রিশূল
এবার ধরেছি বক্ষে---না হও ব্যাকুল---
অন্য অস্ত্রে দেব-অঙ্গ ভেদ নাহি হয়,
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।''

শুনিয়া পুত্রের বাণী কহিলা ইন্দ্রাণী,
"বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি,
জান নাই কভু আগে অস্ত্রের যাতনা---
না জানি সহিলা কভু বিষম বেদনা।

হায় শিব। হে শঙ্কর। হে দেব শূলিন্।
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন?
হায় উমা। শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই?
কি দোষ করেছি কবে, কহ তব ঠাঁই?

তোমার নন্দনে, গৌরি, কতই যতনে
রেখেছি অমরালয়ে, বিদিত ভুবনে,
পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ, দেব সেনাপতি---
শচীর নন্দনে উমা কৈলা এ দুর্গতি।
যে অসুর করিলা এ ত্রিশূল প্রহার,
সেই বৃত্র মহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার।"

কহি দুঃখে কহে শচী, "আমায় উদ্ধারি
কাজ নাই, বৎস, আর হয়ে অস্ত্রধারী।
জানিলে অগ্রে কি আমি মানসে স্মরণ
করিতাম তোরে হেথা নাশিতে গমন?

শতবার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব,
অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব,
তোমার কমল অঙ্গে ত্রিশূল-প্রহার,
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।"

শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্রসুত কয়---
"জননি, ছাড়িব তোমা যাতনার ভয়?
চিন্তা দূর কর স্থির হও গো জননি,
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসবঘরণি,
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষবার
তব আশীর্ব্বাদে শিব-ত্রিশূল-প্রহার
কহ মাতঃ কি কারণে স্মরিলে আমায়
কি বিপদ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায়?"

চপলা শুনিয়া, শচী-নন্দন-বচন,
বিস্তারি কহিলা তারে সর্ব্ব-বিবরণ।
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারতা
প্রকাশিলা যেইরূপ প্রকাশিলা তথা।

শুনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলিতে লাগিলা ক্রোধে, বিস্তৃত নয়ন।
দেখি শচী কহে, "বৎস, হও রে শীতল
ভ্রম কিছুক্ষণ এই নৈমিষ-মণ্ডল;
হের, বৎস, সুধাকর উঠিছে গগনে,
স্নিগ্ধ হও কিছুক্ষণ শশীর কিরণে।

মহীতে মাধুরী-সুধার সঙ্কাশ,
একমাত্র আছে এই চন্দ্রমা-প্রকাশ,
উহারি কিরণে তব তনু সুকুমার,
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার।"

পঞ্চম সর্গ

শুনিয়া জননী-বাক্য জয়ন্ত তখন
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন ;
চিন্তিয়া চলিলা ধীরে কানন-ভিতরে,
শীতল সমীর সেবি হেরি শশধরে।

চপলা কানন রচি, আনন্দে বিহ্বলা,
বেড়ায় চৌদিকে সুখে হইয়া চঞ্চলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ দুজন।
কানন-নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।

জিজ্ঞাসিছে এক জন চাহি অন্য প্রতি,
"কোথায় আনিলা দূত, আইলা কোন্ পথি ?
নৈমিষ-অরণ্য কোথা দেখি যে উদ্যান,
স্বর্গের নন্দনতুল্য পূর্ণ পুষ্পঘ্রাণ ;
চারু মনোহর লতা পল্লব মধুর,
পক্ষিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর ;
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস,
কিরণে জিনিয়া চন্দ্র পূরণ প্রকাশ ;
কোথায় নৈমিষবন ? অমরাবতীতে
এখন (ও) ভ্রমিছ ভ্রমে, না আসি মহীতে।"

দূত কহে, "জানিতাম এখানে নৈমিষ,
না জানি কি হৈল তবে হারায়েছি দিশ।
হইল সে বহুদিন মর্ত্ত্যে নাহি আসি---
হবে বা নৈমিষ এই---এবে কুঞ্জরাশি।"

হেনকালে চপলারে দেখিতে পাইয়া,
জিজ্ঞাসা করিলা তার নিকটে আসিয়া।
চপলা কহিলা, "কেন, কিসের কারণ,
নৈমিষ-অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ?

এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে,
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার--
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন-আকার।

বল আগে কার দূত পুরুষ কি নারী?
পার কি চিনিতে? বুঝি আমি যেন পারি।
হাতে দেখি পারিজাত না হবে মানব---
হায় রে সে স্বর্গ যথা অমর-বৈভব।"

ভাবিলা ভীষণ, তবে এই হবে শচী,
মায়ার নন্দনবন মর্ত্ত্যে আছি রচি।
প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল---
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল,
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।

যুদ্ধে জয় অমরের স্বর্গ অধিকার,
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার,
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ তাই সুরপতি,
পাঠাইলা ল'তে তোমা আপন বসতি।"

ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা ;---
"আমায় সন্দেশবহ চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ শিখ নাহি ভাল---
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল!

শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী, জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত?
নূতনে নূতন জ্বালা বুঝে না সঙ্কেত।"

'শিব!' বলি দূতবেশী কহে দৈত্যচর,
"চিনেছি চিনেছি---ভ্রান্তি নাহি অতঃপর।
শচীসহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা"---
"আবার ভুলিলা দূত", চপলা কহিলা---
"থাক মেনে, আর কেনে দেহ পরিচয়---
মূর্খের অশেষ দোষ কহিনু নিশ্চয়;

ওহে দূত বুঝা গেছে তব গুণপণা---
নারী চেনা মণি চেনা দুর্ঘট ঘটনা।
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা;
শুন দূত, শচী-দূতী আমি সে চপলা।
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"

বলিয়া চপলা চলে; পশ্চাতে তাহার
চলিলা পুরুষ পারিজাত হস্তে যার।

দেখিয়া কানন-শোভা মোহিত ভীষণ,
শত শত উপবন অমরমোহন
নিরখিলা চারিদিকে---নিরখিলা তায়
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায়;

পলাশ-বল্লরী, পুষ্প তরুণ লতায়
সুশোভিত নন্দনের সদৃশ শোভায়।
লতায় লতায় ফুল, শাখায় শাখায়
শিখিনী নাচায় পুচ্ছ চন্দ্রক-মালায়;

ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রততী-উপরে
মধুলিহ পড়ে ঢ'লে সুখে মধুভরে;
তরুণ অরুণ কিবা মৃদু শশধর
জিনিযা মৃদুল রশ্মি কানন-ভিতর।

শ্রবণ-সুস্নিগ্ধকর মধুর নিঃস্বন
কাননে ঝরিছে নিত্য করিয়া প্লাবন।
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্রিয়া বসে স্থিরবেশ;
জলদবরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ।

মুখে আভা ভানু যেন উথলিয়া পড়ে,
গাম্ভীর্য্য-প্রতিমা বিধি দেহ যেন গড়ে!
দেখিয়া স্তিমিত-নেত্র হইল ভীষণ,
বাক্‌শূন্য শ্রুতিশূন্য করে দরশন।

বিশ্বসৃষ্টি করি যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানব-চিত্তে চৈতন্য প্রভাত,

আদিস্থষ্ট সেই প্রাণী নবসূর্য্যোদয়
যে ভাবে দেখিলা দৈত্য সেই ভাব হয়,
সংজ্ঞা নাই চিন্তা নাই নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য পরাণ।

প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া---
চপলারে জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া চিন্তিয়া---
"পুরন্দর-ভার্য্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী?"
চপলা কহিল:, "এই ত্রিদিবের রাণী।"

ভাবিতে লাগিল মনে ভীষণ তখন
"সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন।
কোথায় ঐন্দ্রিলা---বুঝি দাসীর সে দাসী,
তুলনায় নহে এর চিতে হেন বাসি।
ধন্য সুরপতি ইন্দ্র!---এ অরুণ যার
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায় আঁধার।"

নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে,
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে,
অচল নিরখি যার বদনপ্রভায়
পরশে কেমনে তায় ভাবিয়া না পায়;

বিষম বিপদ ভাবে উভয় সঙ্কট
ভাবিলা সে কার্য্যসিদ্ধি অসাধ্য দুর্ঘট;
অনেক চিন্তিয়া স্থির নারিলা করিতে,
কিরূপে লইবে শচী অমরাবতীতে।

হেনকালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
জয়ন্ত ভীষণে দূরে পাইলা দেখিতে।
'অরে রে কপটী দৈত্য' বলিয়া তখন
ধাইলা তুলিয়া খড়্গ যেন হুতাশন,

কহিলা ভীষণে চাহি কূটদৃষ্টি ধরি
ক্ষণকাল খড়্গ শূন্যে সংবরণ করি---
"চল্ এ কানন-বহির্ভাগে শীঘ্র চল্,
জননীর বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল,
নহে বৈধ স্ত্রীজাতির সম্মুখে সমর,
চল্ এ উদ্যান ছাড়ি, পাষণ্ড বর্ব্বর।"

জয়ন্তে দেখিবামাত্র চিন্তা গেল দূর,
ধরিল বিকট মূর্ত্তি ভীষণ অসুর,
গর্জিলা সিংহের নাদে শেল ধরি করে,
ঘুরায় শূন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে।

না ছাড়িতে শেল শীঘ্র বাসব-নন্দন
"জননী, অন্তর হও" বলিয়া তখন
বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গর্জিয়া
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া,

শূন্যে খেলাইয়া অসি বিজলী আকার,
চকিতে স্কন্ধের মূলে করিল প্রহার।
বিচ্ছিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে,
ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভূতল-উপরে।

শালবৃক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত,
অথবা আগ্নেয়শৃঙ্গ অগ্নি-বিদারিত।
শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন
প্রবেশিলা দ্রুতগতি ভেদিয়া কানন।

দেখিয়া তাহারে কহে জয়ন্ত কর্কশ---
''তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ।
যা রে দাস, যা রে ফিরে দৈত্যের নিকট,
সমাচার দিস---তার ভীষণ বিকট
জয়ন্তের খড়গাঘাতে লুটে ধরাতল ;
অন্য আর যারে ইচ্ছা পাঠাইতে বল্।
ভেট দিস্ দৈত্যরাজে---ধর্ মুণ্ড ধর্।''

বলিয়া নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অন্তর।
ত্রাসিত, অস্থির দূত বিস্মিত ভাবিয়া
বৃত্রাসুরে বার্ত্তা দিতে চলিল ফিরিয়া।
জয়ন্ত আনন্দচিত্তে, জননী-নিকটে---
উপস্থিত হৈলা আসি এড়ায়ে সঙ্কটে।

ষষ্ঠ সর্গ

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা ;
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত, ভানুতে---
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত যত শৈলরাজি
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ-প্রভায় উজ্জ্বল
অনন্তের সমুদয় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধবে চতুর্দ্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণ-দর্শন---
পাষাণ সদৃশ বপু দীর্ঘ উবস্বান্---
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য কবে পবিক্রম
ভীমদর্পে ভীম-তেজে গর্জিযা গর্জিযা,
জাগ্রত, সুসজ্জ, সদা যুদ্ধের সজ্জায,
ভ্রমে দৈত্য বর্ম্মে বর্ম্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ সিংহনাদ, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে;
রাত্রি-দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ.
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি

ত্রিদশ-আলযে হেন অমব-দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমবাবতী দেব-সৈন্যদলে।
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা-দনুজে।

অর্ণবের উর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশ, অনুক্ষণ, বিরতি-বিশ্রাম,

ষষ্ঠ সর্গ

স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া গতি সিন্ধু-অভিমুখে---
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে,

জয়-পরাজয় নিত্যে নিত্য অনিশ্চয়---
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।
সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জন করি বচন কর্কশ---

"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখনও দেবতা।
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে।
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে ?

মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন ?
ধিক্ আজি দৈত্য নামে। হে সৈনিকগণ।
সমরে অমর ত্রস্ত করিয়া দানবে।

কোথা সে সাহস বীর্য্য শৌর্য্য পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির-রণজয়ী ?
সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিল কতবার অতুল বিক্রম,

নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে---

পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে,
জিনিল স্বর্গ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে নাশিয়া।

খেদাইয়া দেববৃন্দে পাতালপুরীতে---
শশকবৃন্দের মত---দৈত্য অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে

সেই পরাজিত তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিল সংগ্রামে,
না পারি জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া
রে ভীরু দানবগণ। লাগে কলঙ্কি না!
আপনি যাইব অদ্য পশিব সমরে,
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ।"

বলিয়া গর্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধ্বনিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রম।
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানব-সৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরি নিস্তব্ধ সকলে।

"আন্ রে সে শিবশূল---আন্ রে অমর-
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা দানিলা শঙ্কর।"

ষষ্ঠ সর্গ

নিরখে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি, শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে বৃংহিত করিয়া।

তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়---
শোভিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত,
কহিলা পিতারে চাহি হয়ে কৃতাঞ্জলি ;---

কহিলা---"হে তাত, জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান পিতঃ, পূরাও বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে।

যশস্বিন্ যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায় তবে,
আত্মজ আমরা তবে লভিব সুখ্যাতি ?
কোন্ কালে আমরা বা হব যশোভাগী ?

কীর্ত্তি যাহা---বীরলব্ধ বীরের আরাধ্য,---
বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতঃ কৈলা উপার্জন,
কি রাখিলে রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে ?

ভাবিতে ত হয় তাত ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে ?

জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে ?
জন্ম বৃথা ! কর্ম্ম বৃথা ! বৃথা বংশখ্যাতি !
কীর্ত্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা !

স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে---
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয় !
বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ সকলি সে বৃথা !
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের ;

পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায় !
বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী ;
গৌরব সম্পদ তেজঃ নাহি থাকে কিছু ,

ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত
সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট,

না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত
যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীরুর (ও) অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান্ !---

বীরের স্বর্গই যশঃ যশই জীবন ;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে ।

কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসের আজ
সেনাপতি-পদে তব সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে দেখ ওই পদরেণু।

জানিবে অসুর সুর---নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবেব পতি.
অজেয় সংগ্রামে নিত্য----অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক---আত্মজ তাঁহার।''

চাহিয়া সহর্ষচিত্তে পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুব হাসি ;---
''রুদ্রপীড়। তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে ;

বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর।
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজলিয়া, দানব-তিলক।

তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমবের সাধ
অদ্যাপি প্রোজ্জ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিন্যাসিয়া।

অনন্ত তরঙ্গময় সাগরগর্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর ;

গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে সে সুখ---
কিংবা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়াযে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত।

তখন অন্তরে যথা দেহ পুলকিত
দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত,
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উথিত।

সেই সুখ সে উৎসাহ হায় কত কাল
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা---কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার,

নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ,
দেখ এ ত্রিশূল-অঙ্গে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন কলঙ্ক গভীর !

যাও, যুদ্ধে তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে
যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।”

ষষ্ঠ সর্গ

রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইয়া শিরে শুনিয়া ভারতী,
এ হেন সময়ে দূত নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাস্থলে হইল উপনীত।

দূরে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক-হৃদয়ে,
কহিলা, "সন্দেশবহ, কি বারতা কহ ?
কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশিলে তুমি ?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী কোথা বা ভীষণ ?"

আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন
কহিতে লাগিলা পুর-প্রবেশ-উপায,
বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
বসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার।

কহিলা, "প্রথম যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হ'তে বহুদূর হিমাচল পথে
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী সহ।

নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পরে হইনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ ; অতঃপর শেষে
পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।

প্রাচীর-নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে, জাগরিত যথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।

আসন্ন বিপদ্ চিত্তে হইল উদয়,
জটিল কৌশল এক গূঢ় প্রতারণা---
ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয়-পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানবে,

সেই সমাচার লয়ে ত্বরিত-গমনে
ঐন্দ্রিলা-নিকটে যাই পিত্রাদেশে তার,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান্
সমরে সহায় হন এ তাঁর প্রার্থনা।---

এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিল মোরে পুরী প্রবেশিতে ;
আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"

শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর ;---
"এ বারতা দূত তোর অলীক কল্পনা
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া ভীষণ সংহতি---
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত ?"

ষষ্ঠ সর্গ

দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ কম্পবিরহিত---
যথা নব কিশলয় বরষায় নীরে
আর্দ্র তনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।

সুমিত্র দানব-মন্ত্রী কহিলা তখন,---
"দৈত্যেশ্বর, দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচী সহ
মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"

নতমুখ নিম্নদৃষ্টি দূত ক্ষুণ্নমতি,
কহিলা---"না, মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমাব
নৈমিষ-অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাদ---ভীষণ নিহত।"

"ভীষণ নিহত।"---গর্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক---জয়ন্ত ইন্দ্রেব পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী।---
দম্ভ তোর এত?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস;

"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমাদে,"
কহিলা তনয়ে চাহি গাঢ় নিরীক্ষণে---
"যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত জয়ন্তের করিযা আহুতি;

শচীলে আনিতে চাহ অমরাবতীতে
অন্যথা না হয় যেন যাহ ধরাধামে;

শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে অচিরাৎ পালহ আদেশ।"

কৃতাঞ্জলি হয়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা---"দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হবেন নির্গত?

যুদ্ধে পরাজয় যদি দেব-অনীকিনী,
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বর কিরূপে
করিবে কুমার কহ, তব অভিপ্রেত।

অসংখ্য এ দেব-সেনা দুর্জয় সংগ্রামে
অমর তাহাতে সবে সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অন্য-অস্ত্রাঘাতে,
মূর্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।

তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি,
কুমার সংহতি অদ্য, দানব-ঈশ্বর?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ?"

দৈত্যেশ কহিলা---"মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্র, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"

ষষ্ঠ সর্গ

নিষেধ করিলা মন্ত্রী ত্যেগিতে শূল,---
"পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট-প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া
কহিলা দানবপতি ;---"সুমিত্র হে, এই---
এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বৃত্রের,

জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে---কিংবা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার---
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড়।"

রুদ্রপীড় কহে 'মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জান না কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?
বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
যাইব অমর-ব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।

হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ;

বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ
বিবৃত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।''

এরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর-সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত-বেশে।

অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত---
রুদ্রপীড়, নিপতিত উভয় সঙ্কটে।

নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ ;
যুদ্ধই তাঁহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত।

নিরুপায় কোনমতে সমরে সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে,
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোন সদুপায় করিতে সুস্থির।

স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরীমধ্যে, অবলম্বি তাহা,
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।

ষষ্ঠ সর্গ

কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন
আসি উপনীত দ্রুত---আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল-বিরহিত।

উড়িল কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত,
প্রকাণ্ড অর্ণবপোত ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে,
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।

বাজিল সম্ভাষ-শঙ্খ, দূত কোন জন
বার্ত্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চসম্ভাষণে,---
"বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা

ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয়পারে,
গন্ধর্ব্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে ;

দেবকুল তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান।"

বৃত্র-সংহার

বার্ত্তা শুনি দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ---
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার---
মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা,
কি কর্ত্তব্য দানবের এবিধ প্রস্তাবে।

নিষেধ করিলা পাশী---প্রচেতা সুধীর,---
"উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট, বঞ্চক, ক্রূর দিতিসুত অতি,
নহেক উচিত বাক্য প্রত্যয় তাদের!

ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে?"
সেখানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।"

সূর্য্য-অভিপ্রায়---"দৈত্য যোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যাক অবিরোধে
দেব-যোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে।"

অগ্নি কহে---"দুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তার নাহি অনিষেধ,
সত্বর দৈত্যের সঙ্গে যেইখানে যাক্,
সম্মুখে পশ্চাতে শত্রু কি তাহে প্রভেদ?"

ষষ্ঠ সর্গ

সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে,
অভিমতে দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহার (ই) সহিত।

মহাসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল
করাই কর্ত্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।

স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হবে পুরী রক্ষক বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।"

সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে,
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত;
বার্ত্তা লয়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড়-সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত;

মহাহর্ষ হৈল সবে; দৈত্যে যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা,
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী উদ্দেশে,
নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচী-নিবসতি।

সপ্তম সর্গ

হেথা সুরপতি ইন্দ্র কুমেরু-শিখরে
চাহিলা বিস্ময়ে যেন নিরখি নূতন
গগন-ভূতল-মূর্ত্তি-বিশ্ব-অবয়ব।

কহিলা বাসব---"হায়, গত এত কাল
যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস।
ভাবি যেন পরিচিত পূর্ব্বের জগৎ
ধরিছে নূতন ভাব ছাড়ি পুরাতন।

যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল,
কুমেরু-শরীরে এবে নিরখি সেখানে
প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্যে উন্নত-শিখর
নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত।

পূর্ব্বে হেরিয়াছি যথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিমণ্ডিত,
লতা-গুল্মসমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া,

গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেইখানে,
বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল,
তরু-বারি-বিরহিত তাপদগ্ধ সদা,
নিরন্তর সমাকীর্ণ বালুকা-রাশিতে।

সপ্তম সর্গ

নক্ষত্র নূতন কত গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্তমাঝে হয়েছে প্রকাশ.
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান-বিচ্যুত
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষ-পথে.

এত কাল হৈল গতি পূজায় নিয়তি,
নিয়তি এখন (ও) তুষ্ট না হইলা মোরে.
আদিষ্ট না হই. কিংবা না পাই সাক্ষাৎ.
না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকূল ?

আবার পূজিব তাঁরে কল্পান্ত পূরিয়া,
দেখি প্রতিকূল তিনি হন কত কাল।
অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা সব পরিহরি,
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত।''

এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর,
বসিতে পূজায়, পুনঃ নিয়তি তখন
আবির্ভূতা হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার
পাষাণমূরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয়।

মাধুর্য্য কি সহৃদ্যতা কিংবা দয়ালেশ,
বদন, শরীর, নেত্র, কিবা সে ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য পটে।

অনন্যমানস ; দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে ;—

"কেন ইন্দ্র। নিয়তি-পূজায় ব্যাপৃত?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিবা রুষ্ট কভু;
অজ্ঞাত নহ ত তুমি সৃষ্টি হৈল যবে,
তদবধি এ আলেখ্য অর্পিলা আমায়
বিরিঞ্চি কমলাসন, নাহি সাধ্য মম
ব্যর্থ করি অণুমাত্র ইহার লিখন।

অন্যথা সূচ্যগ্রে যদি হয় লিপি এর,
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণ তিলেক না রবে,
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শূন্য জলনিধি,
বিশাল শৈলেন্দ্র চূর্ণ হবে অচিরাৎ।

বিকলাঙ্গ হবে বিশ্ব---মনুষ্য, দেবতা,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কাল, পরমাণু---
বিশৃঙখল হবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল,
ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলার্দ্ধ খণ্ডিত।

বাসব, আমার পূজা কি হেতু বৃথায়?
বিবেক হয়েছে হারা পড়িয়া বিপদে,
নির্ম্মল দেবের চিত্ত অসাধ্য সাধিতে।
তাই ভ্রান্ত হয়ে চাও অসাধ্য সাধিতে।
নাহি চাহি, ভাগ্য তব ভবিতব্য-লিপি
খণ্ডন করিতে বিন্দু-বিসর্গ প্রমাণ।"

কহিলা বাসব দুঃখে,---"না চাহি কদাচ
অসাধ্য তোমার যাহা আমায় তা দিতে;

কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্য-কুলপতি বৃত্র ; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে,
কত দিনে পূর্ণ হবে দেবের দুর্গতি ?"

নিয়তি কহিলা ;---"ইন্দ্র, কি উপায়ে হত
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি,
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার ;
তুমি না হইলে অন্যে জানিত না কিছু।

তুমি সুরপতি ইন্দ্র---তোমায় কিঞ্চিৎ
ভবিতব্য গূঢ় লিপি করি প্রকটন ;
ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ,---
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিব-পাশে।"
এত কহি অন্তর্হিত হইলা নিয়তি।

বাসব সহর্ষ-চিত্ত চিন্তি ক্ষণকাল,
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়া সুখে,
অচিরাৎ স্বপ্নদেবে করিলা স্মরণ।

কহিলা,---"হে দেবদূত সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন যেখানে,
কহ গে তাদের দূত, এ সুবারতা,
কুমেরু-পর্ব্বতেই পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,

নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র-বিনাশ যেরূপে।
কৈলাসে ধূর্জটি-পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য-লিপি যথা, বৃত্রের বিনাশ,
ব্রহ্মার দিবার শেষে, ভাগ্যের ভাবতী।

নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকি-নিকটে
গতি মম ; পুনর্ব্বার লভি শিবাদেশ,
অচিরাৎ সুরবৃন্দ-সংহতি মিলিব।"
বলিয়া চলিলা ইন্দ্র শিবের আলয়।

স্বপন, বাসন-বাক্যে স্বর্গ-অভিমুখে
দেবগণ সমুদ্দেশ্যে করিলা গমন,
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণা।

সেখানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুক অন্তর
কি উদ্দেশ্যে বৃত্রাসুর নন্দনে আপন,
সৈনিক-সংহতি শত মর্ত্ত্যে পাঠাইলা।

শত্রুপক্ষে, প্রত্যাশারে যাইতে আদেশ,
কেহ বা উচিত কহে, কেহ অনুচিত ;
অলীক কথনে দৈত্য ছলিলা অমরে,
কেহ বা সংশয়যুক্ত কেহ দ্বিধাহীন।

সপ্তম সর্গ

প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন ভাবি কিছুকাল,
অনুভব কৈলা শেষে দৈত্য-অভিপ্রেত,
শচীর প্রবাস মর্ত্ত্যে ইন্দ্র কুমেরুতে,
তথ্য পেয়ে গেলা কোন অনর্থ সাধিতে।

এরূপ সংশয় ভাবি প্রচেতা তখন,
প্রকাশিয়া দেবগণে দ্বিধা আপনার,
কেহ কৈলা গ্রাহ্য তায় কেহ না শুনিল,
মতামত নানামত প্রচেতা-বচনে।

দেব-সেনাপতি স্কন্দ পার্ব্বতী-নন্দন,
কহিলা তখন---"বৃথা তর্ক কেন এত?
যাক্ মর্ত্ত্যে দূত কোন, আসুক জানিয়া
সমর যথার্থ কি না গন্ধর্ব্ব-দানবে।

সমাচার পেয়ে পরে কর্ত্তব্য-বিধান
যা হয় হইবে শেষ, দূত কেহ যাক্।"
কহিলা প্রচেতা---"কিন্তু অবসর পেয়ে
ঘটায় উৎপাত যদি কি উপায় তবে?"

উগ্রমূর্ত্তি অগ্নি ক্রোধে উদ্যত তখনি
যাইতে বসুধা-মাঝে শত্রু সংহারিতে,
মন্ত্রণায় কালক্ষয় সর্ব্বকর্ম্মে ক্ষতি,
একাকী যাইবে মর্ত্ত্যে সদর্পে কহিলা।

তখন কহিলা সূর্য্য---"বিপদ্ যদ্যপি
ঘটে কোন দেবে মর্ত্ত্যে, তখনি স্মরণ
করিবে সে অন্য দেবে মানসে ডাকিয়া,
দূত মাত্র এক জন প্রেরণ উচিত।"

হেন আন্দোলন হয় দেবগণ-মাঝে
হেনকালে ইন্দ্র-দূত শুভবার্ত্তাবহ
স্বপন আইলা সেথা ; শীঘ্রতর অতি
একত্র হইলা তথা আদিতেয়গণ।

সহর্ষ-বদনে দূত অমরবৃন্দেরে
সম্ভাষি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা,
কহিলা---"আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা
শুনাইতে দেবগণে এ শুভ বারতা,---

"কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
কহিলা বিদিত বৃত্র-বিনাশ-উপায়।

কৈলাসে ধূর্জটি-পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি
ভবিতব্য গূঢ়-লিপি বৃত্রের নিধন
ব্রহ্মার দিবার অন্তে—ভাগ্যের ভারতী।'

নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকীর পাশে
গতি তাঁর ; পুনর্ব্বার জানি সমুদায়
অচিরাৎ সুরবৃন্দে দিবেন সাক্ষাৎ।”

দূতের বচনে মহানন্দ দেবগণ
মহাদম্ভে পুনবায় সংগ্রামে সাজিল ;
পুনবায় দৈত্যকুল প্রাচীব-শিখরে
তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশূল-অঙ্কিত।

অষ্টম সর্গ

বৈজয়ন্ত-ধাম এবে দৈত্যালয়,
প্রকোষ্ঠ-অন্তরে তায়,
ইন্দুবালা নাম, রুদ্রপীড়-বামা,
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায়।

পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর
পূর্ণকান্তি সুশোভন,
যেন কিসলয় চারু মনোহর
তেমনি দেহ-গঠন।

মধুর সুষমা অতি মৃদুতর
সরস শিরীষ ছলে,
মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন
উছলি উছলি চলে ;

কাছে বসি রতি করেতে ধারণ
গ্রন্থনরজ্জুর মূল ;
অসম্পূর্ণ মালা উরুদেশ 'পরে
চারিদিকে আলা ফুল।

অবদ্ধ কুন্তল পড়েছে বদনে
গ্রীবা উরস-পরে,
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল
অর্দ্ধাবৃত শশধরে।

অর্দ্ধভঙ্গ স্বর ভালে ঘর্ম্ম-বিন্দু
রতিরে চাহি সুধায়,
"পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কত দিনে আসা যায় ?

নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ ?
বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ
যশস্বী কি রণে তেঁহ ?"

বলিতে বলিতে, মণিবন্ধপরে
অন্য-মনে রাখে কর ,
পরখি আয়তি চমকিয়া অমনি
স্মরে শিব শিব হর।

কন্দর্প-কামিনী বলে—"ইন্দুবালা,
চিন্তা কেন কর এত ?

পতি সে তোমার সমরে পণ্ডিত
সাধিবেন অভিপ্রেত।

সত্বর ফিরিয়া আসিয়া আবার
মিলিবেন তব সনে,
বীর-পত্নী হয়ে দানব-নন্দিনি
এত ভয় কেন রণে?"

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায়! সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে।

পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে ক'জন, ভাবে সে ক'জন
বীরপত্নী কিসে হয়!

কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ;
যশঃ-তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন?

পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি,
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে
সমরের দাহ সহি?"

কহিয়া এতেক উঠি অন্যমনে
অস্থির-চরণে গতি ;
ভ্রমে গৃহ-মাঝে গৃহ-সজ্জা যত
নেহারে যতনে অতি।

"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে ,
"এই পালঙ্কেতে বসিবার সাধ"
বলি তাহে বৈসে ভুলে।

"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার
খুলি সেই শরাসন,
কহিলা, 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ।'

"এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন
শিরে এই শিরস্ত্রাণ।
কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ।

"অতি প্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি,
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি এক দিন
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।

অষ্টম সর্গ

আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়
মনমথ দিলা তাঁয়,
যুদ্ধ-ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমার গায়।

এবে শুকায়েছে হয়েছে নির্গন্ধ
প্রিয়কব কত দিন,
না পরশে ইহা--- সমব-তবঙ্গে
রত তিনি অনুদিন।

সকলি কোমল প্রিযেব আমাব
সমবে শুধু নিদয ;
হেন সুকোমল হৃদয তাঁহাব
কেমনে কঠোব হয ?

আমিও রমণী রমণীও শচী
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুব
ধরিতে গেলা ধবায় ?

কি হবে শচীব পতি নাই কাছে
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম।

ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে
আমার (ই) হৃদয় কাঁপে।

না জানি একাকী গহন-কাননে
শচী ভাবে কত তাপে।

ঐন্দ্রিলা-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর দানব-মহিষী
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ।

আমারে না কেন কহিলা মহিষী
আমি সেবিতাম তাঁয়,
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায় ?

কেন আ(ই)লা দৈত্য এ অমরালয়ে
আছিল আপন দেশ ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশঃ
কি আশা মিটিবে শেষ ?

যার দিয়া তারে ফিরি যদি দেশে
যান পুনঃ দৈত্যপতি,
এ পোড়া আশঙ্কা এ যন্ত্রণা যত
তবে সে থাকে না, রতি।”

রতি কহে “আহা !--- তুমি ইন্দুবালা
দানব-কুলের মণি।
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুবা হইলা ধনি।

অষ্টম সর্গ

দেখিলে তাহারে   না জানি সে কিবা
করিত তোমারে চিতে ;
বুঝি শোকভরে   ক্ষণমাত্র কাল
এই স্থানে না থাকিতে।

সে অঙ্গ-গঠন   মুখের সে জ্যোতি
সে চারু গ্রীবার ভাগ,
মহিমজড়িত,   সে গুরু চলনি
সে উরু উরস-স্থান।

যে দেখেছে, কভু   চিরদিন তার
হৃদয়ে থাকয়ে পশি,
দেখিলা সে রতি   এ পোড়া নয়নে
পূর্ণিমার সেই শশী।

অমরার রাণী   ইন্দ্রাণী সে শচী
তাহারে কিঙ্করী-বেশে,
রাখিবে এখানে ;   রতির অভাগ্যে
দেখিতে হইল শেষে।"

সুকুমার-মতি   কহে ইন্দুবালা
"হায়, রতি, কি কহিলা !
এ হেন বমারে   কবিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা।

আমারে লইয়া কন্দর্প-কামিনি
চল সে পৃথিবী'পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন
ধরিব পতির কর ;

আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে
রাখিবে আমার কথা ;
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কখন নহে অন্যথা ।

এত সাধ তাঁর করিবারে রণ
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী ।

কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না জানি
রমণীর প্রতি বল !
চল, রতি, চল লইয়া আমারে
যাব সে অবনীতল ।"

কহে কামপ্রিয়া, "দৈত্যকুল-বধূ,
তাও কি কখন হয় ?
ভ্রমে চরিদিকে সদা দেব-সেনা
পুরীতে দানবচয় ।"

অষ্টম সর্গ

"তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি ?"
কহে ইন্দুবালা সতী ;
"যাইতে অবশ্য আছে কোন পথ
সেই পথে চল, রতি।"

ইন্দুবালা-বাক্যে মীনকেতু-জায়া,
কহে, "শুন, দৈত্যাঙ্গনা।
যাবে ব্যূহ ভেদি বীর পতি তব
তুমি ত যুদ্ধ জান না।"

না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি
ইন্দুবালা দ্রুতগতি,
গবাক্ষ-সমীপে আসিয়া আতঙ্কে
কহে, "অই শুন রতি।

অই বুঝি রণ হয় তাঁর সনে,
শুন অই কোলাহল ;
তুমুল সংগ্রাম সুর-সহচরি
করে দেবাসুর-দল।

নামিতে ধরায় অই কি সে পথ
অই দিকে, সুর-সখি ?
তাই বুঝি হায় রুদ্রপীড়-ধ্বজ
উড়িছে শূন্যে নিরখি।

শূল-অঙ্কময় বিশাল কেতন
বুঝি বা সে হবে অই,
এতক্ষণে, রতি না জানি কি হ'ল
কেমনে সুস্থির হই।

শুন ভয়ঙ্কর কিবা সিংহনাদ
অগ্নিময় যেন শিলা,
তাল তাল তাল কত অস্ত্ররাশি
নভোদেশ আচছাদিলা।

হায়, রতি, মোরে কে দিবে সংবাদ
কাব সনে এই রণ।
এইখানে পতি আছে কি আমার
অনলে দহে যে মন।।"

কহে কাম-প্রিয়া, "অয়ি ইন্দুবালা
কই কোথা রণ কই ?
স্বপনে দেখিছ সমর এ সব
অন্তরে আকুল হই।

আইনু শুনিয়া গিয়াছে ধরায়
তোমার হৃদয়নেতা ;
নাহি কোন ভয় মিছা এ ভাবনা
রুদ্রপীড় নাহি সেথা।"

শুনি চিন্তাবেগ উপশম কিছু
কহে খেদে ইন্দুবালা,
"পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি
নিতি নিতি এই জ্বালা ।

দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি
পড়ে কত মহাবীর ;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হবে বুঝি শেষ স্থির ।

কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী
কত পিতা পুত্রহীন,
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ ।

যুদ্ধেতে কি লাভ যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে ?

দানবের কুলে জন্ম হয় মম
বুঝি অদৃষ্টের ছলে,
কাম-সহচরি সত্য তোমা বলি
সতত অন্তর জ্বলে ।"

"হায় ইন্দুবালা তুমি সুকোমলা
পারিজাতপুষ্প যেন,
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন?"

"ব'ল না ও কথা মন্মথ-প্রেয়সি
তুমি সে জান না তাঁয়;
দেখ না কি কভু শৈল-অঙ্গে কত
স্বাদু নীর-ধারা ধায়;

শচীর লাগিয়া না নিন্দহ তাঁরে
বীর তিনি রণপ্রিয়।
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি
ফিরিয়ে আসিলে প্রিয়।

যাব শচী-পাশে করিব শুশ্রূষা
যাতে সাধ দিব আনি,
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না
কহিনু নিশ্চিত বাণী।

মন্মথরমণি! নাহি কর খেদ
যাহ ফিরে নিজবাস,
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস।

অষ্টম সর্গ

ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল
থাকিবে অমনি ঢালা,
এবে গুটাইয়া আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা।

যবে শচী লয়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে;
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে।

পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে
কে ঢাকিবে তবে আর,"
বলিয়া, লইয়া কুসুমের রাশি
বসিলা গাঁথিতে হার।

"কি মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি
কি মালা গাঁথিতে জান?
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত
তবু না জুড়াত প্রাণ।

দেবকন্যা ধীরে সেবিত নিয়ত
সুমেরু উজ্জ্বল করি
সে আজ এখানে ঐন্দ্রিলা সেবিয়া
রবে দাসীবেশ ধরি।

এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন
দিয়া তারে পুষ্পহার?

ফুলের রজ্জুতে কসিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার ?

তার কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে ;
দানব-নন্দিনী জান না সে তুমি
দুঃখীরে পূজিলে লাগে।

মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙখল বাঁধিয়া পায়।
রতির কপালে এও সে ঘটিল
দেখিতে হইল হায়।

চলি বাষ্পাকুল নয়নে তখনি
মন্মথ-রমণী চলে,
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল
ইন্দুবালা চক্ষুজলে।

পড়ি বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল,
ভাবিয়ে পতিরে ভাবি যুদ্ধভয়
চিন্তাতে হয়ে আকুল।

কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগযীর দূর-রব,
চকিত চঞ্চল প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব ;

সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুলমালা হাতে ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড়-ভাবনায়।

নবম সর্গ

দেব দৈত্য [illegible] যাব.
চলে শূন্যে বিনা বোধ,
উদয়-অচল আদি হিমাচল-পথে;

শৃঙ্গে শৃঙ্গে পদক্ষেপ,
ক্রমে পথ সংক্ষেপ,
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উতরে মরতে।

নৈমিষে জয়ন্ত লয়ে,
শচী অতি ব্যগ্র হয়ে
জিজ্ঞাসে তনয়ে যত অমরের কথা;

"কোথায় দেবতাগণ,
বাসব মেঘ-বাহন?
পাতালের সমাচার স্বর্গের বারতা।

অমর-অঙ্গনাগণ,
কোথায় সে এখন?
কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত,

আখণ্ডল পুনর্ব্বার
ধরিলা কি অস্ত্র তাঁর,
অথবা কুমেরু-চূড়ে ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত ?"

হেনকালে রণশঙ্খ,
মৃগেন্দ্র-শ্রুতি-আতঙ্ক
অসুরের সিংহনাদে পূরিল গগন ;

বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়,
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।

জয়ন্ত শুনে সে রব,
শুনয়ে যথা-বৃষভ,
ধাবমান অন্য কোন বৃষের গর্জ্জন ;

অথবা ঝটিকারম্ভে,
পক্ষ প্রসারিয়া দম্ভে,
শ্যেনপক্ষী শুনে যথা বায়ুর স্বনন।

অথবা বিদ্যুতাচ্ছন্ন,
উচ্চৈঃশ্রবা সুপ্রসন্ন,
শুনি যথা মেঘমন্দ্র গ্রীবা বক্র করে ;

কিংবা ফণীন্দ্রের নাদে,
শুনিয়া যত আহ্লাদে,
গরুড় বিশাল পক্ষ বিস্তারে অম্বরে।

নবম সর্গ

শুনিয়া দৈত্য আবার,
জয়ন্ত তেমনি ভাব,
অরণ্য ছাড়িয়া বেগে হৈলা অগ্রসর;

কালাগ্নি-সদৃশ অঙ্গে,
কিরণ শত তরঙ্গে,
আস্য, গ্রীবা, অসি, বর্ম্ম করিল ভাস্বর।

রুদ্রপীড়ে কিছুক্ষণ,
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ,
কহে "হে দানবপুত্র, বহুদিন পরে;

আবার সমর-রঙ্গে,
ভেট হৈল তব সঙ্গে,
নৈমিষ-কাননে আজ ধরণী-উপরে।

ছিল যে দুঃখিত মন,
না পরশি প্রহরণ,
দানব-সংহতি রণে ক্রীড়ন অভাবে;

তোমার সহিত ভেটে,
আজি সেই দুঃখ মেটে,
চিরক্ষোভ জয়ন্তের আজি সে জুড়াবে।

বুঝিতে না লয় চিতে,
কে আর জানে বুঝিতে?
পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পূরে আশ;

হস্তী যদি দন্ত-বলে,
গিরি-অঙ্গ নাহি দলে,
বৃথাই তবে সে তার সামর্থ্য-প্রকাশ।

সুরবৃন্দে বড় লাজ,
গত যুদ্ধে দিলা আজ,
সে আক্ষেপ মনসাধে পূর্ণাহুতি দিব;

বাসব-নন্দন-বল,
সুরের রণ-কৌশল,
ভুলিলা, দানব-সুত, পুনঃ চেতাইব।

রুদ্রপীড়, তব সনে,
সুখ বটে বুঝি রণে,
বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর;

মনে তাই ঘৃণা বাসি,
সমরে তোমারে নাশি,
সে সুখ এখন আর পাবে না অন্তর।

এ সব মশকবৃন্দে,
কি আর হইবে নিন্দে,
শালতরু পেলে ছিনু কে করে কদলী;

তোমার সমর-সাধ
আমার চিত্তের সাধ,
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পূরাব সকলি।"

রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বাসব-নন্দনে কহে,
"তুই কি জানিবি বল্, সমরের প্রথা ;

বীরের উচিত ধর্ম্ম,
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা।

সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ
সমূহ অমরবর্গ,
এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস ;

ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী-পাশ।

কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ ;

জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে প'ড়ে হারায়ে সংবিৎ।

লজ্জা নাহি চিতে আসে,
নিন্দা কর হেন ভাষে,
যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃত্রের কুমার ;

হারায়েছি শতবার,
হারাইব আরবার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার।

সেই দীপ্ত হুতাশন?
ভয়ে যার অদর্শন,
হয়েছিলি এত কাল হতাশে কোথায়।

ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ,
বল্ যুদ্ধে সম্ভাষণ,
সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায়?"

"বৃথা বাক্যে কাল যায়,
সকলে একত্র আয়"
কহিলা জয়ন্ত, "যুদ্ধ দেখ্ রে দানব;

ধর্ অস্ত্র শত যোধ,
এখনি পাইবে বোধ,
বাসব-নন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব।"

বলি কৈলা সিংহনাদ,
দৈত্যের শঙ্খের হ্রাদ,
অরণ্য আলোড়ি, শূন্য করিল বিদার

শতযোদ্ধা একেবার,
কোদণ্ডে দিল টঙ্কার,
মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার।

নবম সর্গ

অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেব-দৈত্য যুদ্ধাবদ্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি বাণের গর্জ্জন;

আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ।

দ্রুঘণ, মুষল, শল্য,
প্রক্ষ্বেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে কবকা

জয়ন্তের শররাশি
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা।

কেশরি-শার্দ্দূলদল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ত্রাসে ভয়ে ছাড়ে বন, পর্ব্বত-গহ্বর;

বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী-উপর।

ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদিগরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।

অসুর-জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত,
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত-প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল।

ধরাতল টলমল,
নদীজল কল-কল,
ডাকিয়া ভাঙ্গিয়া রোধ করিল প্লাবন ;

ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ন,
চূণ চূর্ণ হয়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন।

হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্দ্ধ-দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত-করতলে দীপ্ত অসি ;

ছুটে যেন নভস্বৎ,
কিংবা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি

যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার ;

যবে যাদঃপতি জলে,
ক্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ-পর্ব্বত-প্রায় দেহের প্রসার।

নবম সর্গ

ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি,
দূর-অন্তরীক্ষে বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস;

নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুবাশি অনুক্ষণ,
ঐংস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস।

কিংবা গিরি-শৃঙ্গরাজি,
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা;

খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গী,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা।

নিমিষে-নিমিষে ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া-অঙ্গ,
অরিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব;

বেগে দীপ্ত গিরিকায,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব।

জয়ন্ত তেমতি বলে,
দানবযোদ্ধার দলে,
রুদ্রপীড়সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে;

পূর্ণ দেব-দিনমান,
অস্তাচলে সূর্য্য যান,
বিস্মিত দানবগণ জয়ন্ত প্রতাপে।

তখন বৃত্র-তনয়,
জয়ন্তে সম্ভাষি কয়,
"ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পবিহরি;

সূর্য্য হেব অস্তগত,
যুদ্ধ কৈলা অবিরত,
বিশ্রাম করহ এবে আইলা শর্ব্বরী।

প্রভাতে আবার শুন,
সমরে পশিব পুনঃ,
না ধরিব প্রহরণ থাকিতে রজনী;

বীরবাক্য সুনিশ্চয়,
যুদ্ধে তব পরাজয়,
নহে যে অবধি, শচী থাকিবে অবনী।"

জয়ন্ত কহিলা ভাষ
"যথা তব অভিলাষ
আমার না হইল শ্রান্তি, শ্রান্তি যদি তব

কর হে বিশ্রাম লাভ,
আমার সমান ভাব,
দিবস-রজনী মম তুল্য অনুভব।

নবম সর্গ

ধর অস্ত্র নাহি ধর,
এ রজনী দৈত্যবর,
আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি ;

যখন বাসনা হয়,
শুন হে বৃত্র-তনয়,
সমরে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনী।"

বলিয়া নৈমিষ-মাঝে
আবরিত যুদ্ধ-সাজে,
বসিলা আসিয়া কোন তরুর তলায় ;

মনে মনে আন্দোলন,
করে সুখে অনুক্ষণ,
দিবার যুদ্ধের কথা প্রগাঢ়-চিন্তায়।

প্রভাতে আবার রণ,
চিন্তা মনে সর্ব্বক্ষণ,
কত আশা হৃদয়েতে তরঙ্গে খেলায়---

রুদ্রপীড়-বিনাশন,
দৈত্যের দর্প-দমন,
জননী-বিপদ্-শান্তি খ্যাতি অমরায়।

হিল্লোলে হিল্লোলে আসে,
কখন বা চিত্তে ভাসে,
সমর-আশঙ্কা---পাছে দানব হারায় ;

বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া,
হস্ত-পদ প্রসারিয়া,
চিন্তা করে কতক্ষণে রজনী পোহায়।

গাঢ় ভাবনায় মগ্ন,
যেন হয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন,
বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় মুদিত অলসে ;

পত্রের বিচ্ছেদ দিয়া,
চন্দ্ররশ্মি প্রবেশিয়া,
মৃদু মৃদু সুশোভিত ললাট পরশে।

শচী চপলার সনে,
আসিয়া অনন্যমনে,
হেরি তনয়ের মুখে কৌমুদী-প্রপাত ;

কত চিন্তা ধরে প্রাণে,
কত আশা মনে মনে,
ভাবে যেন সে রজনী না হয় প্রভাত।

চপলার কানে কানে,
মৃদু পবনের স্বনে,
কহে "সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন

মৃদু রশ্মি ক্লান্ত দেহে,
যেন পড়িয়াছে স্নেহে,
মন্দার-কুসুমে যেন চন্দ্রমা-কিরণ।

নবম সর্গ

এই সুষমার খেলা,
চাঁদেতে চাঁদের মেলা,
আহা, আজি না দেখিল, সখি পুরন্দর :

দেখা সে হইবে যবে,
কহিব তাঁহারে তবে,
দেখিলে সে কত তাঁর জুড়াত অন্তর।

শুনে এ রণ-সংবাদ
করিতেন কি আহ্লাদ,
দিতেন কতই সুখে পুত্রে আলিঙ্গন ;

আশীর্ব্বাদ করি কত,
স্নিগ্ধ হয়ে অবিরত,
করিতেন স্নেহে অই বদন চুম্বন।

যদি থাকিতাম আজ,
অমর-বৃন্দের মাঝ,
অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।

আজি কত মহোৎসবে,
তুষিতাম দেব সবে,
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী।

জয়ন্তে করিয়া সঙ্গে,
ভাসিয়া সুখ-তরঙ্গে,
ভ্রমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভুবন ;

বিষ্ণু-প্রিয়া কমলারে,
ঈশান-প্রিয়া উমারে,
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন।

একা যে করিল রণ,
সহ দৈত্য শত জন,
সমরে করিলা ক্লান্ত রুদ্রপীড়াসুরে,

সে আনন্দে বিসর্জন,
ধরাতে নৈমিষবন,
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ত্ত্যপুরে।

আবার অন্তরে ভয়,
না জানি যে কিবা হয়,
বালযুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত;

রুদ্রপীড় মহাবীর,
জয়ন্ত ক্লান্ত-শরীর,
অসুরের অস্ত্রবৃষ্টি যেন উল্কাপাত।।"

হইয়া বিমর্ষ দুখে,
চাহি চপলার মুখে,
ফেলিয়া সুদীর্ঘ শ্বাস কহে ইন্দ্রজায়া;

"তনয়ে স্মরি এখানে,
শৃঙখল বেঁধেছি প্রাণে,
সখি রে, দুরন্ত সন্তানের মায়া।

নবম সর্গ

পুত্র-মুখ যতক্ষণ,
না করিনু নিরীক্ষণ,
দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক;

আগে না ভাবিয়া, সখি,
ও চারু-মুখ নিরখি,
বিবশা হয়েছে এবে হারায়ে বিবেক।

অন্তরে আশঙ্কা হেন,
বিপদ্ নিকট যেন,
সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল ভার?

সখি, অন্য কোন্ দেবে,
স্মরণ করিব এবে,
সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার?"

নিশি-শেষে নিদ্রা-ভঙ্গে,
অর্দ্ধ-চেতনের সঙ্গে,
অদূরে মুরলী-ধ্বনি বাজিলে যেমন;

স্বপ্ন সহ মিশাইয়া,
পরাণেতে জড়াইয়া,
জাগ্রত করিয়া দিও পরশে শ্রবণ।

জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে,
তেমনি প্রবেশ করে,
শচীর সে সুমধুর কোমল বচন;

উন্মীলিত-নেত্রে বসি,
হেরি অস্তপ্রায় শশী,
কহিলা জননী-পদ করিয়া বন্দন।

"প্রভাত হইল নিশি,
প্রকাশিত পূর্ব্বদিশি,
দেখ মাতঃ, চারু কান্তি অরুণের রাগে।

পুত্রে আশীর্ব্বাদ কর
না উঠিতে প্রভাকর,
প্রবেশি সংগ্রামস্থলে দানবের আগে।"

শুনি শচী শতবার,
শিরোঘ্রাণ লয়ে তার,
যতনে অঙ্কেতে পুত্রে করিলা ধারণ;

কহিলা "বাছা জয়ন্ত,
আশিস্ করি অনন্ত,
চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন।

কিন্তু প্রাণে এত ভয়,
কেন রে হয় উদয়,
আতঙ্কে কি হেতু এত শরীর অস্থির;

যত চাই পূর্ব্বপানে,
ততই যেন পরাণে,
অরুণ-কিরণ বিন্ধে সুপ্রখর তীর।

না পারি সাহস ধরি,
নয়ন প্রসার করি,
যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক উদয়;

বিবর্ণ যেন মিহির,
গগন-মহী-শরীর,
সকলি বিবর্ণ হেরি যেন মসীময়!

নিমিষে নিমিষে চিতে,
ইচ্ছা হয় নিরখিতে,
তোমার বদন আজি ভ্রান্তিতে যেমন!

কাছে আছ ভাবি এই,
ভাবি পুনঃ কাছে নেই,
কোল শূন্য হৈল যেন ভাবি বা কখন।

কখন সে শুনি ভুলে,
তুমি যেন শ্রুতিমূলে,
'জননি জননি' বলি করিছ নিনাদ;

কেন হেন হয় বল,
নেত্র-কোণে আসে জল,
কভু ত ছিল না হেন শচীর প্রমাদ।

একাকী যাইবে রণে,
ছাড়িতে না লয় মনে,
অন্য কোন জনে এবে করিব স্মরণ;"

বলিয়া অধিক স্নেহ-
ভুজেতে বান্ধিয়া দেহ,
হৃদয়ের কাছে আনি করিলা ধারণ।

জয়ন্ত কহিল "মাতঃ,
হবে না বিপৎপাত,
স্নেহেতে ভাবিছ এত, আশঙ্কা বৃথায়।

একাকী এ যুদ্ধে যাব,
নহে বড় লজ্জা পাব,
দেব-দৈত্য উপহাস করিবে আমায়;

বৃত্রসুতে কি ভাবনা,
আমিও জানি আপনা,
কালি সে বুঝেছি যত দৈত্যের বিক্রম,

স্মরি অন্য কোন দেবে,
জননি, না কর এবে,
বৃথা কৈনু গত কল্য যত পরিশ্রম।

দেখ মাতঃ সূর্য্যোদয়,
বিলম্ব উচিত নয়"
বলিয়া বন্দিয়া শচী-যুগল-চরণ;

যুদ্ধস্থানে কৈলা গতি,
ইন্দ্রাণী দিলা সম্মতি,
অপাঙ্গে অশ্রুর বিন্দু আকুল বচন।

নিদ্রাভঙ্গে চিন্তান্বিত,
রুদ্রপীড় উৎকণ্ঠিত,
ভাবিছে কি হবে পুনঃ সমরে সে দিন,

ছিল সঙ্গে যোদ্ধা শত,
নবতি হইল হত,
জীবিত যে কয় জন শ্রান্তিতে মলিন।

কখন বা ভাবে ভ্রমে,
জয়ন্তের পরাক্রমে,
রুদ্রপীড় নাম বুঝি হয় বা নিষ্ফল ;

ইন্দ্র-হস্তে হবে নাশ,
মিথ্যা বুঝি সে বিশ্বাস,
জেতৃ বুঝি নহে তার বাসব কেবল।

এইরূপ চিন্তান্বিত,
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত,
প্রতিজ্ঞা করিছে দৃঢ় স্মরিয়া শঙ্কর ;

হয় মৃত্যু নয় জয়,
নহিলে কভু নিশ্চয়,
ত্রিদিবে না যাবে আর বিদারি অম্বর।

ভাবিতে ভাবিতে চায়,
জয়ন্তে দেখিতে পায়,
সত্বর লইয়া সঙ্গে দশ দৈত্যবীর,

অগ্রসর হইল রণে,
রণ-শঙ্খ ঘনে ঘনে,
অম্বর নিনাদি শূন্য করিল বধির ;

দ্বিগুণ বিক্রমে এবে,
দানব আক্রমে দেবে,
হাঁকিয়া বিকট দর্পে গর্জ্জন ভীষণ,

দেব দৈত্যে যুদ্ধারম্ভ,
আবার ভুবন স্তব্ধ,
শূন্যমার্গে অবিরত অস্ত্র-সংঘর্ষণ।

আবার কাঁপিল ধরা,
মূর্ত্তি ধরি ভয়ঙ্করা,
তুমুল যুদ্ধ-সঙ্কুল, ক্ষুব্ধ জলস্থল ;

দগ্ধ হ'ল তরুকুল,
বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমূল,
ভীষণ কর্কশ বেশ ধরে রণস্থল।

জয়ন্ত দানব-মাঝে,
যুঝিছে তেমনি সাজে,
যুঝিলা যেমন পূর্ব্বে বিনতা-তনয় ;

গরুত্মান্ মহাবীর,
ফণীন্দ্রে করি অস্থির,
প্রবেশে পাতালপুরে ভুজঙ্গমময়।

চারিদিকে আশীবিষ,
ফণা ধরি অহর্নিশ,
গাঢ় অন্ধকারে করে বিকট গর্জ্জন,

গরুড় দুর্জ্জয় দর্পে,
ঝাপটে ঝাপটে সর্পে,
প্রসারি বিশাল পক্ষ করায় ঘূর্ণন।

এরূপে পূর্ব্বাহ্ন গত,
জয়ন্ত-শরে নিহত,
আবার দানব পক্ষ পড়িল ভূতলে—

পড়ে যথা ধরাধর,
শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভূমিপর,
ভূকম্পনে চলে জল উছলে উছলে।

তখন আক্রুদ্ধ-বেশ,
আকুঞ্চিত ভুরু-দেশ,
রুদ্রপীড় মুহূর্ত্তেক জয়ন্তে নিরখি,

ভীষণ হুঙ্কার-রবে,
শূন্যেতে তুলিয়া তবে,
প্রকাণ্ড ভ্রমণ এক মুষ্টিতে ধমকি;

ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে,
ঘোর শব্দ যেন মেঘে,
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার।

না করিতে সংবরণ,
জয়ন্ত-অঙ্গে পতন,
হইল প্রকাণ্ড মূর্ত্তি শৈলের আকার !

না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিজলী-হার,
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন ;

কিংবা যেন রাশীকৃত,
চন্দ্ররশ্মি শোভা-হৃদ
খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন ।

শিরীষ-কুসুম-স্তবক,
যেন বা অবনীপর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন,

দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমিষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গার-দীপ্তি মিশায় যেমন !

মৃত্যুহীন দেবকায়া,
মূর্চ্ছাই মৃত্যুর ছায়,
জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল ;

নিদ্রিত মানব যথা,
নিশ্চয় হইল তথা,
রেণু-ধূসরিত তনু পড়িয়া রহিল ।

উল্লাসে দানবদল,
জয়শব্দ-কোলাহল,
নিনাদে অবনী শূন্য কৈল বিদারণ ;

শিহরে যেমন প্রাণী,
শববাহী হরিধ্বনি,
গম্ভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ ;

তেমতি সে ভয়ঙ্কর,
দানবের জয়-স্বর,
শুনিয়া শিহরে শচী অন্তর পীড়িয়া,

চঞ্চল দামিনী যথা,
ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,
হেরে আসি পুত্রতনু ধরাতে পড়িয়া ।

"হা বৎস জয়ন্ত" বলি,
স্খলিত চরণে চলি,
ধাইয়া আসিয়া পার্শ্বে ধরিল তনয় ;

কোলেতে করিয়া তনু,
ছিলাশূন্য যেন ধনু,
বদনে স্থাপিয়ে দৃষ্টি স্পন্দহীন হয় ।

না বহে শ্বাস প্রশ্বাস,
কণ্ঠে রুদ্ধ গাঢ় ভাষ,
কঠোর অশ্রুর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে,

নয়নে নিবদ্ধ হেন,
শিশিরের বিন্দু যেন,
কমল-পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে।

অন্তরে প্রবাহ ধায়,
হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়,
নির্গত হইতে নারে সে শোক-নির্ঝর,

যেন কল-কল করি,
গহ্বর সলিলে ভরি,
পর্ব্বত-নির্ঝর ভ্রমে বেষ্টিত প্রস্তর।

না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তর-মূর্ত্তি অর্দ্ধ-অচেতন :

পুত্রতনু কোলে ধরি,
নিরখি নয়ন ভরি,
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু হয় বিলোড়ন।

যত দেখে পুত্রমুখ,
তত বিস্ফারিত বুক,
ক্রমে তেজোরাশি তত প্রকাশে বদন ;

বারিভারাক্রান্ত মেঘ,
ভেদিলে কিরণ বেগ,
প্রকাশয়ে সূর্য্য যথা দেখিতে তেমন।

নিকটে চপলা সখী,
শচীর মুখ নিরখি,
শুষ্কভাব উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে না পায় ;

নয়নে অশ্রুর ধার,
গলিত যেন তুষার,
বদন উরস বহি দর-দর ধায় ।

তাবে দৈত্যসুত মনে,
চাহিয়া শচী-বদনে,
"পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে ;

ধরিতে না উঠে কর,
চরণে হয় অচর,
এর চেয়ে নাহি কেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ।

বুঝি বা নিষ্ফলে যায়,
জনকের অভিপ্রায়,
সমরের এত ক্লেশ এত যে আয়াস ;

জয়ন্ত সমরে হত,
শুধু সে সুখ্যাতি কত ?
বুঝি পূর্ণ না হইল চিত্ত-অভিলাষ ।"

চিন্তা করি ক্ষণকাল,
নিকটে ডাকে করাল,
অনুচর দৈত্য এক নিকষর নাম ;

চিত্তে নাহি দয়ালেশ,
খল পামরের শেষ,
তারে আজ্ঞা দিল পূরাইতে মনস্কাম।

উল্লাসে দানব ক্রূর,
সর্প যেন ছাড়ি দূর,
শচীর পশ্চাতে দ্রুত করিয়া গমন;

ভুজঙ্গ জড়ায় যেন,
করিতে কুণ্ডল হেন,
জড়ায়ে তুলিলা কেশে করি আকর্ষণ।

হায় মত্ত গজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল-থর;

দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল-লতা,
দুলিতে লাগিল শূন্যে শচী-কলেবর!

করিয়া উল্লাসধ্বনি,
মুহূর্ত্তে ছাড়ি অবনী,
উঠিল অচল-পথে দানবের দল,

শিখরে শিখরে পদ,
এড়ায়ে কন্দর নদ,
শূন্যমার্গে চলে দৈত্য কাঁপায়ে অচল।

সংহতি চলে চপলা,
আকাশ করি উজলা,
ক্রন্দন-নিনাদে পুরি অন্তরীক্ষদেশ,

ছাড়িয়া উদয়গিরি,
নানা শৈলশিরে ফিরি,
স্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ।

রুদ্রপীড় অগ্রসর,
শঙ্খে ঘন ঘন স্বর,
অমরা কম্পিত করি বাজায় তখন,

শুনিয়া দনুজ যত,
প্রাচীরে প্রাচীরে শত,
শত কম্বুনাদ করে নিস্বন ভীষণ।

সে নাদ পশিল কাণে,
বাজিল শচীর প্রাণে,
সহসা ঘুচিল স্তব্ধ, চেতনা আসিল,

স্মৃতি-পথে আচম্বিতে,
উথিত হইয়া চিতে,
চিন্তা-সরিতের স্রোত উথলি চলিল।

"কোথায় জয়ন্ত হায়!"
বলি চারিদিকে চায়,
কে করিল শূন্য কোলে, কে হরিল তোরে,

বিপদে রাখিতে যায়,
আসিয়া ফেলিলি তায়,
অকূল আঁধারময় শোকসিন্ধু-ঘোরে!

কি দেখিতে আসি হেথা
হে ইন্দ্র, সূর্য্য, প্রচেতা,
কই কোথা পুত্র মম জিনি পারিজাত,

জয়ন্ত কুমার কই,
শচীর নন্দন কই?
দেবরাজ-পুত্র কই? হায় রে বিধাতঃ!

হা শঙ্কর উমাপতি!
হা বিষ্ণু কমলাপতি!
হায় গৌরী, হায় রমা, হায় বাগ্‌বাণি—

শুষ্ক আজি অকস্মাৎ,
শচী-হৃদি-পারিজাত,
কি আর দেখিবে স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!

এসে সে দেখিবে এবে,
দানবের পদ সেবে,
দুঃখিনী আশ্রয়হীনা শচী ইন্দ্রজায়া!

কোথায় ত্রিদশকুল!
কোথা আদ্যাশক্তি মূল!
দনুজ-পরশে শচী—কলুষিত-কায়া!"

বলি কান্দে ইন্দ্রপ্রিয়া,
ঘৃণাতাপে দগ্ধ হিয়া,
প্রজ্বলিত শোকানল-শিখায় অস্থির,

"হা জয়ন্ত" বলি চায়,
নাসাপথে বেগে ধায়,
উত্তপ্ত ভীষণ শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর।

বহে চক্ষে জলধারা—
যথা সে ত্রিলোকতারা,
ত্রিপথগা গঙ্গা যবে বিষ্ণুর চরণে,

বহিলা অনন্ত স্বেদি,
ব্যোমকেশ-জটা ভেদি,
বিপুল তরঙ্গে ভাসাইয়া ঐরাবণে।

শচীর ক্রন্দন-নাদে,
ত্রিলোকের জীব কাঁদে,
ব্যাকুলিত কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মপুরী ;

ব্যাকুলিত রসাতল,
ব্যাকুল অবনীতল,
শচীর আক্ষেপ ধায় ত্রিজগৎ পুরী ;

যথা মহাবাত্যা যবে,
ধ্বনি করে ঘোর রবে,
ঘন-বেগে ঘন-ধারা মারুত-গর্জ্জন,

কখন বা হয় শান্ত,
কখন দাপে দুর্দ্দান্ত,
ভীষণ প্রচণ্ড বায়ু প্রচণ্ড বর্ষণ !

শচী কান্দে সেই বেশ,
শূন্যে আকর্ষিত কেশ,
বৃত্রাসুর-দূত আসি রুদ্রপীড়ে কয় ;

"প্রবেশ অমরাবতী,
দেখ সে দেব-দুর্গতি,
সমরে অমর সহ দানবের জয় ।"

রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি ;

দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ বায়ু চঞ্চল
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি ।

দেখিতে দেখিতে চলে,
বৃত্রাসুর-সভাতলে,
নিকুম্ভর শচীদেহ সেখানে রাখিল ;

শচীমূর্ত্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্যগতি,
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল ।

— —

দশম সর্গ

হেথায় কুমেরু-শৈল ছাড়িয়া বাসব,
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে হয়ে সুসজ্জিত—
চলিলা কৈলাসধামে নিয়তি-আদেশে,
নিত্য বিরাজিত যেথা উমা উমাপতি।

উঠিতে লাগিলা শূন্যে নিম্নে ধরাতল—
জলধি পর্ব্বত-মালা তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একবারে আলেখ্য যেমন
বিভূষিত বেশভূষা চারু অবয়ব।

নীলবর্ণ শোভা-পূর্ণ বিশাল শরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি;
অরণ্যানী শত শত কত শোভাময়;
কোন স্থানে বিরাজিত বিটপমণ্ডলী।

কত বেগবতী নদী শাখা প্রসারিয়া
চলিছে ধরণী-অঙ্গে তরঙ্গ বিমল,
ঘেরিয়া কানন, গিরি, নগরী, সুন্দর
সহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।

স্তরে স্তরে মেঘাকারে শোভে কোনখানে
সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুজ্ঝটি আবৃত,
সুদৃশ্য ধরণী-অঙ্গে কিবা সুললিত,
মণ্ডিত শিখর চারু ভানুর ছটায়!

হিমাদ্রির উচ্চ শৃঙ্গ দূর অন্তরীক্ষে
দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ মণ্ডিত,
দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার
প্রকাশিলা কোন কালে পবিত্র ভারতে—

দেখিলা শৃঙ্গেতে তার গোমুখী-গহ্বরে
ধায় ভাগীরথী-ধারা দেখিলা নিকটে
কালিন্দী-সরিত-স্রোত বহিছে কল্লোলে,
সাজাইতে পুণ্যভূমি আর্য্য-প্রিয় দেশ।

ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ-মাঝে
জ্যোতির্বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরা সঙ্গে ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্ত সূর্য্য চারিধারে
শীতল কিরণে পূর্ণ করি নভস্তল।

ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো দূর শূন্য-পথে অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমাবেষ্টিত চারি চারু শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু ঘেরিয়া ভাস্করে।

সে সকল দূরে রাখি গ্রহ শনৈশ্চর,
ভাতি-উপবীত সঙ্গে চলিছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া ভাস্করে
অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা সুন্দর।

দেখিয়া সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন
অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদা নিজ নিজ পথে
বিবিধ বরণ-চ্ছটা অঙ্গে প্রকাশিয়া,
আনন্দিত রবি শূন্য স্পর্দ্ধা ধ্বনিতে।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অতি
সুদূরনক্ষত্র তুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীনপ্রায় মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিম্নদেশে।

অদৃশ্য ধরণী হেন—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌরজগৎ
বায়ু-বিবর্জ্জিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।

শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য প্রশান্ত গম্ভীর,
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ, ব্যাস-অন্তহীন,

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি কোটি কোটি কত !
বিকীর্ণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার,

বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে, অনন্ত শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অঙ্গ, সংযত মুরতি,
প্রকাশিত বহ্নি ভালে প্রগাঢ় ভাবনা,
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি ।

গাঙ্গেয় সলিল কণা কণা পরিমাণে
ঝরিতেছে জটাজুটে—ঝরিছে তেমতি,
হিমাদ্রি-অচল-অঙ্গে উত্তুঙ্গ শিখর,
ধবলগিরিতে যথা হিম-বরিষণে ।

বসিয়া নিমগ্ন-চিত্ত গভীর কথনে ;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বামদেশে,
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিম্ব যত
দেখায়ে গৌরীরে তত্ত্ব কহেন যাহে,—

কি হেতু হইল সৃষ্টি কিরূপ প্রকারে,
পঞ্চভূত আত্মা, মনঃ, প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য বিধি সংস্থাপনা,

পুরুষ-প্রকৃতিভেদ হৈল কিবা হেতু,
হইল বা কত কাল কিরূপ সে ভেদ,
ছিল কিংবা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে,
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ।

কত কাল কোন বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে
সৃষ্টির প্রারম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকারে,
কেন বা জগৎ-গর্ভে সর্ব্বকাল অস্থায়ী,
সদা পরিবর্ত্তশীল জড় কি চেতন।

কিরূপে অতুল সৃষ্টি জীবের অঙ্কুর
হইল আদি মুহূর্ত্তে, বিনাশন যবে
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুদল;
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন।

এই বিশ্ব সুপ্রত্যক্ষ—এ সৌর জগৎ—
বর্ত্তমান কত কাল থাকিবে এ আর;
নরদেহধারী প্রাণী মনুজ আখ্যাত
ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্পান্তর পরে।

পাপ পুণ্য কিসে হয়; দুষ্কৃতি, সুকৃতি,
অদৃষ্ট-অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে;
সুখ হৈতে মানবের দুঃখ-পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে।

অন্য জীব-আত্মা আর নরের আত্মায়,
কি ভেদ, কি ভেদ দেব-মানবসন্তানে,

দুঃখ-সুখ ভোগাভোগ মক্তি বা নির্ব্বাণ,
দেবতা মানব দৈত্য ভিতরে কি ভেদ।

এইরূপ দেব-নর-চিন্তার অতীত
নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণীত কবি ব্যোমকেশ,
কহিছেন ভবানীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে ;
শুনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত।

এরূপে ব্যাপৃত হৈমবতী মহেশ্বর
মহাঘোর শূন্য গর্ভ কৈলাস-ভিতরে ;
হেনকালে সুরপতি আসিয়া সেথায়
সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা উমানাথ হরে।

বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর বচনে
কুশল জিজ্ঞাসি তারে কৈলা সম্ভাষণ,
জিজ্ঞাসিলা—"কি কারণে গত এতকাল,
না আইলা পুরন্দর কৈলাসপুরীতে ?

কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস ?
সর্ব্বাঙ্গ বিমর্ষ শুষ্ক সমাধিতে যেন,
কিংবা যেন রণস্থলে ছিলে কত কাল—
কি বিপদ্ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে।"

কহিলা মেঘবাহন—"হে আদ্যা প্রকৃতি,
ভুলিলা কি সর্ব্বকথা—দেবের দুর্দ্দশা ?
কি করিলা বৃত্রাসুর মহেশ্বর-বরে,
কিরূপে অমরাবতী জিনিলা প্রতাপে ?

দেবগণ স্বর্গচ্যুত জ্যোতিঃশূন্য দেহ,
শিবদত্ত মহাশূল-আঘাতে তাড়িত,
ত্রাণ পায় কোনমতে পাতালে পশিয়া ;
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস।

শচী বৈজয়ন্তহারা ভ্রমিছে ধরায়,
অরণ্যে নিবাস নিত্য অহর্নিশকাল ;
অন্য দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,
না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া,

ত্রিদিব-বিজয়াবধি নিয়তি-পূজায়
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেরু-জঠরে
পরাজিত, পরাশ্রিত শক্র-তিরস্কৃত—
বিপদ ইহার হ'তে কি আর ভবানি ?

ভুলিলা কি মহেশ্বরি, মহেশের মত,
সুরবৃন্দে একেবারে ? ভুলিলা বাসবে ?
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীরে ? পর্ব্বতনন্দিনি,
পার্ব্বতি, ভুলিলা কি গো পুত্র ষড়াননে ?

জানি নাই ভাবি নাই বিপদ নূতন
হৈল কি না উপস্থিত অন্য কিছু আর—
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষপথে
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস উদ্দেশে।"

ভবানী কহিলা—“সত্য ওহে ভগবান,
ভ্রান্ত হয়ে এত দিন তত্ত্ব-আলাপনে
ছিলাম ঈশান সঙ্গে রত এইরূপে।—
জান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব শ্রবণে।

কি কব মৃত্যুঞ্জয়ে সদা আশুতোষ,
যে যাহা বাসনা করে না ভাবি পশ্চাৎ
দেবতারে অচিরাৎ বর আকাঙ্ক্ষিত,
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিন্তাসুখে ;

এতক্ষণ ইন্দ্র তুমি উপস্থিত হেথা,
কথোপকথন এত তোমায় আমায়,
হের সে নির্বিষ্টচিত্ত তথাপি তেমতি
উমাপতি সমভাব—সংজ্ঞা বিরহিত।

অমরে যন্ত্রণা এত দিল বৃত্রাসুর ;
আহা, ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা হে তুমি !
শচীর ধরায় বাস অরণ্য-ভিতরে।
কার্ত্তিকেয় মহামূর্চ্ছা-যাতনা-পীড়িত !

ইন্দ্র, আমি এইক্ষণে কহিব শঙ্করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট দৈত্য দুরাচার
উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কারি,
করেন এখনি দৈত্য-নিধন উপায়

এত কহি কাত্যায়নী চাহি মহাদেবে
কহিলা--"শঙ্কর, হের আইলা বাসব
কৈলাসভুবনে. দেব, তোমার আশ্রয়ে,
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের পীড়নে।

হে শূলিন, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট
ঘটাও অমর-বৃন্দে দৈত্য আশ্বাসিয়া,
দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার—
দানব-দৌরাত্ম্যে, দেব না পারে তিষ্ঠিতে।

মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহ-বিরহিত,
দেব-দেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে,
ভুলিয়া আপন পুত্রে পার্ব্বতী-তনয়ে,
আছ নিত্য ধ্যান-সুখে সদানিমীলিত।

রক্ষিতে না পার যদি সৃষ্টির নিয়ম,
আশু তুষ্ট হয়ে তব কেন দুষ্ট জনে
বর দিয়া পাড় এত বিষম উৎপাত?
উমাপতি, কর বৃত্র-নিধন উপায়।"

ত্রিপুর-অন্তক শম্ভু শিবানীরে চাহি
কহিলা—"হে হৈমবতি বৃত্রের সংহার
এখন (ও) কি না হইল? পাপিষ্ঠ দনুজ
এখন (ও) কি সুরবৃন্দে করে নিপীড়ন?

রহ গৌরি, ক্ষণকাল" বলি, চিন্তা করি,
কহিলেন শূলপাণি—"শুন হে বাসব,
দুঃখ অবসান তব হইবে সত্বর,
বৃত্রের নিধন ব্রহ্মদিবা-অবসানে!"

ইন্দ্র কহে—"দেবদেব, জানি সে সংবাদ,
অদৃষ্ট পূজিয়া বহুকষ্টে বহুকাল,
আদেশে তাঁহার এবে এসেছি কৈলাসে,
বৃত্র-বিনাশের প্রথা জানিতে বিশেষ।

ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে,
বৃত্রভুজদর্পে রণে হয়ে পরাজিত,
বাসবের বলবীর্য্য নহে অবিদিত,
ত্র্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে।

আপন মহিমা ব্যক্ত করিতে আপনি,
না পারি—নাহি সম্ভবে আখণ্ডলে কভু—
ত্রিপুরারি, তবু চিত্ত-বেদনার বেগ
দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে।

ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত,
অসুরের রণে কভু নহে পরাভব,
আজি সেই ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাসুরে দিয়া,
ভ্রমি সেই নানা স্থানে ভিক্ষুক সদৃশ।

এ কোদণ্ড-তেজে দৈত্যে না বধিছে কারে,
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার ?
কি কব, কহিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে
আপন ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া শূলপাণি !”

কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ
ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক,
ইন্দ্রের পরশে গাঢ় চমকে চমকে,
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতিঃ অপরূপ !

সামান্য মানবকুলে ধীর যেবা হয়,
অরাতির দম্ভ তার চিত্তের গরল ;
পতঙ্গকীটের তুল্য নহে সে পরাণী,
শত্রু-নির্য্যাতনে মৃত্যু সেও চাহে কভু ;

মহাবীর্য্যবান ইন্দ্র দেবের প্রধান—
দনুজ-বিজিত হয়ে, দ্যুতি-প্রজ্বলিত
বহ্নিতুল্য চিত্তাপে দগ্ধ নিরন্তর,
হৃদয়ের দীপ্ত জ্বালা বাক্যেতে প্রকাশে।

শুনি উমা, উমাপতি আকৃষ্ট হইয়া,
ইন্দ্রের কাতর-উক্তি চিত্তে তীব্র বেগ,
হেনকালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা
ঈষৎ কাঁপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে।

খসিয়া পড়িল ধনু আখণ্ডল-করে,
উমার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল,
সহসা উদ্বেগ চিত্তে হইল সবার,
বিপদে স্মরিছে যেন অনুগত কেহ!

জিজ্ঞাসিলা মহেশ্বর চাহিয়া উমারে—
"কেন হৈমবতি. হেন হয় অকস্মাৎ?
বিপদে স্মরণ, শিবে, করিছে কেহ বা!
সহসা নতুবা জটা কাঁপিছে কি হেতু?"

না ফুরাতে শিববাক্য কহিলা পার্ব্বতী—
"হে উমেশ, শচী আজ করিছে স্মরণ,
বিপদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে ;
নৈমিষ হইতে দৈত্য করিছে হরণ!"

ভবানীর বাক্যারম্ভে দেবেন্দ্র বাসব
জানিতে পারিয়া সর্ব্ব, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
তুলিয়া কার্ম্মুক শন্যে—দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
স্বর্গ-অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।

"তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল" বলিয়া মহেশ
হস্ত প্রসারিয়া তারে কৈলা নিবারণ।
শিব-করে আকর্ষিত হয়ে আখণ্ডল,
গর্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অ

যবে বাত্যা-উত্তেজিত মেদিনী গ্রাসিয়া,
ধায় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
সে বেগ নিবারি রঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,
বেষ্টি চতুর্দ্দিক্‌ দৃঢ় পাষাণ-ভিত্তিতে।

গর্জ্জি হেন ক্ষণকাল শান্তভাবে কিছু,
কহিলা—"ধূর্জ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি?
যা ছিল ইন্দ্রের শেষ, তাহাও দনুজে
সমর্পিলা এত দিনে মৃত্যুঞ্জয়ী দেব?

পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,
রক্ষা হেতু যাই তারে করহ নিষেধ?
বাসনা কি, শিব তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা
না থাকিতে বাকি কিছু বৃত্রাসুর-কাছে,

কেন তবে সৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর?
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি-বিরচিত
নাহি চূর্ণ কর তবে?—কেন হে বিধাতঃ,
করিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে?

শিবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে?
অমরে অপ্রীতি সদা সম্প্রীতি অসুরে?
এই কি সে সর্ব্বজন-পূজিত শঙ্কর?
স্বজনের অশ্রু যার মিত্র-আচরিত?

নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
বৃত্রবধ কি উপায়ে, ছাড়হ আমায়,
দেখ পশুপতি, এবে কোদণ্ড-সহায়ে
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।"

ইন্দ্রের ভর্ৎসনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক
কহিলা আনিতে শূল বীরভদ্রে চাহি,
কহিলা বাসবে,—"শান্ত হও, সুরপতি,
শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।

এত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
অমরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—
পরশে শরীর তার?—হায় বৃত্রাসুর,
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি?"

বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজূট অনন্ত আকাশে.
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।

গর্জ্জিলা তেমতি যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্ত্যে গোমুখী-গহ্বরে;
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত-শিখায়;
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,

ধরিলা সংহার-মূর্ত্তি রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার শূল করিয়া ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে দীপ্ত শ্বেত তনু,
অনল-সমুদ্রে যেন ভাসল মৈনাক।

ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানী-পশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান;
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী-ঈশানে উচ্চ করিলা সম্ভাষ—

"সংবর সংবর দেব সংহার-ত্রিশূল,
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্বসৃষ্টি বিনাশন,
সংবরণ কর শীঘ্র সংহার-মূরতি।

কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ?
কি দোষ করিলা অন্য প্রাণী যে সকল?
কোন দোষে দোষী, দেব, দেবতা, মানব,
একা বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্ব ধ্বংস কর?

কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টিনাশ হবে;—
ভবিতব্য-লিপি দেব, না কর খণ্ডন,
সংবর সংহার-মূর্ত্তি ঈশ উমাপতি।"

পার্ব্বতী বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্র বেশ,
ধরিলা আবার পূর্ব্ব-প্রশান্ত মূরতি—
রজত-গিরি-সন্নিভ, ধবল অচল
ভূষিয়া পবশে যথা হিমানীর কণা।

সহাস্য-বদনে ইন্দ্রে সম্বোধি কহিল—
"আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম,
পার্ব্বতী কহিলা সত্য, এ শূল-নিক্ষেপে
সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হবে অকস্মাৎ।

পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধানে,
মহাতেজঃপুঞ্জ ঋষি দেব-উপকারে
ত্যজিবে আপন দেহ পবিত্র-হৃদয়।

দধীচির পূত অস্থি বিশ্বকর্ম্মা-করে
হইবে অদ্ভুত অস্ত্র অমোঘ সন্ধান
সংহার-ত্রিশূল তুল্য তেজঃ সে আয়ুধে,
প্রলয়-বিষাণ-শব্দে নিনাদিবে সদা,

অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র বহ্নিময়,
সর্ব্বত্র সকল কালে সর্ব্বসংহারক;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।

ব্রহ্মার দিবার অন্তে সায়াহ্নে যখন
সূর্য্যরথ অস্তাচল-চূড়া পরশিবে,
নিক্ষেপ করিবে তাহা বৃত্র-বক্ষঃস্থলে,
যাও শচী উদ্ধারিতে সত্বরে, বাসব।

বদরী-আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে বিষ্ণু-আরাধন করি,
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।”

শুনিয়া শঙ্কর-বাক্য সহস্র বাসব,
বিশ্বমাতা উমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে,
বন্দি গাঢ় ভক্তিসহ দেব উমাপতি,
চলিলা দধীচি-পার্শ্বে শূন্যেতে মিশায়ে।

একাদশ সর্গ

সমরে অমর পুনঃ হৈল পরাভব,
অমরাবতীতে দৈত্য করে মহোৎসব।
জয়ধ্বনি-কোলাহল পথে পথে পথে,
ভ্রমিছে দানব-বৃন্দ পূর্ণ মনোরথে।

রথব্রজ সুসজ্জিত সুসজ্জিত হয়,
সজ্জনাশোভিত শান্ত কুঞ্জর-নিচয়।
আরূঢ় সৈনিকবৃন্দ উৎসবে নিরত.
মুহুঃ অমরা ব্যাপি ভ্রমে অবিরত।

পুষ্পমাল্য পরিপূর্ণ গৃহ হর্ম্ম্যরাজি,
বর্ম্ম-পাশে শোভে দিব্য পতাকার সাজি।
সিঞ্চিত সুগন্ধি স্নিগ্ধ বারি পথিকুল,
চতুষ্পদ-উরুদেশে বিন্যাসিত ফুল।

বাজিছে প্রাচীরে শৈল-শিখরে শিখরে
বিজয়দুন্দুভি, মৃদুজলদের স্বরে ;
ভাসিছে আনন্দে দৈত্য-রমণীমণ্ডলী
সংগ্রামনিবৃত্ত পুত্র পতি বক্ষে দলি ;

মার্জ্জিত পুষ্পের হার গ্রথিত যতনে
পরাইছে পতি পুত্রে প্রফুল্লিত মনে
মঙ্গল-সূচনা নানা মঙ্গল-বাদন,
আলয়ে আলয়ে সদা সঙ্গীত-নর্ত্তন।

পদব্রজে গীতজীবী চিত্ত উৎসাহিত,
গাইয়া ভ্রমিছে সুখে বিজয়-সঙ্গীত।
অসীম আনন্দ মনে, দিতিসুতগণে
সুখে নিরখিছে আস্য আপন দর্পণে—

সমরে অমরজয়—স্বর্গপুরে শচী
জড়াইছে চিত্তে নানা বাসনা বিরচি।
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈত্যবালাগণ
বিগলিত কেশপাশ স্খলিত বসন ;

অঞ্চল লুটায় ভূমে কঞ্চলিকা খসে,
রশনা ত্যজিয়া শ্রোণী নিতম্ব পরশে।
বক্ষঃ ছাড়ি ভুজশিরে উঠে একাবলী,
কুন্তল চঞ্চল ভরে পড়ে বেশ বল

মঞ্জীর ছাড়িয়া পদ পড়ে কিঙ্কিণী-সঙ্গে,
চরণ অলক্ত-লুপ্ত পঙ্ক বেণুদলে।
ছুটিছে আনন্দস্রোত ত্রিদিব পূরিয়া,
গাইছে দানববৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়া ;

রুদ্রপীড়-যশোগীত সর্ব্বজন গাহে,
পুত্রের বিক্রম সর্ব্বজন ভাবে সুখে।
বৈজয়ন্ত-মাঝে ঐন্দ্রিলার নৃত্যগীতে
দৈত্যপতি প্রমত্ত আনন্দে নাচায়।

ঐন্দ্রিলা বসিয়া বামপার্শ্বে হাস্যমুখ,
শচীর হরণবার্ত্তা শুনিতে উৎসুক।
রুদ্রপীড়ে সম্বোধন করি দৈত্যরাজ,
কহিলা “তনয়, দীপ্ত দৈত্যের সমাজ,

তোমার যশঃ-প্রভায় তোমার বিক্রমে,
কিরূপে আনিলা শচী কহ অনুক্রমে।”
রুদ্রপীড়—বৃত্রপুত্র বাক্য সুবিনীত,
কহিলা পিতারে চাহি “সামান্য সে পিতঃ,

সামান্য বার্ত্তা তুচ্ছ কহিব কি আর,
দেখিলাম স্বর্গে আসি যেবা চমৎকার,
সে কথা অগ্রেতে, তাত, শুনাও তনয়ে—
নিস্তার নিদর্শ কেন অমর-নিচয়ে?

কবে হৈল কিবা যুদ্ধ, কে যুদ্ধ করিল?
কোন বীর বাহুবলে বিপক্ষ মথিল?
বড়ই রহিল ক্ষোভ—আমি সে সমরে
না লভিনু কোন যশঃ যুঝিয়া অমরে;

না জানি যে ভাগ্যধর সে সুসৈনিক,
আমার পূর্ব্বের যশঃ করিল অলীক!
কি সামান্য খ্যাতি লভি যেন্তে জিনিয়া,
কিবা কীর্ত্তি করি লাভ শচীরে আনিয়া,

অন্ত না থাকিত কীর্ত্তি হইত অক্ষয়,
এ যুদ্ধে অমরবৃন্দে হৈলো পরাজয়।
বৃথা সে কল্পনা তাত, কহিয়া সংবাদ,
প্রীতি দান কর পুত্রে—শুনিতে আহ্লাদ।

রুদ্রপীড়-বাক্যে তবে দনুজের পতি
কহিলা—"তনয়, নাহি হও ক্ষুণ্ণমতি।
যশোভাগ্য বড় তব জানিহ নিশ্চয়,
ছিলে না এ দেবাসুর-যুদ্ধে সে সময়

বরুণের তীব্রবেগ, প্রভঞ্জন-বল,
পার্ব্বতী পুত্রের বীর্য্য সমর-কৌশল,
অবগত আছ সর্ব্ব, একত্র সে সবে,
একেবারে প্রজ্বলিত করিলা আহবে।—

অগ্নি প্রবেশিলা তেজে পশ্চিম-তোরণে,
সূর্য্য দেখা দিল পূর্ব্বে সহস্র কিরণে,
উত্তর-তোরণে দোঁহে বরুণ পবন,
পূর্ব্বদ্বার লৈলা নিজে পার্ব্বতী-নন্দন।

অসংখ্য অমর সৈন্য সংহতি আকার,
একেবারে ভেদ কৈল পুরীচারিদ্বার।
পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ বীরবর্গ যত
রণক্ষেত্র আচ্ছাদিয়া পড়ে শরীর।

তুমুল সংগ্রাম হয়, উভয় সেনার,
পরাজয় দৈত্যদলে জয় দেবতার।
অসহ্য দুর্দ্ধর্ষ বেগে একান্ত অস্থির
ভঙ্গ দিয়া যুদ্ধ ত্যজে দৈত্যপক্ষ বীর।

পুরীমধ্যে প্রবেশিলা আদিত্য সকল,
বিত্রস্ত অসুর-সেনা আতঙ্কে বিহ্বল।
তখন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিরত
আদিতেয়গণে করি পুরী-বহির্গত;

পূর্ব্ব-রণে ত্রিদশ পলায় রসাতলে,
এবার রহিল সবে সংগ্রামের স্থলে;
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ অদ্ভুত বিক্রম;
সম্প্রহারে আমারও হৈল বহু শ্রম।

তখন সে শিবদত্ত ত্রিশূল-প্রহারে,
একেবারে বিলুণ্ঠিত কৈনু সবাকারে।
দেখেন যে মৃত্যু সবে এবে সে মূর্চ্ছায়—
কত কাল না ভুগিব আর সে জ্বালায়।"

শুনিতে শুনিতে রুদ্রপীড় সর্ব্বকায়
লোমহর্ষ দেখা দিল উৎসাহ-ছটায়;
বিস্ফারিত নেত্র, উরঃস্থল বিস্ফারিত—
গুণ ছিন্ন হৈলে যথা ধনুঃ প্রসারিত,

অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে
ব্যালগ্রাহি-কোলাহল শুনিলে অন্তরে—
সেই ভাবে রুদ্রপীড় চাহিয়া জনকে
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ হলকে হলকে।

কহিলা—"হা পিতঃ, মম না ঘটিল ভাগে,
যুঝিতে যে দেবাসুর-যুদ্ধে অনুরাগে;
সুযোগ তাদৃশ আর ঘটন দুষ্কর—
চির-আশা এত দিনে হইল অন্তর।"

বৃত্রাসুর কহে "পুত্র না ভাব বিষাদ,
কহ এবে শুনি তব নৈমিষ-সংবাদ!
বহু খ্যাতি কৈলা লাভ সে কার্য্য-সাধনে,
পূরিছে অমরা তব যশের কীর্ত্তনে।"

পিতার আদেশে রুদ্রপীড় আদি অন্ত
প্রকাশ করিলা জিনে যেরূপে জয়ন্ত।
কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস
আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ।

শুনিয়া ঐন্দ্রিলা মহা আনন্দে মগন,
মুখঘ্রাণ লয়ে শীষ করিলা চুম্বন ;—
কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন।

কিরূপ বসন-ভূষা, চলন কিরূপ,
কত বয়ঃ, কার মত কিবা তার রূপ ;
হাব-ভাব, হাসী-ভঙ্গী, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,

দেখিতে কিরূপ—জিজ্ঞাসয়ে শতবার,
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ ভুরু কি প্রকার ;
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন,
শতবার শতচ্ছলে করিলা শ্রবণ।

রুদ্রপীড় কহে "শচী অতি রূপবতী,
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী ;
রূপ হ'তে গাম্ভীর্য্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার (ই) চিত্তে সম্ভ্রম উদয় ;

বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি ;
দেবী বটে, বটে শচী শক্রের বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে প্রভাম্বিতা

শুনিয়া উথলে ঐন্দ্রিলার চিত্তবেগ ;
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ।
বহুদিন হ'তে শচীরূপের গরিমা,
বহুদিন হ'তে তার গর্ব্বের মহিমা,

শুনিত ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বে কখন কদাচ,
আঁচে শুনা, আঁচে জানা কটুতার আঁচ,
পরাণে আছিল অগ্রে শুনিত ভুলিত ;
শচীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত ;

এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপগুণ,
হৃদয়ে জ্বলিল তার জ্বলন্ত আগুন।
হিংসার ভাজন যদি থাকে বহুদূরে,
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পূরে ;

নিকটে আসিলে বিষ উথলে তখন,
অসহ্য হৃদয়ে জ্বলে চিতার দহন।
আছিল বিশ্বাস অগ্রে গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল।

সৌরভ যে এত তার মাধুর্য্য নির্ম্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল।
তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি—
জলন্ত গরলে যেন পূরিল পরাণী।

লুকাইতে ঈর্ষ্যাবেগ না পারিয়া আর,
তনয়েরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—
"যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন।

সত্যই কি শচী তবে এতই রূপসী?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী?
আমার এ কেশ, তার কুন্তল তুলায়,
চারুতায় মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায়?

এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা?
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী?
সিংহীর চলন তার আমি সে শৃগালী?

শুন হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না সহি,
এখনি আনহ শচী কিঙ্করীর বেশে,
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে রূপব্যাখ্যা শেষে ;

রূপ আছে আছে তার রূপ কেবা চায়,
দেখি আগে কেমনে সে চামর ঢুলায়,
দেখি আগে হাতে দিয়ে তাম্বুল-আধার,
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গের সংস্কার ;

কেমনে পরায় বাস, সাজায় ভূষণ ;
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন ;
জানে যদি ভালমত হাব-ভাব হাস,
রাখিব নিকটে তায় শিখাবে বিলাস,

নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ-ধারে ;
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,
পাবে সুখ রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে ;

আন তারে দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,
চল আজি মহোৎসবে সুমেরু-শিখর ;
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিণী,
হইয়া বসন-ভূষা-তাম্বুলবাহিনী ;

দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—
পুলোম-দুহিতা কিবা বৃত্র-মহিলার ?”
শুনিয়া জননী-বাক্য বিনীত বচনে,
রুদ্রপীড় কহে—“মাতঃ, খেদ কি কারণে ?

দাসী হ'তে আসিয়াছে, হইবে সে দাসী ;
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি ?”
পুত্রের বচনে চাহি ব্যাঘ্রীর সদৃশ,
কটাক্ষে করিয়া কুট, নেত্র অনিমিষ

ঐন্দ্রিলা কহিলা—“পুত্র, তুমি শিশু অতি,
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?
বামন কি পারে কভু শিখর পরশে ?
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?

নারীমাঝে আমা হ'তে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ—
হৃদে জ্বলে হলাহল—সে যদি না ...
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম ;

শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন—
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজ এ চরণ।

কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;
শচীরে ভাবিয়া হৈল আকুল পরাণী।

কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল,
বাজিল প্রলয়-শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন :

সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্তপুরে।
চমকিত ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ ;

বাসুকি গুটায় ফণা মেদিনী কম্পিত ;
উত্তাল কল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত ;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয়,
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয় ;

বিদীর্ণ বিমানমার্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে ;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে ;
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয়,
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয় ;

দোছুল্য সঘনে শূন্য সুমেরু-শিখর ;
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলার হস্ত হ'তে খসিল কঙ্কণ,
রুদ্রপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ ;

নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" জ্বলিয়া উঠিল

———

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

বৃত্র-সংহার

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশ সর্গ

কহ, মাতঃ শ্বেতভুজে, স্বয়ম্ভুনন্দিনি,
কি হইল অতঃপর বৈজয়ন্তধামে ?
শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা ব্যাপি ব্যোমদেশ,
ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোক্যমণ্ডল ।

কি করিলা বৃত্রাসুর, কি ভাবিলা চিতে,
শুনিযা সে ভযঙ্কর প্রলয়-বিষাণ ?
দাম্ভিকা গন্ধর্ব্ব-বালা দৈত্যেন্দ্র-মহিষী
সে দৈব উৎপাতে কহ, চিত্তে কি ভাবিলা ?

ইন্দ্রপুরী প্রবেশিয়া পুলোমনন্দিনী
যাপিলা কিরূপে কাল রিপুদলমাঝে ?
কি করিলা দেবগণ দানবে দণ্ডিতে ?
কিরূপে যুঝিলা স্বর্গ, শচী উদ্ধারিতে ?

কেমনে দেবেন্দ্র ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে,
লভিল দধীচি-অস্থি ?   বিশ্বকর্ম্মা তায়
কিরূপে গঠিলা বজ্র ভীমপ্রহরণ ?
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র বৃত্র মহাসুরে ?

কহ, মাতঃ, অমরার কোন্ স্থানে এবে
শিবশক্তিধর বৃত্র ? কি চিন্তা-পীড়িত ?
শূন্য কেন বৈজয়ন্ত-সভাগৃহ আজি ?
হে দেবী করিয়া দয়া কহ সে ভারতী

উত্তুঙ্গ সুমেরু-শৃঙ্গ উঠেছে যেখানে
অনন্ত গগনমার্গে—স্বর্গ-শোভা করি,
মস্তকে বিশাল শূন্য ধরি যেন সুখে,
হর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নিরখি,

শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে
দাঁড়ায়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া,
একদৃষ্টি শূন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে—
যেখানে শিবের ক্রোধ-বহ্নি দেখা দিল।

অপূর্ব্ব দেখিতে চিত্র। সুমেরু-অচলে
বৃত্রের বিশাল বপুঃ, গিরি যেন কোন (ও)
অন্য কোন গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত

ভীমদৃষ্টি ভয়ানক কুঞ্চিত ভ্রূভাগ,
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জ্বলে,
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গম্ভীর
বিদ্যুতের ছটা ধরি! ভাবে বৃত্রাসুর—

"শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ? শিবের বিষাণ
গর্জ্জিল কি ঐখানে ত্রৈলোক্য কাঁপায়ে?
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—জানাতে তাহারে
তাহার দিবস-অন্ত? কৃতান্ত-শর্ব্বরী
আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে?

দর্পে যার প্রকম্পিত পল্লবের প্রায়,
ভূলোক, দ্যুলোক, শূন্য! ভুজবলে যার
স্বর্গে মর্ত্ত্যে দৈত্যনাম নিত্যপূজনীয়!
মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল,
গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু!

সিদ্ধ হৈনু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভুবনে—
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্ব্বাণ?
পণ্ড শিব-আরাধনা! সামর্থ্য নিষ্ফল।
অবিশ্রান্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন,
দুর্ব্বার সংহার-শূল শঙ্কর-অর্পিত,

সব ব্যর্থ?—দৈব-বহ্নি ঘোষিল কি ইহা?
অথবা উন্মত্ত আমি অলীক আতঙ্কে
ভ্রান্ত হয়ে ভাবি মনে—তবে কি কারণ
সহসা ত্রিনেত্রে মম পলক পড়িল?
শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বৃত্র ভীত কিসে?

হবে বা দয়াদ্র্চিত্ত দেব আশুতোষ
ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়া শচী অপমানে ?
জ্বাল'ইলা রোষ তাঁর—ভক্তপ্রিয় দেব
জ্বালাইয়া ক্রোধানল গগনমণ্ডলে ?
এত ভাবি দৈত্যপতি নিশ্বাসি গভীর
কটাক্ষ হানিলা তীব্র শূন্যেতে আবার ;

নমিলা উদ্দেশে রুদ্রে, শিবদত্ত শূলে
সম্ভ্রমে পূজিয়া যত্নে ফিরিলা আলয়ে ।
ইন্দ্রপুরী-দ্বারে দৈত্য, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
দ্রুত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়া,
সাদর-সম্ভাষ মুখে, নেত্রে প্রেমাশিখা,

যতনে ধরিলা হস্ত অপাঙ্গ হেলায়ে ।
দৈত্যনাথ চিন্তা-মগ্ন না কৈল উত্তর ।
চতুরা ঐন্দ্রিলা ভাব বুঝিলা ভঙ্গিতে,
ধরিলা গম্ভীর মূর্ত্তি, ধরি পাদক্ষেপে,
হস্তে ধরি ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা ।

বসাইলা রত্নাসনে—হায়, যে আসনে
ইন্দ্র ইন্দ্রজায়া পূর্ব্বে লভিত বিশ্রাম,
ত্রিদিবে যখন দেব মাতিত উৎসবে,
দৈত্য-রণে জয়ী হয়ে যত্নে আজি তায়
বসাইলা বৃত্রাসুরে, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
বসিলা নিকটে, বার্ত্তা সুধাইল কত ;

করিল কতই যত্ন দানবে তুষিতে।
কুঞ্জরপালক যথা মত্ত করিবাজে
তোষে নানা স্তোক-বাক্যে, যবে করিরাজ
পাদক্ষেপে পরাঙ্মুখ ঊর্দ্ধে শুণ্ড তুলি।

তখন দনুজেশ্বর বৃত্র বলবান্
চাহিলা ঐন্দ্রিলা-মুখ কটাক্ষ হানিলা;
কহিলা গম্ভীর-স্বরে নগেন্দ্র-গহ্বরে
গর্জ্জিল পবন যেন ভীষণ নিস্বনে—

"ঐন্দ্রিলে—ঐন্দ্রিলে, জান না কি হেমকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ-আঘাতে?
বিশাল সাম্রাজ্য এই;—ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া,
বৃত্রের দোর্দ্দণ্ড দাপ, হেথা কই সুখ,

এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমরবাঞ্ছিত
ঐশ্বর্য্য অপরিসীম খ্যাতি চরাচরে;
বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া;
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তনবিভাস,

সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হ'তে বামা—
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হ'তে।
ক্রোধান্বিত বিশ্বনাথ, শচী অপমানে,
জানাইলা রুদ্র-রোষ বিষাণে নিনাদি,
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে দণ্ডিতে, ঐন্দ্রিলে,
গন্ধর্ব্ব কন্যার দর্প দনুজে আঘাতি।

চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
এখন(ও) ভাতিছে মৃদু সুমেরু-উপরে
দীপ্ত অন্ধকার যথা" বলিয়া নীরব
দনুজ-ঈশ্বর, শিবভক্ত মহাসুর।

ঐন্দ্রিলা তখন—"দেব! দৈত্যকুলনাথ,
ঐন্দ্রিলা বল্লভ, দম্ভী শম্ভুশূলধারী,
হেন অসম্ভব দ্বিধা অন্তরে তোমার?
অম্বুনিধি আন্দোলিত শুশুক-ফুৎকারে?

নগেন্দ্র ভূধর-কম্প পতঙ্গ-নিশ্বাসে?
খগেন্দ্র ভুজঙ্গ-ভয়? কি প্রমাদ হায়!
কি দেখিলা—কোথা রুদ্রক্রোধ হুতাশন?
কোথা বা বিষাণ-শব্দ, উন্মাদ কল্পনা!

কে কহিল তোমারে, হে দনুজেশ্বর,
হাস্যকর উপন্যাস—রোগীর প্রলাপ!
জান না কি শূর—স্বরে নিসর্গের খেলা,
অনন্ত-মাঝারে হয় নিত্য কতরূপ?

কিবা জ্বালা চক্ষু ধাঁধি জ্বলে শূন্যদেশে,
যখন প্রকাণ্ড কোন গ্রহের মণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রহ্মাণ্ড ঝলসি?
অতি ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি
ভ্রমণ করয়ে শূন্যে, নক্ষত্রে যখন
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অম্বরে,

দৈব-আকর্ষণ-বলে ?   হে দনুজনাথ,
দেখেছ শুনেছ পূর্ব্বে কত দৈব হেন।
অথবা মায়াবী দেব দনুজে ছলিতে,
সকলে একত্র এবে যুদ্ধ আড়ম্বরে,
ইন্দ্রজাল ইন্দ্রপুরে দেখায়ে অদ্ভুত,
দুর্ব্বল করিতে ছলে দৈত্যভুজবল।

শিবভক্ত শিবপ্রিয় তুমি দৈত্যরাজ,
তোমাকে বিমুখ শম্ভু ?   চিত্তে দেহ স্থান
হেন কাল্পনিক চিন্তা ?   কলঙ্ক তোমার,
কলঙ্ক, হে শিবভক্ত, ধূর্জ্জটির নামে।

আমি যদি, দৈত্যপতি, তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ।
ভয় চিন্তা দ্বিধা দয়া আমার হৃদয়ে,
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে।

প্রতিজ্ঞা করিলে—দানবের পণ, প্রভু,
মনে যেন থাকে—দেব-সেনাপতিবৃন্দে
জিনিয়া সমরে বান্ধি আনি অমরায়,
ইন্দ্রের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে।

সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ, হাসে দেবগণ,
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে ;
বৃথা নিন্দ ঐন্দ্রিলারে, দনুজ-ঈশ্বর,
অলীক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি।"

"বামা তুমি" বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন।
হেরিলা ঐন্দ্রিলা-মুখ গর্ব্বিত গম্ভীর,
দন্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু-বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন।

সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব।
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দন্তের ছটায়
চিত্ত-প্রতিবিম্ব যেন প্রভাসিত এবে
সর্ব্ব-অঙ্গে, অবয়বে, ললাটে গ্রীবায়।

কেন বা কি দৈববাণী অন্যের অশ্রুত,
গোপনে শুনেছে বামা তাই সে প্রত্যয়
দৃঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস
করিছে দনুজবাক্যে দনুজ মহিষী।

দেখিয়া দৈত্যের মনে দর্প উপজিল;
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল
জন্মিল প্রত্যয় হেন—তাহারি সে ভ্রম।

ঐন্দ্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হানিয়া—
"বামা আমি"—বলি দন্তে সম্ভাষি গভীর,
দাঁড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি,
ভুজঙ্গী ঘাতকে লক্ষ্যি দংশিবার আগে
সঘনে গর্জ্জিয়া যথা প্রসরয়ে ফণা।

কিংবা যেন রাজহংসী পদ্মবন লুঠি,
মৃণাল আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে,
চঞ্চুতে পঙ্কজ-শোভা পক্ষ সাপটিয়া
মধ্যহ্রদে স্থির হয়ে গ্রীবা উচ্চ করে।

"বামা আমি, দনুজেন্দ্র! রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।

শুন, ওহে দৈত্যনাথ, বামা সত্য আমি,
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোকখ্যাত গন্ধর্ব্ব-দুহিতা
সামান্যা অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা,
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা, শুন হে দানব!

সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,
সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ—স্তব্ধ কেন তায়?
খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা।

ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্ব্বাণ
হবে না, জানিহ পুনঃ—ভাবনা কি তবে?
ভাবনা কার্য্যের আগে, সাধন এখন।

স্খলিত হিমানীস্তূপ কম্পিত ভূধরে
বর্ব্বর নিনাদি চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা,

ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি,
কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন ?

তেমতি জানিও ইহা ; নতুবা দৈত্যেশ,
দানবেন্দ্র নামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে,
বাসনা যদ্যপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম
ঘচাইতে চাও যদি—শচী ফিরে দাও।

ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে,
নিজে ভেটবাহী হয়ে, নিঃশঙ্ক দানব !
নহে কহ, আমি তার দাসী হয়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্র-করে।"

দেখিলা দানবরাজ গরিমার ছটা
ঐন্দ্রিলার মুখপদ্মে—যথা সে পঙ্কজে
সূর্য্যের কিরণমালা, অরুণ যখন
অরুণ-স্যন্দনে চাপি নীলাম্বর-পথে
আনন্দে চালায় রথ ; মৃদুকলস্বরে—
জাগায় মানবে সুখে বিহঙ্গমী-ব্রজ।

নিরখি পূর্ণেন্দুমুখ, দৈত্যরাজ-মুখে
ভাতিল অতুল জ্যোতিঃ—শশাঙ্ক-কিরণ
চূর্ণ মেঘস্তরে যথা ঢাকিল আবার
(ঢাকে যথা মেঘচূর্ণ পূর্ণশশধরে)
দনুজের মুখকান্তি চিন্তার ছায়াতে।

কহিলা মহাদানব চিন্তি ক্ষণকাল,—
"বামা তুমি, ইন্দুমুখি, গন্ধর্ব্বনন্দিনি
এ নহে নিসর্গখেলা—তা হলে কি কভু
আতঙ্কে আমার নেত্রে পলক পড়িত ?
নিসর্গ ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি সে কত।

কহিলা এ মহেশের ক্রোধই যদি হয়,
কি চিন্তা এখন তাহে ? জান না ঐন্দ্রিলে,
মৃত্যুঞ্জয় আশুতোষ—ক্রোধ নাহি রয়।
শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশে।"

এত কহি রতিরে কহিলা দৈত্যপতি,
"শীঘ্র যাও মদনমোহিনি, শচী-পাশে,
কহ তারে আসিতে হেথায়, কারাক্লেশ
ঘুচাব তাহার অচিরাৎ।" দ্রুতগতি
দৈত্যপতি হইলা বাহির ; মহাবেগে
উঠিলা প্রাচীরে, চাহি দেখিলা চৌদিকে—
দৈত্যদৃষ্টি যত দূর—দূরপ্রান্তে তার,
অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি
জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে।
স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল,
কোথা অবিরল শ্রেণী—দু একটা কোথা
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা ! দেখিতে তেমতি
হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবী-সলিলে
ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া
কার্ত্তিকের অমানিশা-অন্ধকার হরি,

মত্ত যবে কাশীবাসী দেয়ালী উৎসবে
অথবা দেখিতে আহা নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ-পুষ্প—নীলাম্বর-মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি।

দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম্ম, প্রহরণ,
খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশু,
কোদণ্ড বিশাল-মূর্ত্তি, গদা ভয়ঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত তনু তূণীর ফলক,

তোমর, মার্গণ টাঙ্গী, ভীম খরশাণ,
কোনখানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে
রথের ঘর্ঘর শব্দ, নেমি দীপ্তিময় ;
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ কোথাও মণ্ডলে।

তুরঙ্গের হ্রেষারব, করীর বৃংহিত,
মহিষের ঘোরনাদ উঠিছে কোথাও,
গাঢ়তর রজনীর নিঃশব্দতা হরি,—
কোথাও মাধুর্য্যপূর্ণ অমরের বাণী।

কোন বা শিবিরপর শিখিপুচ্ছ শোভে ;
কোন শিবিরের চূড়ে মৃগাঙ্ক অঙ্কিত ;
হেমকুম্ভ কার ধ্বজে, কার ধ্বজে তারা,
কোন বা শিবির-ধ্বজে জ্বলন্ত পাবক।

কত স্থানে স্তূপাকার মেঘের বরণ
বিশাল শরীর মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু,
রুধিরাক্ত দৈত্যবপুঃ দেখিতে ভীষণ,
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেব-রণস্থল।

দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল,
স্বর্গের দিবার জ্যোতি উদিল পূর্ব্বেতে,
দন্ত কড়মড়ি দৈত্য নিশ্বাসে হুঙ্কারি,
ফিরিল আকুল-চিত্ত মন্ত্র-সভাতলে।

উচ্ছলিত হৃদিতল অশুভ চিন্তায়
ক্রোধে তাপে প্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি,
ভুলিতে চিত্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে
প্রতিজ্ঞা করিলা দৈত্য, সুমিত্রে ডাকিয়া
আজ্ঞা দিলা সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে।

অমরা-উত্তরদ্বারে যথা মহারথ
অমর-সেনানীগণ কার্ত্তিকেয় আদি—
সাজিতে লাগিল সৈন্য ভীমকোলাহলে।

ত্রয়োদশ সর্গ

নগেন্দ্র-অঞ্চলে—যেথা নগেন্দ্র-সম্ভবা
তটিনী অলকানন্দা কলকলস্বরে
বহিছে, অটবী-অঙ্গ ধীরে প্রক্ষালিয়া,
দিনমণি অস্তগত, উরিলা সুরেশ,

ছাড়িয়া অম্বরপথ। বিশাল বিস্তৃত
রম্য সে অরণ্য-দেশ! সন্ধ্যার তিমির,
গাঢ়তর স্নেহে যেন দিয়া আলিঙ্গন,
আদরে ধরেছে সুখে অটবী সখীরে।

অরণ্য-ভিতরে কত মহীরুহরাজি—
পলাশ, শিরীষ, বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী,
জটে, জটে, স্কন্ধে স্কন্ধে, জড়ায়ে জড়ায়ে
নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যাতেজ

বিরাজিছে অরণ্যানী দেখিতে তেমতি,
হাসি, কান্না, ক্রোধ যেন একত্র মিশ্রিত।
কোথা শান্তি স্থির ভাব, কোথা ভয়ঙ্করঃ
কোথা বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মলিন।

ধীরপদে শর্ব্বরীর ঘোর অন্ধকারে
চলিল বাসব বক্র অরণ্য-বত্মে তে,
শুনিতে শুনিতে কত ফেরু-ঝিল্লীরব,
বিকট-তক্ষকনাদ ভল্লুক-চীৎকার,

পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরি-গর্জ্জন,
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিস্বন,
শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মৃদুতর,
পবনের স্বন স্বন সুঘোর নিশ্বাস।

নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন পল্লব-রাজিতে
দেখিতে খদ্যোত-দ্যুতি শোভিছে কোথাও
সাজাইয়া তরুরাজি অপরূপ রূপে,
কোটি মণিখণ্ড যেন অটবী-মস্তকে।

কোথাও আবরে শাখা জটা ভয়ঙ্কর
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে
প্রসারণ করে কর। দেখিতে দেখিতে
চলিলা অমরনাথ কৌতুকে মগন।

নিরখিলা এক স্থানে আসি কিছু দূরে,
রমণীমণ্ডলী-শোভা বন-অন্ধকারে,
রজনী-সীমন্তে যথা তারকার হার,
শোভে শূন্য শোভা করি মৃদুল রশ্মিতে।

আলিঙ্গন পরস্পরে মধুর সম্ভাষ
জিনি কলকণ্ঠধ্বনি—সুখের মিলনে
প্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া।
নির্ব্বাসিত বিহগ যথা ফিরি নিজালয়ে

দেখিতে লাগিলা ইন্দ্র পৌলোমী-বল্লভ
সে সুদৃশ্য মনোহর অদৃশ্য ভাবেতে,
মহাকুতূহল-মগ্ন. দেখিলা বিস্ময়ে,
কেহ বা শিখিনী-মূর্ত্তি ছাড়িয়া বিস্ময়ে,

ধরিছে সুন্দরতর সুর-বিমোহন
অপূর্ব্ব অঙ্গনারূপ লাবণ্যমণ্ডিত।
কেহ সুখে কুহু-কণ্ঠ রূপ পরিহরি
নিন্দিছে শশাঙ্ক-জ্যোতি রূপের ছটায় ;

কুরঙ্গিণী-তনু ত্যজি কোন মনোরমা
কুরঙ্গলাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,
তাপসের চিত্তহর। কোন সীমন্তিনী
ছাড়িয়া শার্দ্দূল-বেশ প্রকাশিছে
অনুপম চারু কান্তি রতিকান্তি জিনি,

কহিছে কোন ললনা,—সুচামর-কেশ
লুটিছে চরণ-পার্শ্বে, ভ্রমিছে যেমন
মধুকর-কুল রক্ত-কমল উপরে।

কহিছে "হা, কত কাল অদৃষ্ট রে আর
সুরাঙ্গনা এ দুর্গতি ভুঞ্জিবে ধরায়!
ধিক্ দেবগণে দৈত্য-রণে পরাজিত।
ধিক ইন্দ্র—জিষ্ণুনামে কলঙ্ক তাঁহার।"

হেন কালে অগ্রসরি সুরেন্দ্র বাসব
রমণীমণ্ডলী-পার্শ্বে দিলা দরশন,
পৃষ্ঠেতে কার্ম্মুকে দীপ্ত বজ্র বিভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল করি অরণ্য বিশাল।

হরষিত হংসীকুল নিরখিলে যথা
মরালে মণ্ডল মাঝে, হরষিত তথা
দেবাঙ্গনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিলা চৌদিকে,
সুধাইলা স্বর্গের উদ্ধার কৈলা কবে?

কহিলা, "হে শচীনাথ, দারুণ যন্ত্রণা
এত দিনে অবসান; আর না হইবে
সহিতে প্রবাস-ক্লেশ হৃদয়ের দাহ,

পশুপক্ষি-রূপে ছদ্মবেশে ধবাবাসে
ত্রিদিবে অসুরদল প্রবেশ অবধি
পলাইনু মোরা সবে—দাবাগ্নি যেমন
প্রবেশিলে বনে ধায় কুরঙ্গিণীদল—
তদবধি অনন্ত যাতনা, হে সুরেশ,

কেহ বিহঙ্গিনী-রূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে,
কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ক্রৌঞ্চীবেশ ধরি,
মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী কেহ, কেহ বা মহিষী,
হা অদৃষ্ট—কেহ রূপে বরাহ জম্বুকী।

সে দুর্দ্দৈব অবসান এত দিনে দেব,
অমরা-উদ্দেশে আ (ই) লা স্বর্গ উদ্ধারিয়া
হে সুরেন্দ্র শচীপতি, আইস এইখানে
অভিষেক করি তোমা অমর-উৎসবে।"

বলিয়া ধাইলা কেহ পুষ্প অন্বেষণে,
গাঁথি মালা সাজাইতে মহেন্দ্র-শীর্ষক,
ঝুলাইতে পুষ্পহার সুবেশ-গলায—
অমর-সঙ্গীতে বন পুলকিত করি;

ক্ষুব্ধ-চিত্ত পুরন্দর—যথা বলহীন
কেশরী পিঞ্জর-মাঝে—ছাড়িযা নিশ্বাস,
গভীর প্রবল বেগে। হায রে ভূতলে
দেবেন্দ্র ভিক্ষুক আজি দৈত্য-ভুজদাপে,

আশ্বাসে করিলা শান্ত সুরকন্যাদলে,
সুমন্দ গভীর স্বরে কহিলা প্রকাশি
কি হেতু ধরায় গতি; কহিলা যে হেতু
গতি তাঁর দধীচি-আশ্রমে শিবাদেশে;

যে বারতা দিলে তাঁরে সুমেরু-শিখরে
ইন্দ্রবাক্যে হরষ-বিষাদে ভাগ্যদেব।
কহিলা অঙ্গনাদল "হে পৌলোমীনাথ,
কিছু অগ্রে দধীচির পবিত্র আশ্রম।

দয়ার সাগর ঋষি ঋষিকুলচূড়া
অদ্বিতীয় সুরলোকে। জেনেছি আমরা
যে অবধি ভূমণ্ডলে বাস, হে সুরেশ,—
জীব-উপকারে ঋষি জগতে অতুল।

ব্রত—পর-উপকারে স্বার্থ পরিহরি,
কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল,
কিবা কীটে কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
মনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—জীব-চূড়ামণি
আপনি দিবেন দেহ দেবের কল্যাণে,
না চিন্ত, অমরপতি।" দেখাইলা পথ।

চলিলা সুরেশ ধীরগতি। ততক্ষণে
দেখিলা গগনপ্রান্তে তরুণ কিরণ,
চারুমূর্ত্তি প্রভাকর শূন্যে সাম্যভাব।

খেলিছে কুরঙ্গরাজি; অজিন-রঞ্জিত
শোভিছে কুটীর-দ্বার; শ্রুতি-সুখকর
স্তুতিধ্বনি চারিদিকে উচ্চে উচ্চারিত;

কোথাও ভাস্কর-স্তোত্র ললিত-লহরী,
গায়ত্রী-বন্দনা কোথা সন্ধ্যা আরাধনা,
বিশদ সুরেতে বেদ-সঙ্গীত কোথাও,
কোনখানে মহিম্নঃ মহাস্তব-পাঠ।

শিষ্যবৃন্দ আনন্দে ঘেরিয়া তপোধনে,
শুনিছে মহর্ষিবাক্য—অনন্যমানস ;
হায় রে যেমতি বাগীশ্বরী-বীণাধ্বনি
শুনিতে উৎসুক-চিত্ত অমরমণ্ডলী—

সৃষ্টির উৎসবদিনে—পদ্মাসনা যবে
দেব-চিত্ত-মোহকর শুনান ভারতী।
কহিছেন মহা ঋষি কিরূপে কলহ,
সর্ব্ব-জীব-দুঃখ-মূল আইল ধরায়।

এক দিন—হায়! কেন উদিল সে দিন—
জলধি-সম্ভবা বিষ্ণু-জায়া স্বর্গধামে
চাহিলা বিরিঞ্চি-পাশে সৃষ্টিতে অতুল,
অপরূপ রত্ন কোন সৃজি দিতে তাঁরে।

বিধাতা সৃজিলা ফল অতুল ভুবনে—
কান্তি, চন্দ্র-শোভা জিনি—ভ্রান্তি নিরখিলে
সৌরভ জিনিয়া চারু সুরভি পীযূষ,
অমর-দনুজে ঘোর দ্বন্দ্ব যার লাগি,

ফিরে যবে দেবাসুর অম্বুনিধি মথি
শ্রান্তদেহে অমরায়—দগ্ধ হলাহলে ;
অনন্ত যৌবন ফলে পরশিলে বামা
পুরুষের করস্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ।

ব্রহ্মাণী মোহিলা হেরি চাহিলা সে ফল ;
ক্রোধান্ধ কেশবজায়া ; দেবীবৃন্দমাঝে,
উপজিল ঘোর দ্বন্দ্ব ; না চিন্তি বিধাতা
নিক্ষেপিলা বিষময় ফল ধরাতলে ;

তদবধি ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হত্যা এ জগতে।
নররক্তে নিমজ্জিত এ ধরণীতল ;
শোণস্রোত প্রবাহিত সে অবধি ভবে—
মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারী।

কত দিনে বুঝিবে রে মনুজ সন্তান
কি কুটিল ব্যাধি লোভ ! কি কূট গরল
নরকুল-দেহে দ্বন্দ্ব ! কবে সে বুঝিবে
আত্মার পশুত্বলাভ সমর-প্রাঙ্গণে !

কুটিল, কূট-কটাক্ষী, হত্যা ভয়ঙ্করী
সাধিতে যে পারে তবে, নারে কি রে তাহা
অমর-নন্দিনী দয়া সরলা সুন্দরী ?

কবে নরকুল—অবনী-সীমন্ত-রত্ন—
মিলি সখ্যভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে
ভ্রাতৃত্বের সুধা-ধারা ; যথা সে সুখদা
বিমল-তরঙ্গা গঙ্গা পুণ্যভূমি-মাঝে
ছড়ান সলিলধারা মানবে রক্ষিতে !

হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বম্ভর !
হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রান্তি ঘুচায়ে—
ভ্রান্ত নরকুলে দেব, কর চিরসুখী ।
হৃষীকেশ, হও প্রভো, মানবে সদয় !

পৌলোমী-ভরসা ইন্দ্র, মুগ্ধ ঋষিভাষে,-
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ,
পূর্ণজ্যোতিঃ দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা,
নীরদ-লাঞ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে,

বক্ষেতে বিশাল বর্ম্ম—ভাস্কর যেমন
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি-আবৃত ।
শোভিছে অতুল তূণ, সুন্দর কার্ম্মুক—
কাদম্বিনী-কোলে যাহা চির-শোভাময় !

জ্বলিছে সহস্র অক্ষি ; যথা তারাদল
নিশীথে শর্ব্বরী-কোলে । উঠি তপোধন
সশিষ্যে সম্ভ্রমে সুখে অতিথি সম্ভাষি,
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন ।

জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে—
"আশ্রমে কি হেতু গতি ? কিবা অভিলাষ ?"
ভগ্নচিত্ত আখণ্ডল নেহারি নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ,—ভগ্নচিত্ত যথা
দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে,
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার,

ত্রয়োদশ সর্গ

মহিষমর্দ্দিনী-দশভুজা-মূর্ত্তি আগে,
অসহায় ছাগ-মেষ পূজায় অর্পিতে !—
কে পারে আনিতে মুখে সে নিষ্ঠুর বাণী...
কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণভিক্ষাদান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা ? কে হেন দারুণ
প্রাণীমাঝে ? নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর।

হেরি ঋষি ক্ষণকাল, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদ-গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,—
"পুরন্দর শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম।

এ জীর্ণ পঞ্জর-অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি !
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের (ও) অতীত।"

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড় সুশীতল, পল্লব শোভিত,

শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ আকুল-হৃদয়,
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।

জ্বলিল চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের স্তূপ
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।

তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতিঃ সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে!
সুললাটে আভা নিরুপম, বিলম্বিত
চারুশ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মালা বক্ষঃস্থলে!

বসিলা ধীমান—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে!
চাহি শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন অশ্রুধারা মছায়ে সবার,

সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে;—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কয় জন?

হিতব্রত-সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা!
হায় রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিব?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে?

অনুক্ষণ জীবনের স্রোতোধারা-ক্ষয়,
হায়, সে কতই রূপে! কেন তবে হেন,
ঘটে যদি কার ভাগ্যে সে দুর্ল্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত-সাধনে ?

হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে ;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"

ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি,
আশীষিলা শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি, দেহ মম বারেক পরশি।"

অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন,
তপোধন-শির স্পর্শি সুকর-কমলে,
কহিলা আকুল-স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—

"সাধু-শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক,
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন!
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির-মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর!

জীবময় নররূপী—অকূল জলধি,
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্বপ্রায়
জীবদেহ অনুদিন। এ ভবমণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ!

ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ-ক্ষয়ে এ সিন্ধু-সলিল
হ্রাস-বৃদ্ধি নাহি জানে নিয়ত গভীর
স্রোতোময়! অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত নিষ্ফলে প্রাণিদেহের নিধনে!

প্রাণি-মাত্রে কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্য্যে জীবন-ধারণে।

বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু-পরিমাণে
বাড়ে দিবা-বিভাবরী, সাগরগর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়,
তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধু-কার্য্যে মানবের প্রতি অহরহঃ।

কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল কল্যাণ-সাধন অনুদিন!
পরহিত ব্রত ঋষি ধর্ম্ম যে পরম,
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদযাপিলে আজ

মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ, ঋষিকুলচূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।
কি বর অর্পিব আমি নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে!

তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগতে খ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমিমাঝে!"

বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইলা বাসব;
নিরখি মুনীন্দ্র-মুখে শোভা নিরমল;
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান
উচ্চৈর্হরিসঙ্কীর্ত্তন মধুর গম্ভীর—
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।

মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভঃস্থল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ-উচ্ছ্বাস,
বন-লতা-তরুকুল শোক-অবনত।

দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য নিস্পন্দ ধমনী,

বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে: বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ ; শূন্যদেশ জুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি।
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

চতুর্দ্দশ সর্গ

অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনী-তীরে
মন্দির পাষাণময় নিভৃত আলয়,
অনুতপ্ত অমরের চির-চিন্তাধাম,—
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়া সে তপোমন্দিরে ;

চতুর্দ্দিকে সেই সব নিকুঞ্জকানন,
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভ-পূরিত,
সেই পারিজাতপুষ্প-শোভা—ঘ্রাণে যার
উন্মাদিত দেবচিত্ত। শোভিছে আলোক
দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইন্দ্র-অট্টালিক—

চারু কারুকার্য্য যার সৃষ্টিতে অতুল
করিলা অমরশিল্পী শিল্পিকুলরাজ
বিশ্বকৃৎ ; সুখিত অমর-বাসগৃহ।

দূরে সে নন্দনবন শোভিছে তেমতি
প্রমোদ-বিশ্রাম-সুখ চিরদিন বায়,
লভিলা বাসব-জায়া ; শোভিছে তেমতি
চির-পরিচিত যত অমর-বিভব।

শচী পেয়ে পুনরায় অমরাব মাঝে
অমরা হাসিছে আজি। নব কুসুমিত
নন্দনে কুসুমদল সুগন্ধ ছড়ায়ে
ভাসিছে অপূর্ব্ব সুখে ; উন্মাদিত প্রাণ
পারিজাত পরিমল করি বিতরণ
খুলিছে হৃদয়দ্বার ! নির্ম্মল মলয
গন্ধে মুগ্ধ করি স্বর্গ আনন্দে ছুটিছে,

হরিতে শচীর শ্রান্তি ! হরষে অধীর—
ছুটিছে তরঙ্গময়ী মন্দাকিনী-ধারা
প্রক্ষালি পবিত্র জলে শৈল-নিকেতন—
শচী-নিকেতন আজি ! মনঃশিলাতল
আরো মনোরম মূর্ত্তি শচী-সমাগমে !

কে আছে ত্রিলোকমাঝে প্রাণী হেন জন,
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনম-ভূমি তার) নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণিকুল.

নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে
"এই জন্মভূমি মম !" কে আছে রে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ !

বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত,
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে !
বিজন অরণ্যভূমি বনের (ও) কুসুম
ভুঞ্জিতে পরাণে ভয় ! শত্রুর অর্চ্চনা
দেব-অর্চ্চনার আগে ত্রিসন্ধ্যা যেখানে,
কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে ?

চিত্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পীড়া দহন আজি। উচ্ছ্বাসে
বহিছে হৃদয়তলে চিন্তার হিল্লোল !
নয়ন ফিরাতে চিত্তে বিন্ধে তীক্ষ্ণ-শলা !

চপলা তরলমতি সে শোভা দেখিয়া
ধরিতে নারিলা ধৈর্য্য, সুরেশ-জায়ারে
সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা,
দেখাইয়া অমরার শোভা চারিদিকে ;—

"হের, সুরেশ্বরি, হের চারিধারে কত
অমরের কীর্ত্তিস্তম্ভ ! আহা, কি সুন্দর,
জম্ভভেদি-প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওখানে,
ভগ্ন ডানি ভুজ এবে—তবু কি সুন্দর,

নমুচিসূদন নাম যা হ'তে ইন্দ্রের,
হের, ইন্দ্ররমা, সেই নমুচি-নিধন
হতেছে বাসব-হস্তে !—পাষাণে রচিত
কি সুচারু মূর্ত্তি, আহা, দেব বাসবের !

অই পাপ দৈত্য পড়ে সুরেন্দ্রের শরে !
অই বলাসুর বীর রুধির উদ্‌গারি
ত্যজিছে বিশাল বপু ! বিশ্বকর্ম্মা-করে
রচিত বিচিত্র আরো দেবকীর্ত্তি কত !

অই হের মনোহর সে শোভা-মণ্ডপ,
রত্নাগার নাম যার পদ্মযোনি যায়
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি ;
তেমতি উজ্জ্বল শোভা এখন (ও) তাহাতে ।

অই সেই কমলার কমল-আসন
মণিময় পদ্মে গাঁথা ! দৈত্য দুরাচার
হরেছে কতই দেখ মণিখণ্ড তার ।
বিষ্ণু-সিংহাসন-শোভা দেখ তার পাশে ।

কি বিচিত্র, আহা মরি, দেবী নিরুপমা
ত্রিভুবন-মোহকর—ত্রিদিবে অতুল,
বসিতেন আসি যায় জগতজননী
কাত্যায়নী ত্রিনয়না—শূলপাণি সহ !

অই বিরাজিছে সেই বাণীর মন্দির,
শ্বেতভুজা আনন্দে বিহ্বলা যার মাঝে
সপ্তবার বীণা ধরি গাইতেন সুখে
অমর-সৃজন-বার্ত্তা !—পড়ে কি স্মরণে,

হে দেবেন্দ্র-মনোরমা, কি আনন্দ-স্রোত
ভাসিত অমর-মাঝে ! মহর্ষি নারদ
উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরষে।
পঞ্চতালে তাল সুখে দিতেন মহেশ।

হে সুরেশ-প্রণয়িনি, কি চিন্তা মধুর
হেরে পুনঃ এই সব ! কত যে স্মরণ
হয় পুরাগত কথা ! অনন্ত হিল্লোল
উথলিত চিত্তমাঝে যেন অকস্মাৎ !

আহা, প্রবাসের পরে, কি-বা মনোহর
স্মৃতি-রশ্মি চিন্তা-পথে খেলে মৃদুতর—
অস্ত-সূর্য্যরেখা যথা কাদম্বিনী-কোলে
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন !"

বিষাদ-হরষ-মাখা মধুর বচনে
কহিলা সুরেশকান্তা—"হে চারুহাসিনি,
কোথা বল অমরার সে শোভা এখন !
কেন আর চিত্ত-দাহ করিস্ চপলে,
কোথা সে অতুল স্বর্গ ইন্দ্র-রমণীর !

শুনাযে ও সব কথা ? শিখিব যখন
সেবিতে ঐন্দ্রিলাপদ, শুনিব আহ্লাদে !
স্বর্গ নহে, চপলা, এ ইন্দ্রাণীব কারা ।"

"কি কহিলা, ইন্দ্রজাযা, কারা এ তোমার ?"
কহিলা চপলা দুঃখে অন্তরে আকুল—
"চারিধাবে এই সব অমব-বিভব
হাসিছে না আজ (ও) কি সে তেমতি গৌববে,

বলিছে না ওই শোভা-মণ্ডিত সুমেরু,
শিখব উঠেছে যাব অনন্ত বিদারি,
তোমাব (ই) চবণ তাব সেবিতে বাসনা ?

কহিছে না এ দেব-দেউল উচ্চশিরে
'বৈজযন্ত শচীধাম ?' এই মন্দাকিনী
কাব পদ প্রক্ষালিতে মহা গর্ব্বে হেন
চলেছে তবঙ্গ তুলি ? নাচিছে হবষে,

আবর্ত্ত পুষ্কর আদি ওই যে অম্বরে,
কাবে পৃষ্ঠাসন দিতে ? অই যে বিজলী
কাব বথচক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে ?
শচী ঐন্দ্রিলার দাসী বলে কি উহারা ?
কিম্বা বলে সুবেশ্বরী মহিষী তাদেব ?"

উৎসুক-উৎফুল্ল মুখ হেরি চপলার,
সৃক্কণে হাসির রেখা সুরেন্দ্র-রমণী
আলিঙ্গন দিলা তায় ; কহিলা—"চপলা,
কহ শুনি সুখকর সে শুভ সংবাদ,

রতি শুনাইলা যাহা সে দিন আমায়—
জয়ন্ত-চেতন-প্রাপ্তি-বারতা মধুর,
না মিটে পিপাসা মম সে কথা শুনিয়া !

সখী রে, ধরার মাঝে নৈমিষ বিপিনে
থাকিতাম মনসুখে পুত্র কোলে করি,
পেতাম যদ্যপি নিত্য তায় ! কি আহ্লাদ,
আহা সখি, ভুঞ্জিনু সে দিন মর্ত্যধামে
পুত্র কোলে বসিনু যখন সে নৈমিষে !

কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো চপলে !
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম না হ'তে অধিক
সুখ এ অমরালয়ে ! পুত্র পেলে কোলে
জননীর স্বর্গসুখ—সর্ব্বত্র সমান ।

কত দিনে চপলা রে সে সুখ আবার
ভুঞ্জিতে পাইব চিতে ? কত দিনে বল
জয়ন্তে করিয়া কোলে ভুলি এ দুর্দ্দশা—
দৈত্য-করে আমার এ কেশ-আকর্ষণ ?"

হেনকালে কামপ্রিয়া আসিয়া নিকটে
বন্দিলা শচীর পদ। আশীষি ইন্দ্রাণী
কহিলা—"মন্মথপ্রিয়ে, সদা সুখী আমি
হেরি তোরে—ভুলিব না মমতা তোমার!

কি সুখী করিলা হায় শুনায়ে সে দিন
জয়ন্ত চেতনা-বার্ত্তা মধুর সংবাদ!
কহিতেছিলাম এই চপলারে পুনঃ
শুনাতে সে সুসংবাদ!—হও চিরসুখী

কি বারতা কহ আজি? কহ, ইন্দুবালা
চারুমতি দৈত্যবধূ—কি কহিলা শুনি
সে উত্তর? ভাবিলা নিদয়া বুঝি মোরে—
নিদয়া যেমন দৈত্যমহিষী ঐন্দ্রিলা?

কত সাধ, বামবধূ, শুনি তোর মুখে
ইন্দুবালা-বিবরণ দেখিতে তাহারে।
কিন্তু ভাবি পাছে তার বাসনা পূরালে,
পাপীয়সী ঐন্দ্রিলা পীড়য়ে সে বালায়।"

উত্তরিলা মন্মথরমণী—হাস্যচ্ছটা
বিম্বাধরে সদা মনোহর!—"হে বাসব-
মনোরমে, বাসনা পূরিল এত দিনে।
মনোবাঞ্ছা পূরাইল বিধি! দিলা মোরে,
সুরেশ্বরি, শুনাতে তোমায় এ সংবাদ।

মৃত্যুঞ্জয় এত দিনে সদয় তোমায়,
এত দিনে হৈমবতী হেরম্ব-জননী
চাহিলা তোমার মুখ ! শিব-ক্রোধানলে
(জ্বলিল যে ক্রোধানল সে দিন অম্বরে)
ত্রাসিত ত্রিদিবজয়ী দনুজ-ঈশ্বর,

ভাবিলা ছাড়িবে তোমা মহেশে তুষিতে।
হে সুরেশ-রমা, দৈত্যনাথ কহিলা আমায়,
শীঘ্র যাও, মদনমোহিনি, শচীপাশে,

কহ তারে আসিতে হেথায় অচিরাৎ
কারাবাস শেষ তব, সতি !" নীরবিলা
কামকান্তা মধুরহাসিনী প্রিয়ংবদা।

ঝটিকার আগে যথা গভীর আকাশ,
পুলোম-ঋষির কন্যা পুরন্দর-জায়া
তেমতি গম্ভীর ভাব ! ভাবিতে লাগিলা,
অনঙ্গ-মহিলা-বাক্যে চিন্তিত অন্তর।

কতক্ষণ পরে—"না রতি," কহিলা ধীরে
"মায়াবী অসুর ছলে ছলিল তোমায়।
না বুঝিলে, কামবধূ, কাল ভুজঙ্গিনী
ঐন্দ্রিলার কূটখেলা। ছাড়িবে আমায়?

হে অনঙ্গ-সহচরি, এ কথা কিরূপে
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে ? যার তরে চর
ধরামাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়া
আমায় আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি,

দৈত্যপতি ছাড়িবে শচীরে ? কহ শুনি,
কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে ? সত্য যদি
ভাবিলে তা, বল বা কিরূপে—সুসংবাদ
ভাবিলে ইহায় ? রতি, শুভ সমাচার
শুনাতে আমায় যদি শুনাইতে আজ,

তাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায়—স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ ; কিংবা পুত্র মম
জয়ন্ত জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে ; হে অনঙ্গরমে,

শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে ?
মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ,
অকূল অমরকুল থাকিতে এখানে ?

না রতি, কহ গে দৈত্যে, চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা
পতিহস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম।”

এত কহি স্থির-নেত্রে শূন্যদেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগ—“হে শিবে শৈলজে,
জীবদুঃখবিনাশিনি, শচী নিজালয়ে
সেবিবে ঐন্দ্রিলা-পদ দেখিবে তা তুমি ?”

নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি উৎফুল্ল বদনে
শোভা দিল অপরূপ! প্রভাতিল যেন
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার-রাশিতে
আভাময়—আভাময় করি দশ দিক্!

শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা,
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন-মুরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা-আগারে।

পঞ্চদশ সর্গ

গেলা যবে দৈত্যপতি উত্তরতোরণে
দণ্ডিতে অমরদর্প—দণ্ডিতে সমরে
মহাবল বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জনে,
দণ্ডিতে দুর্জ্জয় পাশী জলকুলেশ্বরে,

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবে, শাসিতে সংগ্রামে,
ভীম শিখিধ্বজ শিব-সুতে—গেলা বরি
রুদ্রপীড়ে সেনাপতি-পদে ; দম্ভ ছাড়ি
দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলা দৈত্য-সুত

পূর্ব্বদ্বারে ঘোর-রণ দেবতা-অসুরে—
ভীমরঙ্গে যুঝিছে অনল, যুঝে সঙ্গে
ইন্দ্রসুত জয়ন্ত কুমার ধনুর্দ্ধর।

বাজিছে অমরবাদ্য সমর-উল্লাসে,
দৈত্যরণবাদ্য বাজে অম্বুনিধি-নাদে,
ভয়ঙ্কর কোলাহল বিদারে অম্বর।

অগ্রসরি চমূমুখে কোদণ্ড টঙ্কারি
দাঁড়াইল রুদ্রপীড—বাজে ঘোর রণ,
টলিল অমরঠাট ত্রিদিব আকুলি,
ছুটিল দানব গর্জ্জি জলদ-গর্জ্জনে
ঘন ঘন টলে স্বর্গ বীরপদভরে।

কভু ক্ষণকাল দেবসৈন্য অগ্রসর
বিমথি দনুজে—কভু নিন্দি দৈত্যসেনা
অমরবৃন্দেরে, ধায় ঘোর কোলাহলে।

ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল
হেলে রঙ্গে বেলা সঙ্গে সাগরের কূলে—
কভু জলরাশি দম্ভে ছুটে উঠে তীরে,
আবার পালটি ধায় সিন্ধুর গর্ভেতে—
তেমতি সমর-রঙ্গ অমর-দানবে।

লঙ্ঘিয়া প্রাচীর ক্রমে উঠিতে লাগিলা
অমর-বাহিনী, অগ্নিময় তনু,

জয়ন্ত ভীষণ দেব-সেনাদল আগে
ছুটিছে উৎসাহে, সিংহনাদে সুরকুল
করি উৎসাহিত। পড়ে দেব-অস্ত্রাঘাতে
দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখণ্ড যথা
আছাড়ি আছাড়ি ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ
কিংবা যথা দ্রুমরাজি ঝড়ে মড়মড়ি

ঘোর উচ্চস্বরে বহ্নি—"হে অমরচমু,
আর ক্ষণকাল বীর্য্য দেখাও অমনি,
দেবহস্তগত তবে হয় এ নগরী।

অই স্থান, হে বীরেন্দ্র বাসব-তনয়,
লঙ্ঘিলে দানবশূন্য নিমিষে এ দ্বার!
দেখিবে অচিরে সে চির-আনন্দধাম,
দেখ নাই দেবচক্ষে বহুকল্প যাহা,
অমরার চির-রত্ন নন্দন উদ্যান।"

বলি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ-মণ্ডিত-কলেবর,
লম্ফে লম্ফে সর্ব্ব-অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে,
ছুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্য পশ্চাতে।

নারে রুদ্রপীড়সেনা সে বেগ ধরিতে;
বৃত্রসুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে,
নারিলা ফিরাতে নিজদলে; ভঙ্গ দিলা
সেনা সঙ্গে সর্ব্ব-অঙ্গে শোণিতের ধারা!

এথায় উত্তরদ্বারে অমর সুরথী
যুঝিছে দানব সঙ্গে ; সমরে মাতিয়া
দেখাইছে সুরবৃন্দ অমর-বিক্রম,
নিবারি দৈত্যেন্দ্র ভুজবল ভয়ঙ্কর।

সুরক্ষিপ্ত শররাশি ঝলসি গগন:
ছুটিছে আকুল দিক—বিদারি যেমন
বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধায় অনঙ্গ-শরীরে—
উগারি অনলরাশি বিভীষণ শিখা।

পড়ে ভীম জটাসুর (সঙ্গে ফিরে যার
দ্বিকোটি দানব নিত্য) দৈত্য মহাকায়,
দন্ত কড়মড়ি ভীম গদার প্রহারে
ঘুরায়ে ঘর্ঘরে যাহা বায়ুকুলপতি,
হানিছে চৌদিকে নাশি দনুজের দল,
একা লণ্ডভণ্ড করি দ্বিকোটি দানবে ;

কালাগ্নি জ্বলিছে অঙ্গে ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমরসিন্ধু—উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শতক্রোশ—
ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অসুরে নাশিছে।

পলাইছে দন্তবক্র দানব দুর্ম্মতি,
(অমর জর্জ্জর-তনু দন্তাঘাতে যার,
ভয়ে যার লবণ-সমুদ্র প্রকম্পিত)
পলাইছে স্বদল সহিত ভীমবেগে ;

লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেনা ছুটিছে পশ্চাতে—
যথা ঘোর রঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘুরিতে
ঘূর্ণবায়ু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল ।

শত খণ্ডে খণ্ড করি মুণ্ড দানবের
ফেলিলা মার্ত্তণ্ড দেব ; নিমিষে নাশিলা
সহস্র দনুজ বীর, শূন্যে ঘুরাইয়া
দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর । পড়িল সমরে,
দুরন্ত বরুণ-হস্তে দানব দুর্জ্জয়
সিংহতুণ্ড—সিংহের সদৃশ মুণ্ড গ্রীবা !

কাঁপিত নাবিকবৃন্দ সদা যার ভয়ে
পশিতে পিঙ্গলার্ণবে—পশিতে যেমনি
কৃতান্ত-ভবনে পাপী । কেশরি-গর্জ্জনে
বরুণে নেহারি দৈত্য প্রসারি দ্বিভুজ
(উন্নত বিশাল তরুকাণ্ড যথা)
ছুটিলা বিকট বেগে গগন আঁধারি !

দিলা রড় বরুণের অনুচর সেনা
দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড । গর্জ্জিলা বরুণ—
গর্জ্জিলা যেরূপ পূর্ব্বে যবে অহিরাজ
উগারিলা কালকূট নীলকণ্ঠ-পেয় !

কহিলা—"যা পলায়ে, রে ভীরু ফেরুপাল !
লুকা গিয়া নরকান্ধকারে সুরাধম !

অমরকুল-কলঙ্ক! ভঙ্গ দিলি রণে
পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ? হা পামর!
দেখ দেব-কুলাঙ্গার, দেখ দূরে থাকি,
সে সাহস থাকে যদি—পাশীর কি তেজঃ।"

বলি হুঙ্কারিলা যথা হুঙ্কারি প্রলয়ে
আন্দোলি অতলতল তরঙ্গ ছুটা'ন;
ধরিলা সাপটি মহাপাশ—দিলা ছাড়ি।

মেঘমন্দ্র মন্দ্রিল অম্বরে বড়ে; দৈত্য
ভীমনাদে, নখে দন্তে মনঃশিলা ঘাতি—
ছাইল সমরাঙ্গন দৈত্য-শব-দেহ।

যুঝিছে অমরসৈন্য প্রাচীর-শিখরে,
নিম্নদেশে হীনবল দনুজবাহিনী,
নিরখি মহাদানব গর্জ্জিলা ভীষণ—

বাসুকি-গর্জ্জন ভীম যথা মহাদন্তে
হানিলা প্রাচীরমূলে ঘোর পদাঘাত,
টলিল অটল ভিত্তি বিশাই-নির্ম্মিত,
পড়িল ভাঙ্গিয়া শত খণ্ড খণ্ড হয়ে,
ভূকম্পনে ভাঙ্গে যথা ভূধর-শরীর।

তুলিয়া তখন মহা খড়্গ—ভিন্দিপাল—
বিশাল জ্বলন্ত প্রান্ত সে খড়্গ ভীষণ।

আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে দৈত্যেশ
খণ্ড খণ্ড কবি শূন্য ভীম-ভিন্দিপালে,
মথিতে লাগিলা বেগে দেব-চমূরাশি।

উড়িল অমবতনু আচ্ছাদি অম্বর,
যথা সে কার্পাসরাশি উড়ায ধনাবী
টঙ্কারি ধননযন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে,
প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমব-শোণিত ;

দেব-অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধারা
মনোহর—সৌরভে পূরিযা অপরূপ।

অক্ষত দেবের তনু অস্ত্রেব আঘাতে,
(অশরীর মারুত যেমন) ছিন্ন নহে
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে—কিন্তু দেহ
দহে অস্ত্রদাহে, দহে যথা নরদেহ

কূট হলাহলে ঘোরতব! সুরবৃন্দ
জ্বলনে অস্থির, অস্ত্র-প্রহারে আকুল,
ছাড়ি স্বর্গতল শীঘ্র উঠিলা বিমানে ;
উঠিল নিমিষে শূন্যে কোটি ব্যোমযান
আভাময়—দেব-অঙ্গ-শোভা অঙ্গে ধরি।

অযুত নক্ষত্র যেন উদিল সহসা
নীলাম্বরে! অপূর্ব্ব কিরণ অভ্রময
ছুটিতে লাগিল শূন্যে শতাঙ্গ-লহরী
নিনাদি মধুর নাদে ; ছুটিল চকিতে

শিখিধ্বজ মহারথ ইরম্মদগতি,
উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল ;
অপূর্ব্ব নিনাদে পাশী বরুণ-স্যন্দন
ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল।

মনোরথগতি বায়ু-রথ দ্রুতবেগে
আকুল করিল ব্যোমকেশ। বৃষ্টিধারে
দেবপুরী অমরা-উপরে বরষিল
শরজাল—দৈত্যচমূ মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষঃ,
বাহু ভেদি চমকে উজলি অস্ত্রতনু—

তড়িত নির্ঝর যথা। দনুজবাহিনী
অনুপায! দূর শূন্যে, অমর-সুরথী :
না পারে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিংবা ভুজপাশে।

লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য-
সেনা অগণন।—নিরখিল বৃত্রাসুর—
ত্রিনেত্রে ঘূরিল, যথন বহ্নিচক্রপ্রায
উজলি বিশাল ভাল। দম্ভে হুহুঙ্কারি
বাড়াযে বিপুল বপুঃ করিলা দীঘল—
দীঘলভূধর মেরু যথা, কিংবা যথা
ফণীন্দ্র বাসুকি সিন্ধু-মন্থন-প্রলয়ে।

দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর,
প্রসারি গগনে বাহু ঘন লম্ফ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকার ধ্বনি হুঙ্কারি নাসায,
দূর-শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা,

আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈল ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।

দেবসেনাপতিবৃন্দ ত্রাসিত তখন
আরো দূরতর ঘোর অন্তরীক্ষ-পথে
চালাইলা দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল
চাপে বসাইলা দ্রুত, শিঞ্জিনী টঙ্কারি

ঘোর নাদে। মহাতেজে ছুটিল সঘনে
অস্ত্রকুল—বিশ্বহর প্রলয়-পবন
ছুটে যথা ভাঙ্গি গিরিশৃঙ্গরাজি—ভাঙ্গি
দ্রুম-কাণ্ড শাখা বেগে; মুহূর্ত্তে উড়িল
দশ দিকে লক্ষ লক্ষ দৈত্য মহাকায়,

লণ্ডভণ্ড দৈত্যব্যূহ! ভয়ঙ্কর বেগে
ছুটিল বারীশ-অস্ত্র মহা প্রহরণ;
ত্রিভুবন স্তম্ভিত, কম্পিত চরাচর

প্রলয়-প্লাবন রঙ্গে টলিল ভূধর
আসিল দনুজদল উত্তাল হিল্লোলে;
শূন্য জুড়ি পড়িতে লাগিল উর্দ্ধপদ
অযুত দনুজ-তনু দূর-নিম্নে বেগে—
পর্ব্বত, ভূতল, সিন্ধু অতল আচ্ছাদি

ঘন হাহাকার শব্দ দৈত্যমণ্ডলীতে
বিকট মৃত্যু-আরাব দন্তের ঘর্ষণ!

দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাস্কর
বরষি প্রখর কর—কালানল যেন—
রণক্ষেত্রে। অন্য দিকে যুঝিছে কৌশলী
সমর-পণ্ডিত ধীর শূর উমাসুত।

দেখি বৃত্রে অন্য শরে অভেদ্য শরীর,
হানিছে সুতীক্ষ্ণতর শর চমৎকার;
শস্য ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন
কোটি ভুজঙ্গমমালা মালার আকারে,

ঘেরিছে অসুর-অঙ্গ বিন্ধি খরতর,
বিন্ধে যথা বিষদন্ত বিষাক্ত তক্ষক
যমদূত। শরদাহে আকুল অসুর,
লক্ষ্য করি শিবসুতে ধরিলা সাপটি
সংহারীর শেষ শূল—দিলা শূন্যে ছাড়ি!

চলিলা সে অস্ত্রবর অম্বর উজলি,
জ্বলিল দুর্জ্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে,
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল শূল-গর্জ্জন ভৈরব!

ঘোর-রঙ্গে ভ্রমে অস্ত্র—গ্রহপিণ্ড যথা
হইলে স্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শূন্যদেশে—
কভু বক্র চক্রগতি, কভু স্থিরভাব,
কখন নক্ষত্র তুল্য গতি অদভুত!

স্তম্ভিত দনুজ দেব, অস্থির আকাশ,
নেহারি শম্ভুশূল। কুমার আদেশে
অদৃশ্য হইলা সূর্য্য আদি ক্ষণকালে—
লুকাইয়া তনু-আভা গভীর তিমিরে!

ডুবিল মরি রে যেন আঁধারি গগন
কোটি তারকার বৃন্দ! হরিল দেবতা
দেবতেজে গগনের তেজোরাশি যত—
না রহিল শর-লক্ষ্য অন্তরীক্ষে আর
একমাত্র প্রজ্বলিত শূলের কিরণ
জ্বলিতে লাগিল শূন্যদেশে ক্ষণে ক্ষণে।

প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশূল
ঘুরি অন্তরীক্ষময়, লক্ষ্য না হেরিয়া
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্র করে অভিমানে নত।

দেখিলা দনুজপতি সে অস্ত্র-আলোকে
রণস্থলে ভীম শবস্থল; এবে একা
সে প্রাঙ্গণ-মাঝে। যথা নগরাজচূড়া
গজ-কূর্ম্ম-রণে যবে উড়ে বৈনতেয়!

দেখিলা অদূরে হায়, ধূলি-বিলুণ্ঠিত
দনুজবিজয়-কেতু! নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা,
বীরগতি আলযে ফিরিলা চিন্তাকুল।

ষোড়শ সর্গ

নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন-ভিতর
চারু শোভাময় মুনি-মোহকর,
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর ; থর থর থর
মঞ্জরী দোলে ।

সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ-কাননে
সুমন্দ মারুত আনন্দিত-মনে
ঢালিয়া ঢালিয়া মধু-নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে
কুসুম-কোলে ॥

হাসে ফুলকুল তরুণ সুন্দর ;
সুললিত শোভা, রসে ভর ভর
শ্বেত রক্ত নীল পীত কলেবর
থরে থরে থরে—হাসি মনোহর
মুকুলমুখে ।

ঝরে সুধাকণা তনু স্নিগ্ধ করি
ঝরে হিম যথা নিশিগন্ধাপরি ;
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী
সঙ্গীত-বাদন শ্রুতিমূল ভরি
অতুল সুখে ॥

ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখিকুল ;
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল ;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে ; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় লুটে ।

ভ্রমে পঞ্চবাণ পিঠে পুষ্পধনু
হাতে পুষ্পশর সুমোহন তনু
অরুণ অধরে প্রভাতয়ে জনু
সুহাসি বিজলী ; নেত্র-কোণে ভানু
তরঙ্গে লুটে ॥

ঐন্দ্রিলা কহিছে "শুন হে মদন,
রচিলা নিকুঞ্জ বাসনা যেমন
আশার (ও) অধিক এ সুরভি বন
ত্রিদিবে অতুল—সফল সাধন
তোমার স্মর

দৈত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ সুন্দর
বাখানিবে তোমা, শুন গুণধর
রণশ্রান্ত যবে মহাদৈত্যবর,
ফিরিবে এখানে ; রতি-মনোহর,
সুখে বিহর ॥

ষোড়শ সর্গ

বলি কুঞ্জে পশি, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী
হাসে চারু হাসি সুদর্পণ ধরি
হাসে চারুহাসি পীন-পয়োধরী
হেরি বিম্বাধর,—অপাঙ্গ-লহরী
নয়নে খেলা।

"বামা আমি, ওহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যরামা অর্দ্ধ মৃদুস্বর
"শচী ছাড়ি নাথ আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার,
এতই হেলা॥

আমি, দৈত্যনাথ, রমণী তোমার
বাসনা পুরাতে আছে অধিকার
তোমার (ও) যেমন তেমতি আমার,
হে দনুজপতি, দেখিব এবার
বামা কেমন।"

হেনকালে শুনি ভূষণের ধ্বনি
ফিরিলা ঐন্দ্রিলা—যেন ভুজঙ্গিনী
ডমরু-রবে ফিরয়ে তখনি
ফণা তুলাইয়া—ভাবিলা ইন্দ্রাণী
করে গমন॥

দেখিলা একাকী অনঙ্গমোহিনী
রতি আসে ধীরে বাজিছে কিঙ্কিণী
চিন্তা-অবনত চারু-চন্দ্রাননী
যথা সূর্যমুখী, যবে সে যামিনী
হয় আগত

জিজ্ঞাসে ঐন্দ্রিলা, "মদন-মহিলা,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী কোথায় রাখিলা ?
বাসব-বনিতা, কহ কি কহিলা
শুনে সে বারতা,—শিরোপা কি দিলা
মনের মত ॥"

"দৈত্যেশ-মহিষি, আমি তব দাসী,
কেন ব্যঙ্গ কর, মুখে নাহি হাসি,
ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী
জান ত সকলি—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি
শচী না আসে।

না চাহে মোচন, চির-কারাবাসে
রবে ইন্দ্রজায়া—এ স্বর্গ-নিবাসে
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল
দনুজ-প্রসাদে—সহিবে সকল
না ভাবে ত্রাসে ॥"

প্রফুল্ল আনন গন্ধর্ব্ব-কুমারী
নয়ন-কোণেতে রতিরে নেহারি
খেলায়ে অপাঙ্গে তড়িত-তরঙ্গ
দংশিলা অধর—করি গ্রীবা-ভঙ্গ
ক্ষণেক থাকি।

কহিলা, "কি রতি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
না আসিবে হেথা? সাবাস মানিনি
বৃথা কি হবে সে অসুরের বাণী
'শচীর উদ্ধার'?—যাব লো আপনি
এ সব রাখি॥

সাজা দেখি, রতি, ভাল কোরে মোরে
কেশ-বেশন্যাস আসে ভাল তোরে
সাজা লো তেমতি যেন হাসি-ডোরে
বাঁধি দৈত্যরাজে—রতি, মন ভোরে
সাজা আমায়।

জিনিয়া সমর ফিরিলে অসুর
রণশ্রান্তি তাঁর করিব লো দূর
এ নিকুঞ্জ-বনে!—মরি কি মধুর
মদন-কৌশল! মরি কি প্রচুর
সুগন্ধ বায়!"

সাজাইল রতি গন্ধর্ব্ব-কুমারী
(ধন্য রতি, তোর গুণে বলিহারি !)
নীলোৎপল যথা ধুলে ধারাবারি
ঐন্দ্রিলার মুখ ; অলকায় সারি
ভ্রমর তায় ।

সাজিলা ঐন্দ্রিলা ; মধুর মাধুরী
বসন-ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি
পড়ে যেন ঝুরি চারু-পয়োধরী
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে
নাচিল পায়

বসন্ত-সময়ে কিবা সাজে রতি
ভুলাতে কন্দর্পে—রূপ-কুলপতি ?
শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্ব্বতী
সাজিলা বা কিবা ? মোহিনী যুবতী
সুধা তুমুলে ।

নিন্দিলা সে সব ঐন্দ্রিলা রূপসী
সাজিলা সুন্দর, বাসে কটি কসি ;
কুন্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি
তারকার মালা—মন্মথপ্রেয়সী
আপনি ভুলে ॥

অসুর-মোহিনী নেহারে মুকুরে
সে বেশ-লাবণ্য, গরবেতে পূরে ;
শচীরে পাইবে ভুলায়ে অসুরে
ভাবিল নিশ্চিত ; কোকিলা-কুহরে
কহে "লো রতি !

সাজা এইখানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছে লো আমার ;
রতন-মুকুট, মণিময় হার,
জয়লব্ধধন—ধনেশ-ভাণ্ডার
ঢাল যুবতি ॥

আন যান পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ ;
আন বীণা বেণু, মন্দিরা মুরজ,
আমায় যা কিছু ;—মানস-পঙ্কজ,
ফুটাব আজ।

বল চেড়ীদলে সশস্ত্র সাজিয়া
দাঁড়াক সকলে এখানে আসিয়া—
ত্রিজটা, ত্রিগুণা, কপালী, কালিকা,
যে যেথা আছে লো গন্ধর্ব্ববালিকা,
দানবী-সাজ।

যাও, হে অনঙ্গ, ফিরিলে অসুর
জানাইও বার্ত্তা, নিকুঞ্জে মধুর
ভ্রমি কিছুকাল।"—বাজিল ঘুঙ্ঘুর
নাচিয়া কটিতে, চরণে নূপুর
মধুর তায়।

"ঐন্দ্রিলার গতি কে ফিরাতে পারে?"
কহিল দানবী মৃদুল ঝঙ্কারে—
"হে দনুজনাথ, ঐন্দ্রিলা হে নারে
বাসনা ছাড়িতে—বাসবপ্রিয়ারে
ধরাব পায়।"

হেনকালে কাম কহিলা সংবাদ,
ফিরিছে দৈত্যেন্দ্র সাধি নিজ সাধ
জিনিয়া সমরে—যথা সে নিষাদ
উজাড়ি অরণ্য পূরাইয়া সাধ
কুটীরে যায়॥

সুগম্ভীর গতি, অতি ধীর ভাব,
ভাবে দৈত্য মনে "এ জয়ে কি লাভ?
সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব
করিল অমর—এরূপে দানব
ক'দিন রবে?

"আমি যেন রণে লভিনু বিজয়,
আমারি যেন এ শরীর অক্ষয়
প্রতি রণে যদি দৈত্যকুলক্ষয়
হয় হেন রূপে, কারে লয়ে জয়
ভুঞ্জিব তবে ?"

চলিলা ঐন্দ্রিলা আশু বাড়াইয়া
বসন্ত-সখারে সংহতি লইয়া
চলনভঙ্গীতে তরঙ্গ তুলিয়া
ভুলায়ে কন্দর্প মধুর অমিয়া
হাসিতে ঢালি।

দিলা আলিঙ্গন প্রফুল্ল লোচন
নেহারি অসুর দানবী-বদন
ভুলিলা সকল ভাবনা বেদন
যা ছিল অন্তরে নিমিষে ক্ষালন
মনের কালী।

কহিলা, "ঐন্দ্রিলে, এ কি মনোহর
শোভা হেরি আজি মরি কি সুন্দর,
রুধিরে ফুটিছে সু-ওষ্ঠ অধর
অরুণের রাগে! তনু-স্নিগ্ধকর
এ ভুজলতা।"

"রণশ্রান্তি নাথ, ঘুচাতে তোমার
আমার আদেশে বিরচিলা মার
মধুর নিকুঞ্জ ; শোভা হেরি তার
সাজিনু আপনি ! রণচিন্তা-ভার
ঘুচাব হেতা ।"

রুণু রুণু ধ্বনি কিঙ্কিণী নূপুরে,
আগু হইলা ধনী ধীরে ধীরে ধীরে,
অৰ্দ্ধাঘল-তনু-ভরে দৈত্যবরে
বাঁধি ভুজপাশে—চারু অঙ্গে ঝরে
শশাঙ্ককর।

প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব
চারিদিকে মৃদু মধুর সুরব
যেন উথলিছে মধুর অর্ণব
ঢালিয়া চৌদিকে ।—মুকুল পল্লব
অনঙ্গ শর ॥

অচেতন দৈত্য ভুঞ্জিয়া মাধুরী
জাগাইলা হাসি ঐন্দ্রিলা সুন্দরী
রণশ্রান্ত শূরে সুরে শান্ত করি
চলিলা ভ্রমণে ভুজপাশে ধরি
অসুরবর ।

কিছু দূরে গিয়া কহে দৈত রাজ
"এ কি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূষা-সাজ
কেন এ সকল কেন হেতা আজ
পড়িয়া এ ভাবে ? চেড়ীর সমাজ ?
এ কি সমর ?"

"কোথা তবে আর রাখিব এ সব
কহ শুনি, ওহে হৃদয়-বল্লভ।
কার গৃহ হায় ভবন ও সব,
দেখিছ ওখানে ? অমর-বিভব !
শচী-ভবন।

অমরার রাণী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী,
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি
এ ভুবন তার। কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা ? চাহে না সে ধনী,
কারা-মোচন।

'দৈত্যবাক্য ছার' কহিলা আবার
'কারামুক্তি হায়, কে করে রে কার ?'
শুন হে দানব,লোম-কন্যার
এপু সুখ ঐশ্বর্য্য, তার(ই) অধিকার
হেথকসিলা।

কি জানি কখন্ আসিবে সে ধনী,
মনোদুঃখে তাই আইনু আপনি
লতার নিকুঞ্জে ! ছাড়িব যখনি
শচী আজ্ঞা দিবে ।” নীরব রমণী
এতেক বলি ॥

শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর
বাড়িতে লাগিল অসুর-শরীর
পর্ব্বত-আকার ; নিশ্বাস-সমীর
বহিল সবেগে কহিল গম্ভীর
“রতি কোথায় ?”

রতি কাঁপি কাঁপি আসি দৈতপাশে
কহে “ইন্দ্রপ্রিয়া রবে কারাবাসে ;
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল
দৈত্যেশ-প্রসাদে সহিবে সকল
থাকি এথায় ॥”

রক্তবর্ণ আঁখি ঘুরিল সঘনে,
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে
কড় কড় ধ্বনি রদনে রদনে
উঠিল বিকট—কহিল গর্জ্জনে
ভীম অসুর--

"আমার আদেশ হেলিলি, ইন্দ্রাণি ?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী ?"
বলি ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি,
ছুটিল হুঙ্কারি—হেরি দৈত্যরাণী
বামা চতুর।

নিল ফুলধনু আপনার হাতে,
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তাতে)
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাঁটুগাড়ি
(সাবাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।

অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ-পরাণ
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী
লাবণ্য-রাশি॥

দাঁড়াইলা শূর। আসিয়া নিকটে
ঐন্দ্রিলা কহিলা মধুর কপটে
"এ নহে উচিত, হে দনুজনাথ,
তুমি যাবে সেথা করিতে সাক্ষাৎ
শচীর সনে।

তবে গর্ব্ব তার হবে যে সফল
সেই স্বর্গরাণী ! হবে কি বিফল
দাসীর আদেশে দৈত্যরাজ-বল ?
ঐন্দ্রিলা-বাসনা জান ত সকল,
আছে ত মনে ॥"

কহে দৈত্যপতি "তোমায, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্রসহচরী ;
যে বাসনা তব তার দর্প হরি,
পুরাও মহিষি,—ফণা চূর্ণ করি
আন ফণিনী ।"

হরষে উন্মত্ত হাসিলা ঐন্দ্রিলা ;
সুখে দৈত্যবরে আলিঙ্গন দিলা ,
চেড়ীদল সঙ্গে হরষে চলিলা
গজেন্দ্র-গমনে, কটাক্ষে হানিলা
ঘোর দামিনী ॥

সপ্তদশ সর্গ

দেবারি দনুজনাথ দৈত্য-সভামাঝে
বেষ্টিত অমাত্যবর্গ ; সমর-কুশল
মহাবল সেনাপতি-বৃন্দ চারিধারে ।

নিকটে বসিয়া ধীরে সুমিত্র ধীমান্
কহিছে গম্ভীর-স্বরে "দৈত্যকুলেশ্বর,
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে.
মরি লাজে কত হায়, না হয় গণনা—
বীরবংশ ধ্বংস-প্রায় দেবতার তেজে।

ক্রমে দর্প সাহস বাড়িছে দেবতার
বারি বরিষায় যথা তরঙ্গিণী-ধারা
ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাঁধ দুকুল উছলি,
গৃহ, শস্য, পশু, প্রাণী নাশি অগণন।

হের দুর্নিবার তেজে জয়ন্ত, অনল,
সমরে অসুরে জিনি অসম সাহসে
প্রবেশিলা পূর্ব্বদ্বারে, লঙ্ঘিয়া প্রাচীর
অসংখ্য অমর-সৈন্য ; হে দৈত্যশেখর,

অর্দ্ধেক অমরাবতী ভুজবলে দেব
অধিকার কৈলা। এবে উত্তর-তোরণে,
আবার সাজিছে রণে দেবসেনাপতি
মহারথী কুমার, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু ;

ভাবিলা হে দনুজেন্দ্র, পলাইয়া তারা
লুকাতে ত্রিশূল-ভয়ে পাতালে আবার,
সে আশা নিষ্ফল, প্রভু, ইন্দ্রজালে ছলি
করিছে কপট রণ অমর মায়াবী।

হৈলা দেব অসুর-কণ্টক। কি উপায়ে,
বুঝিতে না পারি, হায় এ সুবর্ণপুরী
হবে দেবরথি শূন্য—দুঃসহ সমর
সহিবে ক'দিন আর এরূপে দানব!"

দানবকুল-ঈশ্বর বৃত্রাসুর তবে—
"সত্য যা কহিলা, মন্ত্রি, কিন্তু কহ সুধি,
কি ফল বাঁচিয়া স্বর্গ ছাড়ি?—যার লাগি,
কত তপ কৈনু কত যুগ নিরাহারে;

জিনিতে সমরে যায় কত মহারথী
দৈত্যবীরকুল-শ্রেষ্ঠ ত্যজিলা পরাণ;
যার লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেনা
পড়ে রণে, বীরদর্পে শমনে না ডরি।

জনম বীরের কুলে—মরণ(ই) সফল
শত্রু ঘাতি রণস্থলে! হে সচিবোত্তম,
কে কোথা রাজত্ব ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধ-পণে—
মৃত্যুভয়ে সমরে বিরত কবে শূর?

কবে সে বীরের চিত্তে কৃতান্তের ভয়
হানিতে সমরে শত্রু? ত্যজিতে পরাণ
যুঝি রঙ্গে রিপুসঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে?

শুন, মন্ত্রি, যত দিন এ দনুজকুলে
একমাত্র অস্ত্রধারী থাকিবে জীবিত,
পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচণ্ড ভুজে,
বহিবে রুধির-স্রোত এ দেহে আমার।
নহি ক্ষান্ত তত দিন এ দুরন্ত রণে।"

হেনকালে রুদ্রপীড় বীর-চূড়ামণি,
মণ্ডিত সমরসাজে আসি দাঁড়াইলা
নতশির, পিতার সম্মুখে কর যুড়ি।

শীর্ষক উজ্জ্বল শিরে অঙ্গে সু কবচ,
রত্নময় অসিমুষ্টি ঝলসে কটিতে—
সারসনে; পৃষ্ঠদেশে নিষঙ্গ ঝলসে।

কহিলা "হে তাত, তোমা দেখাতে এ মুখ
পাই লাজ, হে বীরেন্দ্র, তব পুত্র আমি
চির-অরিন্দম রণে—সমরে হারিনু,
নারিনু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল।

নারিনু অনল-হস্তে। জয়ন্ত বালক
অধিকার কৈল দ্বার রক্ষিত আমার।

রণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দনুজ-বাহিনী—
আমি যার সেনাপতি। জীবিত থাকিয়া
তাহা চক্ষে নিরখিনু। এ নিন্দা ঘুচাব,
ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্যপতি, রণস্থলে
সমর-বহ্নিতে—যথা দাবাগ্নিতে বন—

দহিব অমর-সৈন্য ; সমর-কুশল,
জিনিব অনল দেবে—জয়ন্তে জিনিব ;
নতুবা হে তাত, এই শেষ দরশন
ও চরণ-অরবিন্দ । আজ্ঞা দেহ সুতে।"
বলি পিতৃপদধূলা ধরিলা মস্তকে।

শুনিয়া পুত্রের বাণী বৃত্রের নয়নে
দেখা দিল বাষ্পবিন্দু, দ্বিভুজ প্রসারি
পুত্রে দিয়া আলিঙ্গন কহিলা দৈত্যেশ—

"এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত(ই) তোমার
দনুজকুলতিলক পুত্র রুদ্রপীড,
চির-অরিন্দম তুমি—কিন্তু শুনি পুনঃ
সুরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিতে সত্বর
অমরায়—সুরনাথ দুর্জ্জয় সমরে,
না পারে যুঝিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ
মৃত্যুঞ্জয়ী বৃত্র বিনা, রক্ষঃ-সুরাসুরে।

তার সনে সমরে পশিবি একা তুই ?
রে সুধন্বি, একমাত্র পুত্র তুই মম।"
বলি পুনঃ গাঢ়তর দিলা আলিঙ্গন।
রুদ্রপীড়ে বক্ষে ধরি দনুজশেখর।

কহিলা আবার ছাড়ি ঘন দীর্ঘশ্বাস—
"কিন্তু বীর তুই—বীরপুত্র—মহারথী,
কেমনে নিবারি তোরে ? কেমনে বা বলি,
যাও বৎস, দৈত্যকুল-রবি অস্তে যাও ?"

"হে পিতঃ," কহিলা বৃত্রনন্দন তখন—
"কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে,
কি ফল তোমার (ই) তাত, হেন বংশধরে
নিন্দা যার আজীবন ত্রিলোকে ঘুষিবে,
হাসিবে অসুর সুর যক্ষ যার নামে ?
জীবনে জীবন-অন্তে জগতে ঘৃণিত।

ত্রিলোক-বিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে,
কুলাঙ্গার কাপুরুষ তনয় তাহার
পলাইল প্রাণভয়ে না ফিরিলা রণে
পুনর্ব্বার, এ কলঙ্ক না হ'লে মোচন
জীবন নিষ্ফল মম, হে দনুজনাথ
মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিয়া।"

উৎসাহ-প্রফুল্ল নেত্রে আনন্দে অসুর,
নিরখিলা পুত্রমুখ ছটাবিমণ্ডিত,
ভানু-বিমণ্ডিত যথা কনক অচল
সহস্র কিরণমালী উদিলে শিখরে।

কহিলা সংবরি বেগ—"না নিবারি তোমা,
যাও রণে, অরিন্দম পুত্র রণজয়ী ;
পাল বীরধর্ম্ম, ভাগ্যে যা থাকে আমার।'
বলি কৈলা আশীর্ব্বাদ অশ্রুবিন্দু মুছি।

বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিলা
রুদ্রপীড়। জননী-নিকটে গেলা দ্রুত।
দেখিলা ঐন্দ্রিলা চেড়ীদলে সুসজ্জিতা
চলে মন্দাকিনী-তীরে শচীয়ে বান্ধিতে।

আনন্দে জননী-পদ বন্দিয়া বীরেশ
কহিলা—"জননি, সুতে দেহ পদধূলি,
দিলা আশীর্ব্বাদ পিতা, প্রতিজ্ঞা আমার
নির্দ্দেব করিব স্বর্গপুরী! কিন্তু মাতঃ,
কে কহিতে পারে ক্রূর সমরের গতি,

না হেরি যদ্যপি আর ও পদযুগল,
ও পদযুগলে, মাতঃ, এ মিনতি মম,
রেখো মা চরণে ইন্দুবালা সরলারে
পতিগতপ্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা,
রক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে।"

হায় রে, ঝরিল অশ্রু বীরেন্দ্র-নয়নে
স্মরি সে হৃদয়-ইন্দু—ইন্দুবালা-মুখ;
এ বিদায়ে কার, হায়, না আদ্রয়ে হিয়া?

ঐন্দ্রিলার(ও) শিলাময় হৃদয় তিতিল,
বাষ্প-বিন্দু নেত্রকোণে, কহিলা দানবী
তনয়ের মুখঘ্রাণ লয়ে ঘন ঘন;—
"এ অশুভ কথা, বৎস, কেন রে শুনালি?

কাজ কি সমরে মোর ? একা দৈত্যনাথ
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে
দৈত্যকুল-পঙ্কজ, সমরে নাহি যাও।”

“না মাতঃ, অন্তর জ্বলে অনন্ত শিখায়
সুর-হস্তে হারি রণে, নির্ব্বাণ আহুতি
সমর্পিব এবে তায় অমরে দণ্ডিয়া,
তনয়ের শেষ ভিক্ষা মনে রোখো, মাতঃ !

পেয়েছি চরণধূলি জনকের ঠাঁই,
দেহ পদধূলি তব।” এতেক কহিয়া
ভক্তিভাবে প্রণমিলা জননী-চরণে।

পুত্র কোলে করি স্নেহে দানব-মহিষী
বান্ধিলা শীর্ষক চূড়ে বিল্ব সচন্দন,
কহিলা আশ্বাসি “বৎস, এ অর্ঘ্য সতত
অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এ মম আশিস্ ;
যাও রণে রণজয়ী অরিন্দম বীর !”

হেথা চারু ইন্দুবালা কল্পতরুমূলে,
(শুভ্র কুসুমের মালা লুটিছে উরসে)
বসি শ্বেত শিলাতলে, সখীদলে মেলি,
শুনিছে রণসংবাদ ভাসি অশ্রুনীরে।

আহা, সুমলিন মুখ, হৃদয় কাতর !
যেন রে নিদয় কেহ বিহঙ্গ ধরিয়া
হেমন্তের দেশ হ'তে আনিলা গ্রীষ্মেতে ;
ভাবিছে দানববালা তেমতি আকুল ।

কে পারে সহিতে, প্রাণ সুকোমল যার,
সমরের ঘোব শিখা—জ্বলিছে চৌদিকে ;
অহরহ দিবানিশি রণ-কোলাহল ?
করুণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিমূলে ·

কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়া—
"কত দিনে, হায়, সখি, এ সমরস্রোত
শুকায়ে নিঃশেষ হবে ? কত দিনে পুনঃ
ধরিবে পূর্ব্বের ভাব এ অমরাবতী ?

পুত্র-শোকাতুরা আহা, মাতার রোদন,
সখি রে, বিদরে হিয়া !—বিদরে লো প্রাণ
স্বামিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন,
ভগিনীর খেদস্বর ভ্রাতার বিয়োগে ।

হায় সখি, বল্, তোরা বল্, কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি ?
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল,
বানিই সমবানল তনু সমর্পিয়া ।

সখি রে, বুঝিতে নারি কিরূপে এ সব
অসুর অমরকুলে মহাবীর যত
নিদয় নহে লো তারা আপনা পাসরি,
জীবন-ঘাতক অস্ত্র হানে পরস্পরে ?

না ভাবে মমতালেশ নাহি ভাবে দয়া,
সদাই উন্মত্ত-প্রায় নিষ্ঠুর সমরে ;
হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে
কত যে যাতনা জীবে জীবন-নিধনে।

সমর-সুরাতে হায়, অমর দানব,
হয় কি এতই সখি উন্মত্ত অজ্ঞান ?
কিংবা কি সে পরাণীর(ই) প্রকৃতি স্বভাব—
কুটিল কপটাচারী প্রাণিমাত্র সবে ?

কেমনে বা ভাবি তাহা ? হৃদয়বল্লভ
আমার যিনি, লো সহ, কপটতা তাঁরে
না পরশে কোন কালে ; তবু কি কারণ
সমরে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ ?

দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাঙ্গণে
প্রবেশিতে পুনরায় ; রাখিব বাঁধিয়া
হৃদয়-উপরে এই ভুজলতা-পাশে,
নিদারুণ হ'তে তাঁরে দিব না লো আর

হেনকালে রুদ্রপীড় বৃত্রের তনয়
সজ্জিত সমর-সাজে, সুধীর গমন,
অধোমুখে ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশি,
অগ্রসর ক্রমে সেই কল্পতরুমূলে।

দূর হ'তে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি,
ছুটিলা উতলা ইন্দুবালা বামা,
পড়িলা বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুখে।

কহিলা—কোকিলাধ্বনি কণ্ঠে কুহরিল,
(হায় যবে ভগ্ন স্বরে ডাকে পিকবধূ)
কহিলা,—"হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ ?
রণসাজে কেন পুনঃ সাজালে সুতনু ?

এখন(ও) সমরক্লেশ দূর নহে তব ;
এখন(ও) নিশিতে, নাথ, নিদ্রা নাহি যাও ?
কত স্বপ্ন সারানিশি শুনাও, প্রাণেশ,
আবার এ বেশ কেন দহিতে আমায় ?

ছলিতে আমায় বুঝি সাধ ছিল মনে—
ইন্দুবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
তাই ভয় দেখাইতে আইলে, প্রাণেশ।
খোল, প্রভু, রণসাজ, না পারি সহিতে ;

নিষ্ঠুর দারুণ তুমি ললনা-হৃদয়
মথিতে আইলে প্রিয়া ছলনা করিয়া,
ত্যজ রণসাজ শীঘ্র. দেখা(ও) না আর
বিভীষিকা তরুণীর হৃদয় তাপিতে !”

“প্রেয়সি, নিষ্ঠুর আমি, সত্যই কহিলা ;
পালিতে বীরের ধর্ম্ম দিলাম বেদনা
তোমার হৃদয়ে, প্রিয়ে, লভিতে বিদায়
এসেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্থলে।

“যাবে নাথ ?” বলি ধীরে চারু চন্দ্রাননী
তুলিয়া বদন-ইন্দু পতিমুখতলে,
প্রদোষ-কমল যথা মুদিতে মুদিতে
নেহারে শিশিরে ভিজি অস্তগত ভানু।

“যাবে নাথ, যাবে কি হে ছিঁড়িয়া এ লতা,
বেঁধেছি তোমায় যাহে কত সাধ করি
ছিঁড়ে কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায়
তরুলতা ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ?

ছিঁড়িলে তবুও নাথ লতিকা ছাড়ে না ;
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ ?
কোথা নাথ, বল বল তরঙ্গের গতি
বিনা সে সাগরগর্ভ ? হে সখে, নির্ঝর,

খেলিতে না বাসে ভাল শৈল-অঙ্গ বিনা
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ
ঝর ঝর নাদে সদা—তেমতি হে আমি
থাকিব তোমার এই হৃদয়ে জড়ায়ে।"

শুনি স্নেহভরে বীর ধরিলা তরুণী
চারু চন্দ্রানন চুম্বি ফেলি অশ্রুধারা।—
শুকাইল ইন্দুবালা, নিদাঘে যেমতি
শুকায় কুসুমলতা ভানুর পরশে।

কহিলা সরলা বালা, নয়নের জলে
ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈম শরাসন,—
"যাবে যদি, নাথ, আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সব দোঁহে যত্নে এত দিন;

এই পুষ্প-তরুরাজি কিসলয়ে ঢাকা,
দেখ দেখ কত পুষ্প ঢুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা;
স্বহস্তে অর্জ্জিনু যায় কতই আদরে!

নাশ আগে সেই সব বিহঙ্গমরাজি
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে—নয়ন-রঞ্জন!
প্রতিদিন পালিলা যে সব দুগ্ধদানে;
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর,

নাশ এই সখীগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম, আজীবনকাল
সম্প্রীতিতে পালিলা সদা,—সেবিলা প্রাণেশ,
প্রাণ, মন, দেহ, স্নেহ-রসে মিশাইয়া।

নাশ পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিতে
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি নাথ।
পাতিয়া দিলাম বক্ষঃ, স্থান এ হৃদয়ে
সে রক্ত-পিপাসু অসি,—রণে যাও বীর।”

বলি মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী,
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন,
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর ললাট,
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চলগতিতে।

নীরবে চাহিয়া পথ থাকি কতক্ষণ
কহিলা দানব-কন্যা চারু ইন্দুবালা—
“হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা হেন,
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ!”

হায় ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বল,
জীবের হৃদয়ার্ণবে কি অদ্ভুত খেলা?
মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে;
দানব-কুলের চারু কোমল নলিনী।

আকুল সরলা বালা ব্যথিত চঞ্চল,
থাকিতে নারিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,
স্নিগ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি
তরুচ্ছায়া ত্যজি গৃহে করিলা প্রবেশ।

পতিগত-প্রাণা সতী ভাবিলা তখন
করিবে শিবের পূজা—পতির মঙ্গল
কামনা করিয়ে চিত্তে; লভি সিদ্ধ বর
নিবারিবে চিত্তবেগ শান্তির সলিলে।

আজ্ঞা দিলা সখীগণে, পূজা-আয়োজন
করিতে বিধানমত, পবিত্র আগারে;
পরিলা সুপট্টবাস; স্নানে শুচি-তনু,
প্রবেশিলা পূজাগারে সাধ্বী শুদ্ধমতি,

সুবিল্ব, চন্দন, পুষ্পমাল্য, সুবসন
অর্পি শিবমূর্ত্তিপরে স্থির ভক্তি-সহ
ধ্যানে শিবমূর্ত্তি ভাবি জপি শিবনাম,
বর মাগিবার আশে উঠিলা সুন্দরী·

উঠিলা সবিল্বজল ঢালিতে মস্তকে;
খসিলা মঙ্গল-ঘট ভক্তির উল্লাসে।
হায় রে, বিমুখ যারে বিধাতা যখন,
কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হয় তার,

সহসা কাঁপিল হস্ত দানববালার,
কাঞ্চন-মঙ্গল-ঘট পড়িল খসিয়া
মহাদেবমূর্ত্তি পরে খণ্ড খণ্ড হয়ে,
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে।

অধীর হইলা দেখি ইন্দুবালা সতী,
দর দর দুনয়নে ঝরিল সলিল ;
শিহরিল শীর্ণ তনু ; 'হে শম্ভু' বলিয়া
ভূতলে পড়িলা বামা স্বামি-মুখ স্মরি।

সখীগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি
পূজা-গৃহ-বাহিরে লইলা ইন্দুবালা ;
রতি আসি নানামতে বুঝাইলা তায়,
সান্ত্বনা করিয়া কিছু করিলা সুস্থির।

চেতনা পাইয়া ঘন ফেলি দীর্ঘশ্বাস
কহে দৈত্যরাজবধূ দারুণ আক্ষেপে—
"হে শঙ্কর উমাপতি, দাসীর কপালে
এই কি আছিল শেষে ? রতি লো, আমার

পতি-আরাধনাভার এত কি মহেশে ?
কি দোষে দোষী লো দাসী প্রমথেশ-কাছে ?
পাব না কি রতি আর হৃদয়েশে মম ?
জানি না সে পাদপদ্ম বিনা ত্রিভুবনে

কহিলা মদন-পত্নী "হে দানববধূ,
ভাবিতে কি আছে কভু এ অশুভ কথা ?
বদনে এনো না, সতি, ইথে অকুশল—
প্রিয়জন-অকুশল অশুভ চিন্তায়,

নাহি কি ভাবিতে অন্য ? হৃদয়-বেদনা
জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে ?
সমদুঃখী পরাণীর যাতনা সকলি
ভুলিলে কি, চারুমতি ভুলিলে শচীরে ?

অমরায় ফিরে যবে আইলা তব প্রিয়
নৈমিষ-অরণ্য হ'তে শচীরে বান্ধিয়া,
হে ইন্দু-বদনা, তুমি কাঁদিলা কতই
শচী-দুঃখে কত দুঃখ করিলা তখন !

সে পুলোমকন্যা এবে নিভৃত মন্দিরে
নিরানন্দ দিবানিশি ! ভুলি দুঃখ তার,
বৃথা ভয়ে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি ?
আপন হৃদয়-ব্যথা এতই কি সতি ?"

রতি-বাক্যে ইন্দুবালা সলজ্জবদনা
স্মরি মনে পতি, স্মরি শচীকথা,
অধোমুখে ভাবিতে লাগিলা অশ্রুমুখ।
হিম-বিন্দুসিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন।

———

অষ্টাদশ সর্গ

কুল কুল ধ্বনি চলে মন্দাকিনী,
দেবকুল-প্রিয়, পবিত্র তটিনী ;
লতায়ে লুটিছে সুর-মনোহর
মন্দার দুকূলে—দুকূল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল-শোভায়।

যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে ;
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি
খেলিত যখন অমর অমরী
শীতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায়॥

যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ না ছিল দৈত্যের,
সুরবালা-কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত,
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে।

যখন পৌলোমী আখণ্ডল-ব..
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক
অমৃত-হ্রদের—বাক্য অমায়িক
দিত শচী-করে গরিমা-গুণে

সেই মন্দাকিনী-তীরে ম্রিয়মাণা,
মন্দির-অলিন্দে, শচী সুলোচনা।
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী,
রতি চারুবেশ, বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্যে অমরা-রাণী।

প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা
শচী-পদতলে, বসি কুতূহলা
হেরিছে শচীর বিমল বদন,
শুনিছে কৌতুকে—বালিকা যেমন—
ইন্দ্রাণীর মৃদু-মধুর বাণী।

কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্মলোক,
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক
প্রকাশে সেখানে; কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল,
সতত চঞ্চল কারণ-জলে।

কিবা অদভুত সে রেণু-সমুদ্র;
বীচিমালা তায় কি বিপুল, ক্ষুদ্র;
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে; কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে॥

কোথা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-ভুবন ;
ভকত-বৎসল কিবা জনার্দ্দন ;
কিবা সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার,
কতই অনন্ত দান কমলার ;
কিবা শ্রীপতির পালন-প্রথা।

দেখিতে কিরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ;
কি শোভা কৌস্তুভে—কেশব-ভূষণ ;
কমলা-লাবণ্যে কি চারুমাধুরী,
ক্ষীরোদ মধুর সে মাধুর্য্যে পূরি ;
কিবা সুধাময় রমার কথা ॥

কৈলাস-ভুবন কিরূপ ভৈরব ;
ভৈরব কিরূপ জটাধারী ভব ;
কিরূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়—
ত্রিলোক-ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়—
প্রলয়-বিষাণ কিবা সে ঘোর।

কিবা দয়াময়ী শঙ্কর-গৃহিণী,
ভবে শুভঙ্করী দুর্গতিহারিণী,
কি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর,
জীবদুঃখে উমা কতই কাতর,
ভক্তজন-স্নেহে সদাই ভোর ॥

আগে সে কিরূপে বাসবে তুষিতে
বিধি, হরি, হর, অমরপুরীতে
আসিতেন সুখে—আসিতেন উমা
রাগ-মাতা বাণী, পদ্মাসনা রমা
ইন্দ্রত্ব-উৎসব যে দিন স্বরে।

ঘুচাইতে ইন্দুবালা-মনোব্যথা,
শুনাইলা শচী সে অপূর্ব্ব কথা,
হরষে ত্রিদিব মাতিত যখন,
ধরি পঞ্চতাল নিজে পঞ্চানন
গায়িতেন যোগী গম্ভীরস্বরে ॥

গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া,
ছাড়ি যোগধ্যান ভাবেতে ডুবিয়া,
মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত ;
কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত,
আনন্দে অধীরা ভবেশ-জায়া।

শুনি গূঢ় তন্ত্র হরি-গান ভুলি,
ছাড়ি তুম্বযন্ত্র ঊর্দ্ধে বাহু তুলি,
পঞ্চতালে ঘন ঘাতি করতল,
নাচিত নারদ—হরষে বিহ্বল
আনন্দ-সলিলে ভিজায়ে কায়া ॥

শুনাইলা শচী দনুজবালায়—
ত্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায়
মনুষ্য-জীবনে সফল সাধন
সাধু, পুণ্যশীল প্রাণী যত জন—
আত্মসুখ-ভোগ কিবা সেথায়।

কহিলা ইন্দ্রাণী "শুন রে সবলে,
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে,
সুপবিত্র ঋষি আত্মা মোহকর
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর,
দিতিসুতগণ না জানে যায়॥"

শুনি ইন্দুমুখী ইন্দুবালা বলে
"হে অমর-রাণি, আমি সে সকলে
শুনাইলে যাহা মধুমাখা স্বরে,
পাব কি দেখিতে?—শুনিয়া অন্তরে
কত কুতূহল উথলে হায়।"

কাতরহৃদয়ে কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,
চারু ইন্দুবালা-চিবুক ধরিয়া,
মৃদুল নিশ্বাসে নাসিকা কম্পিত,
মৃদুল মধুর অধর স্ফুরিত,
বাষ্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায়;—

"রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে.
অনুগত জনে মনে আশা ক'রে,
না পাইল ফল তাহার নিকটে !
বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে
কি দিয়া এখন তুষি তোমায়

কহিলা সরলা সুশীলা দানবী,
(যেন নিরমল সরলতা-ছবি)
"ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলাষ—
চিরতরে তব কাছে করি বাস,
বচনে তোমার সুখেতে ভাসি !

চল, দেবি, চল আমার আলয়ে,
আমি নিত্য তোমা গন্ধ-পুষ্প লয়ে
করিব শুশ্রূষা ; হৃদয়ের সুখে
হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে
বীণা-বিনোদন বচন-রাশি ॥

কেন, ইন্দ্রপ্রিয়ে, এ কারা-মন্দিরে
দুঃখে কর বাস, আমি মহিষীরে
করি অনুনয়, রাখিব তোমারে
আপন আলয়ে,—অশেষ প্রকারে
করিব যতন তোমার লাগি ।

স্বামী গেলে রণে কাতর হৃদয়,
তোমা কাছে গেলে তবু স্নিগ্ধ হয়
এ দগ্ধ অন্তর—চল, সুরেশ্বরি
আমার আলয়ে ; হে সুর-সুন্দরি,
নিকটে তোমার ইহাই মাগি ॥"

শুনি ইন্দ্রজায়া বাক্যেতে মৃদুল,
"হায় রে সরলে তুই দৈত্যকুল
করিলি উজ্জ্বল" কহিলা বিস্ময়ে,
নেহারি সঘনে, ব্যথিত হৃদয়ে
তরুণীর আর্দ্র নয়নদ্বয় ।

হেনকালে রতি চকিত চঞ্চল,
(হরিণী যেমন কিরাতের দল
হেরিলে নিকটে) বলে,—"ইন্দ্রপ্রিয়া,
হের—দেখ—অই—চেড়ীদল নিয়া
ঐন্দ্রিলা আসিছে বাঘিনী প্রায়

ইন্দুবালা, হায়, লুকা কোন স্থানে,
এখনি দানবী বধিবে পরাণে;
না জানি ললাটে আমার(ই) কি ঘটে
মহেন্দ্র রমণি, এ ঘোর সঙ্কটে
কি করি, সত্বর কহ উপায় !"

ইন্দুবালা ভয়ে, কাতর-বচনে,
চাহি শচীমুখ কহে,—"কি কারণে
লুকাইব আমি ? কেন, সুরেশ্বরি,
বধিবে আমায় দৈত্যেশ-সুন্দরী ?
কোন্ দোষে আমি দোষী গো তাঁর ?"

উত্তর করিলা সুরেশ-রমণী
(তানপুরাতারে যেন তারধ্বনি)
"মীনকেতু-জায়া, কি হেতু এ ভয়,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয় ?
নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার ?

যাও, লো চপলে, যেখানে অনল, -
রণজয়ী সুর—কহিও সকল,
কৈও তাঁরে মম আশিস্ বচন,
সত্বর হেথা করি আগমন
করুন দনুজ-বালা উদ্ধার।

থাক, অইখানে থাক ইন্দুবালা,
কি ভব তোমার ? কপটীর ছলা
শিখ না কখন, মেখ না হৃদয়ে
পাপ-পঙ্ক হেন কোন(ও) প্রাণী ভয়ে,
কপট-আচারে অনন্ত জালা ;-

যাও কামবধূ, প্রাণে যদি ভয়,
লুকাইয়া থাক ; শচী রতি নয়,
দানবী-ঝঙ্কারে নহে সে অস্থির,
আছে সে সাহস এখন (ও) শচীর,
পারিবে রক্ষিতে এ চারুবালা।"

লুকাইল রতি। হেরে ইন্দ্রজায়া,
হেরে ইন্দুবালা (যেন প্রাণি ছায়া)
আসিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল,
কিরণে জ্বলিছে প্রহরণ-জাল,
ভানু মাখি যেন তরঙ্গ-থর।

চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী
মৃদু-গজগতি—যেন কাদম্বিনী
বিজলী পরিয়া করিছে নর্ত্তন—
জ্বলিছে কবচ ভীম-দরশন,
হাতে প্রভান্বিত শাণিত শর॥

চলেছে ত্রিজটা বিশাল-লোচনা,
সিন্দূরের ফোঁটা ভালে বিভীষণা,
ভীম ভল্ল হাতে—মদ-মত্ত করী
ধায় যেন রঙ্গে শুণ্ড উচ্চে ধরি—
দুলিছে ত্রিবেণী চলিছে বাধা।

প্রচণ্ডা কপালী চলে খড়্গ তুলি,
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি ;
চামুণ্ডা-করেতে অসি খরশাণ,
শ্যামলী-পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ,—
চলে মহা দম্ভে শতেক রামা ॥

চেড়ীদল সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে
ঐন্দ্রিলা সুন্দরী, লাবণ্য-তরঙ্গে
সুবর্ণ উজলি, ঝরে যেন অঙ্গে
বিদ্যুৎ-লহরী—নয়ন অপাঙ্গে
খেলে কালকূট গরল-শিখা ।

নিকটে আসিয়া চিত্ত চমকিত,
নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী-বদন ;
চারু দীপ্তিময় অতুল কিরণ
সুচিত্রে যেমন স্বপনে লিখা ॥

কোথা রে ঐন্দ্রিলে তোর বেশভূষা ?
অভূষিত তনু জিনি চারু উষা
ভাতিছে আপনি, প্রকাশিয়া বিভা
তনু-শোভাকর, মনের প্রতিভা
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে ।

হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন
হেরি দিনমণি, দানবী তখন
মলিন তেমনি শচীর উদয়ে,
ঈর্ষ্যা-বিষদাহ জ্বলিল হৃদয়ে
শচীরে নেহারি অধীর দুখে ॥

ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে চাহি ইন্দুবালা,
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জ্বালা
কহিলা—"দানবকুল-কলঙ্কিনি,
বধূ-বেশে তুই কালভুজঙ্গিনি,
বসিলি রিপুর চরণ-তলে ?

আমার কিঙ্করী,—তার পদতলে
স্থান নিলি তুই ? অম্বুর-মণ্ডলে
অশ্রাব্য করিলি ঐন্দ্রিলার নাম,
পূরাইলি হায়, শচী-মনস্কাম ?
কি কব হৃদয়ে গরল জ্বলে ॥

এখনি মুছায়ে এ কলঙ্ক-মসী,
ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি,
কি বলিব হায় পুত্র-অনুরোধ
না দিলা লইতে সেই প্রতিশোধ,
চেড়ী-হস্তে তোর বধিব প্রাণ।"

পরে ব্যঙ্গ-স্বরে বলিল—“ইন্দ্রাণি,
জানিতাম তুমি অমরার রাণী,
বালিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে ?
ইন্দ্রজাল শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে ?
হায়, এ ত্রিদিব অপূর্ব্ব স্থান ॥”

বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ
শচী-বক্ষঃস্থল করে নিরীক্ষণ ;
বন্ধন ছিঁড়িয়া ছুটিল কুন্তল,
যেন ফণা তুলি দোলে ফণিদল
সুন্দরী-রমণী-ক্রোধ কি কটু !

চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নির্দয়া,
বান্ধি আনি দিতে রুদ্রপীড়-জায়া,
বান্ধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গনা,—
ছুটিল কিঙ্করী করালবদনা
ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু ॥

হেনকালে রণবেশে বৈশ্বানর,
চপলার সনে আসিয়া সত্বর
বন্দিলা শচীরে ; জয়ন্ত কুমার,
করতলে অসি ধরি খরধার,
নমিলা আসিয়া জননী-পদে ।

পুত্রে কোলে করি শচী সুলোচনা,
বহ্নিরে তুষিলা, পীযূষ-তুলনা
বচনে মধুর ; চাহি ইন্দুবালা
অনলে কহিলা—"সত্বর এ বালা
লয়ে কোন স্থানে রাখ বিপদে ;

বধিতে উহারে দানব-মহিলা
দেখ দাড়াইয়া",—বলি সুধাইলা
চাহি পুত্রমুখ, কুশল সংবাদ,
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহ্লাদ
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে ।

ইন্দ্রজায়া-বাক্যে হয়ে অগ্রসর
ইন্দুবালা-পার্শ্বে উগ্র বৈশ্বানর
চলিলা তখনি, সতৃষ্ণ-নয়নে
হেরে দৈত্যবধূ শচীর বদনে,
কপোল বহিয়া সলিল ঝরে ॥

দেখি ইন্দুবালা-বদন মুকুল—
হায় রে যেমন নিদাঘের ফুল
নব তরুশিরে কিরণ-তাপিত—
পুরন্দর-জায়া শচী ব্যাকুলিত,
হৃদয়ের বেগ ধরিতে নারে ॥

ভাবিতে লাগিলা বৃদ্ধি আকিঞ্চন,
"কিরূপে একাকী করিবে গমন
চারু ইন্দুবালা? এ চারুলতায়
স্নেহনীরদানে কে পালিবে, হায়।
কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তার?"

অয়ি নিরুপমা সুরেশ-রমণী,
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মানসের মণি,
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা
কার চিত্তে শোভে, এ স্নেহ-মমতা
বিপক্ষবধূরে কে করে আর?

জয়ন্ত শচীরে করি অনুনয়
বুঝাইলা কত—ত্যজি সে আলয়
জুড়াতে সন্তপ্ত হৃদয়ের তাপ;
কহিলা "হা মাতঃ, এ দাসের পাপ
ঘুচাও আদেশ করিয়া দাসে,

নারিনু রক্ষিতে নৈমিষে তোমায়,
সে মনোবেদনা, জননি গো যায়
এ কারাবন্ধন ঘুচালে তোমার;
আজ্ঞা কর মাতঃ, দনুজ-বামার
দর্প চূর্ণ করি বাঁধিয়া পাশে।"

দনুজ-রাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা,
যথা বিস্ফারিত ধনুকের ছিলা
ছিলা এতক্ষণ ; সহসা তখন
সাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীষণ
চামুণ্ডার দীপ্ত খর কৃপাণে।

মনঃশিলাতলে শচী-তনু-ভাতি
শোভান্বিত যেথা চরণে আঘাতি
সঘনে তাহায়, দাঁড়াইল বামা
নিশুম্ভ-সমরে যেন দম্ভে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বনে।

হেরি ক্রোধে বহ্নি জ্বলিতে লাগিলা,
জয়ন্ত টঙ্কারে কোদণ্ডের ছিলা,
লজ্জিত আবার ভাবে দুই জনে
বামা-অঙ্গে শর হানিবে কেমনে,
কিরূপে দমন করে ভীমায়

আসি হেনকালে দাঁড়ায় সম্মুখে
বীরভদ্র বীর বোমশব্দ মুখে,
হাতে মহাশূল, শিরে বহ্নি জ্বলে,
শিব-আজ্ঞা শুনায় জয়ন্ত-অনলে,
সত্বরে দোঁহারে করে বিদায়॥

সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র-রমণীরে
শিবদূত চলে ; চলে ধীরে ধীরে
শচী সুলোচনা, জননীর স্নেহে,
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবালা-দেহে,
কনক-ভূধর সুমেরু যথা।

হাসিল ত্রিদিব, শচী পদতলে
ত্রিদিব-কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ছুটিয়া ছুটিয়া,
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিন সবে রাখিবে সেথা ॥

বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী
চাহি ঐন্দ্রিলারে "শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরুশিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে—
শত্রু-নিধন নিকট অতি।"

মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ,
শুনি শিবদূত-নির্ঘোষ কর্কশ
তেমতি ঐন্দ্রিলা—রহিল স্তম্ভিত
কে যেন চরণযুগলে জড়িত
করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি ॥

ঊনবিংশ সর্গ

গভীর ধরণীগর্ভ, গূঢ় তমোময়
নির্জ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্ম্মা-শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তথা
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ,

প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি কোটি কোটি যেন,
পড়িছে আঘাতি শর্ম্মী ; শিলাদি বিকট—
সহস্র বাসুকি-গর্জ্জ [illegible]
দগ্ধ ধাতু-স্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।
ধূম-বাষ্প-পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ
সপ্তদ্বীপ-শিল্পশালা একত্রিত যেন
হইলা গহ্বরে আসি, গাঢ়তর ধূম
ভস্মরাশি ; বাষ্পরাশি-দগ্ধ [illegible] স্তূপ

উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ঘ্রাণসহ,
প্রবেশিলা পুরন্দর সে কেন্দ্র-গহ্বরে
লইয়া দধীচি-অস্থি। উচ্চ-স্তম্ভপরে
দেখিলা জ্বলিছে ঊর্দ্ধে জিনি সূর্য্য-আভা,

তড়িৎ-পিণ্ডের শিখা, দীপের আকারে
উজলি ভূমধ্যদেশ। দেখিলা আলোকে—
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তরমালা
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,

বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহী-দেহ, নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তর নানা আভাময়
পশ্চিম-গগনপ্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।

কোনখানে ধূম্রবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহী-জঠরে, কোনখানে শোভে

শুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত আলোকে
আভাময়; রক্তবর্ণ তাম্রের স্তবক
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ-আকৃতি
রজত-সুবর্ণরাজি অন্য ধাতুসহ

নিরখিলা আখণ্ডল সে মহী-জঠরে,
শোভাকর—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজলী উজ্জ্বল আভা কাদম্বিনী-কোলে।

জ্বলিছে ভূমি অঙ্গারস্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি,
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত ভাব!

পীতবর্ণ হরিতাল-স্তূপ কোন স্থানে
থরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর ;
কোথাও পারদ-রাশি হ্রদের আকারে।
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায়।

অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্র যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী সারি সারি বদন প্রসারি
উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ!

মিশেছে যে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক
বিশাল লৌহের নল শতদিক্ হ'তে—
জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণী-জঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।

নলরাজি-অন্তমুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাঁতা ধাতু বিনির্গত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি—ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।

যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষোদেশ, বাহু লৌহবৎ
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময় ;
ঘর্ম্মাক্ত ললাট-ঘর্ম্ম মুছি বাম-করে।

ঘুরিতেছে একবার শিল্পশাল যুড়ি
সংযোজিত পরম্পরে অদ্ভুত কৌশলে,
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ,
শূর্ম্মী ঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গর,

ছুটিছে শূর্ম্মীর পৃষ্ঠে শত শত স্রোতে
বাহির হইছে নিত্য কত স্তম্ভরাজি
স্ফটিক-লাঞ্ছনা আভা—শোভে চারিদিকে,
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি

শব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে
ভেদিছে ভূধর-অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে
শত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে. বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে।

কখন বা সুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে
ধরা-অঙ্গে আগ্নেয় পর্ব্বত আচ্ছাদন,
শিল্পশাল-বহ্নি-ধূম বাষ্প নিবারিত,—
গর্জ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর

উগারিছে অগ্নিরাশি পাংশু ধাতু-ক্লেদ
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন ; শূন্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহ্নির শিখায় ;

শিলাপূর্ণ ধাতুস্রাব ভস্ম-বরিষণে
ভস্মীভূত কত দেশ অবনীপৃষ্ঠেতে,

শত শত নগরী নিমগ্ন বেণুস্তরে
গঠে শিল্পী কত সেতু কত অট্টালিকা,
প্রাচীর, দেউল, দুর্গপ্রকরণ কত,
সুতৈজস অস্ত্র, বর্ম্ম দেখিতে অদ্ভুত।

নিরখি চলিলা ইন্দ্র, সত্বর আসিয়া
দাঁড়াইলা শিল্পী-পাশে। বিশ্বকর্ম্মা হেরি
দেবেন্দ্র বাসবে হেথা ক্ষান্ত দিলা শ্রমে।

মুছি ঘর্ম্ম আসি কাছে হইয়া প্রণত
কহে সুরশিল্পিরাজ,—"কি ভাগ্য আমার,
আমার এ ধূম্রশালে দেবেন্দ্র আপনি ?
সফল আয়াস মম এত দিনে দেব!"

এতেক কহিয়া শচীনাথে আগে আগে
দেখায়ে চলিলা পথ, খুলিয়া অপূর্ব্ব
অন্যের অদৃশ্য দ্বার রত্ন-গিরিদেহে,
প্রবেশিলা ইন্দ্রসহ সুরম্য আলয়ে।

রজতনির্ম্মিত গৃহ কারুকার্য্য চারু,
গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি ধাতু,

মুহূর্ত্ত-ভিতরে তায় শলাকা বৃহৎ,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর তার ধাতু-পত্র নানা
গঠিত আপনা হ'তে গঠিত নিমেষে
কত মূর্ত্তি—সুকলানি গঠন সুন্দর।

শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থানে সেথা
বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি চারু অবয়ব,
প্রাচীর-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে,
খচিত কাঞ্চন, মণি, হীরক, প্রবাল,

চারি ধারে স্তম্ভরাজি, চারু শোভাময়,
চারু মূর্ত্তি চারিদিকে সুন্দর ঝলসি
কমনীয় বামাতনু, পুরুষ সুঠাম,
নিরুপম-হেম-মণি-রজতনির্ম্মিত
চলিতেছে, রসিতেছে, নর্ত্তন-বাদনে
রত সদা; সচেতন যেন বা সকলি।

কত রঙ্গে কত দিকে বাজিছে বাজনা
ললিত মধুর স্বরে। কত অদ্ভুত
রহস্য বিস্ময়কর সে হর্ম্ম্য-ভিতরে;
কে বর্ণিতে পারে হায়, দেব-শিল্পখেলা!

মণ্ডিত হীরকখণ্ড সুবর্ণ-আসনে
বসাইলা আখণ্ডলে—পার্শ্বে দাঁড়াইলা

শিল্পগুরু ; সুধাইলা কি হেতু দেবেন্দ্র
সে গহ্বরে ? কি মহৎ কার্য্য হেন তাঁর
সুরেন্দ্র আপনি যাহা আসেন সাধিতে,
উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞা সুসিদ্ধ যাঁহার ?

"হে বিশাই, দেবশিল্পি, শিল্পি-কুলেশ্বর
সুনিপুণ !" কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি,—
"কোথা স্বর্গ ? কোথা বসি স্মরিব তোমায় ?
বৃত্রাসুর পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে

সুরপুরী । উদ্ধারিতে তায় শিবাদেশে
এ ধরণী-গর্ভে গতি মম ; না মরিবে
দনুজ-ঈশ্বর অন্য শরে, বজ্রবাণ
হে কৌশলি, করহ নির্ম্মাণ ত্বরা করি ;

এই অস্থি মহর্ষি দধীচি দিলা যাহা
দেবের মঙ্গলে তনু ত্যজি আপনার ।
লহ বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ,
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে,

সংহারত্রিশূলতুল্য তেজ সে আয়ুধে,
প্রলয়-বিষাণ শব্দে হুঙ্কারিবে সদা ;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত ।'

শুনি দুঃখে দেবশিল্পী কহিলা—"সুরেশ,
ত্রিদিব উদ্ধার নহে আজও! হেব, দেখ,
সাজাইতে সে সুবর্ণময়ী অমরায়
করিলা কতই যত্ন কতই গঠিনু

সুভূষণ। এখনও দনুজ দগ্ধ করে
সে নগরী? এত শ্রম বিফল আমাব?
পালিব আদেশ তব, সুরকুলপতি,
ক্ষমা কর ক্ষণকাল।" বলিয়া প্রাচীরে

বসাইলা অতি ক্ষুদ্র রজত কুঞ্চিকা,
অমনি সুহেম-ঘট পূর্ণ হিমজলে,
স্বর্ণ-থালে সুরস অমরখাদ্য আহা!
কে পারে বর্ণিতে কোথা আম্র সুধাফল

ক্ষিতিতলে! রাখিলা বাসব-সন্নিধানে;
কহিলা বিশাই—"তব অভ্যর্থনা, দেব,
কি আতিথ্য সম্ভবে আমায়? দীন আমি,
ভোগবতী-বারি এই—স্বাদু সুশীতল।"

সম্প্রীত আতিথ্যে স্বরীশ্বর শচীনাথ
কহিলেন,—"হে শিল্পেশ্বর বিশ্বকৃৎ,
সঙ্কল্প করেছি আমি না ছুঁইব কিছু
পেয় ভোজ্য ত্রিজগতে, ত্রিদিব উদ্ধার

না হইলে,—নহিলে এখনি সুখে আমি
পূরাতাম অভিলাষ তব ; পূর্ণপ্রীতি
আতিথ্যে তোমার।” শুনি আখণ্ডল-ব্রত
অস্থি লয়ে কর্ম্মশালে ফিরিলা সত্বর
শিল্পিরাজ, পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে।

দিলা ঘুরাইয়া চক্র,—স্বান্ স্বান্ ডাকি
পড়িতে লাগিল জাঁতা, প্রবেশিল বায়ু
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্রে খরতর তেজে
যন্ত্রগর্ভ শিখাময় ; মুহূর্ত্ত-ভিতরে

অষ্ট জ্বালাযন্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ
বসাইলা সুরশিল্পী ভীম ভুজবলে ;
দিলা অষ্টধাতু তায় লোহাদি কাঞ্চন ;
দাঁড়াইলা শূর্ম্মী-পাশে সাপটি মুদ্গার।

ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে
অষ্টধারে একেবারে—দৃশ্য ভয়ঙ্কর ;
ঘন ঘন মুদ্গরের প্রচণ্ড আঘাত
পড়িতে লাগিল তায় বধিরি শ্রবণ।

এইরূপে ধাতুস্রাব একত্র মিশাযে,
করি ভীম পিণ্ডাকৃতি শিল্পিকুলরাজ
নিষ্কাশিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি
গলিত না হয় তাহা অত্যুষ্ণ অনলে
সে ধাতু, দধীচি-অস্থি এক পাত্রে রাখি

উত্তাপিলা বিশ্বকর্ম্মা তুরন্ত উত্তাপে
ধরি তড়িত্তাপ-যন্ত্র, দুই কেন্দ্রে ছাড়ি
ছুটিল বিদ্যুৎস্রোত বিপুল তরঙ্গে
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর।

কাঁপিতে লাগিল ধরা ঘন ভূকম্পনে,
মাটিতে ছুটিল ঢেউ, উন্নত ভূধর
ডুবিয়া হইল হ্রদ ধরণী-অঙ্গেতে,—
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমিষে

অষ্টধাতু-পিণ্ডসহ সে পিণ্ড মিশায়ে
মহাশিল্পী আরম্ভিলা বজ্রের গঠন,
প্রকাশি কৌশলে যত নিপুণতা তাঁর।

সুবিশাল দণ্ডাকৃতি গঠিলা প্রথমে,
পরে মধ্যগত স্থূলকোণে বাঁকাইয়া
টিপিয়া গঠিলা ফলা অপূর্ব্ব-মূরতি,

দুই মুখ দ্বিবিধ আকৃতি বিভীষণ
পশাইলা অস্ত্র-অঙ্গে ভীম যন্ত্রযোগে
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিদ্যুৎ-অনল
জ্বলিতে লাগিল পৃষ্ঠে ফলা ভুজদ্বয়ে।

গঠিলা হরিচন্দন-ত্বকে করত্রাণ
নহে দগ্ধ যে পাদপ তড়িৎ-উত্তাপে ;
অগ্নিকোষ গঠিলা তাহাতে মনোহর।

বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর
যন্ত্রযোগে দেবশিল্পী সহর্ষ অন্তরে,
আঁকিয়া অস্ত্রের দেহে, মূর্ত্তি নানাবিধ
(চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, সাগর, সুমেরু)
অনল-রেখায় দীপ্ত—জ্বলিতে লাগিল !

আঁকিলা অমরোৎসব এক ফলাদেহে,
পারিজাত-মালা পরি অমর অঙ্গনা
রত নৃত্য-গীত-বাদ্যে, দেবতামণ্ডলী
দেখিছে সহর্ষচিত্ত দাঁড়ায়ে অন্তরে।

আঁকিলা অন্য ফলকে, কৃতান্ত-নগরী ;
ভীষণ নরককুণ্ড, পার্শ্বে যমদূত
দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আঘাতিছে
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে ; আঁকিলা কোথাও

কুম্ভীপাক ঘোর হ্রদ ; কোথাও ভীষণ
উচ্ছ্বাস, নরককুণ্ডে প্রাণি-কলরব ;
বহিছে রুধির-হ্রদে তরঙ্গ কোথাও
কোথাও শীতোষ্ণ কুণ্ডে কাঁপিছে পাতকী ।

সপ্ত দিবা-নিশাভাগে ব্যাপিত এরূপে
শিল্পশালে দেবশিল্পী—অষ্টম দিবসে
পূর্ণ অবয়ব বজ্র-সৃষ্টি সমাধিলা।

অস্ত্র গড়ি বিশ্বকর্ম্মা সহাস্য-বদনে
কহিলা সুরেশে চাহি, "নিক্ষেপের গুপ্ত
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান।

মধ্যভাগে এইরূপে দৃষ্টি আকর্ষিয়া
করত্রাণে ঢাকি কর ঘুরায়ে ঘুরায়ে
ছাড়িতে হইবে দ্রুত, তখনি দম্ভোলি
(রিপু-দম্ভবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম)
শত্রু নাশি ক্ষণকালে ফিরিবে নিকটে।

হেনকালে অকস্মাৎ তিন দিক্ হ'তে
দীপ্ত করি শিল্পশালা তিন মহাতেজঃ
লোহিত শ্যামল শ্বেতবরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র-অঙ্গে প্রবেশিলা।

প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি
স্মরি বিধি, বিষ্ণু, হরে, তখনি গম্ভীব
গরজিলা ভীমনাদে দম্ভোলি ভীষণ।

দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র এবে গুরুভার
ছাড়ি দিলা অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন
কাঁপিল ধরণী-কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে।

মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে, বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা ;—

"না নিক্ষেপ অস্ত্র দেব এ মর-আলয়ে,
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী,
বহু পরিশ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয়
এ সকল ; হবে ভস্ম বজ্রের নিক্ষেপে।"

নিরস্ত বিশাই-বাক্যে, দেবকুলপতি
স্বরীশ্বর, আশীর্ব্বাদ করিলা তাহারে
আনন্দ অন্তরে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র-গুহা
বজ্র লয়ে শূন্যপথে আরোহিলা পুনঃ।

বিংশ সর্গ

বাজিল দুন্দুভি রণ-নাদে
অসুর অমর উন্মত্ত সে নাদে ;
ছাড়ে সিংহনাদ ছাড়ে হুহুঙ্কার,
চলে দৈত্যসেনা-দল অনিবার,
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ-কাছে।

ঘনস্তর যথা গগনমণ্ডলে
বায়ুমুখে গর্জ্জি মহাবেগে চলে,
চলে দৈত্যসেনা যোজন বিস্তার ;
দুই পক্ষে দুই বাহিনী প্রসাব,
মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল।

সুসজ্জ সবমসাজে বীববব
চলে রুদ্রপীড়, মহা ধনুর্ধর,
চলে ভীম ধনু সঘনে টঙ্কাবি ;
দুই পক্ষ নেতা, দুই অমবাবি—
কালভদ্র-বীব সুন্দনাসুর।

চলেছে বাহিনী অগ্রবর্ত্তী সেনা
অস্ত্রমুখে ঘন অনলেব ফেনা,
হতেছে নির্গত ঝলকে ঝলকে,
বহ্নি তাল তাল পলকে পলকে
ছুটিছে নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র প্রায়।

হেরি দেবদল ভাঙ্গি দুই দলে
জয়ন্ত অনল আদেশেতে চলে।
ঘন ধনুর্ঘোষ ঘোর সিংহনাদ,
দেবতনু দীপ্ত কিরণেব বাঁধ
তিমিব-তরঙ্গে যেন ভেটিছে।

অগ্নি অগ্নিময় চাপ ধরি করে,
দৈত্যসেনাপরে শরবৃষ্টি করে ;
বহ্নি-বৃষ্টি দেখিতে ভীষণ,
জয়ন্ত-কার্ম্মুকে বাণ বরিষণ
যেন বা করকা মেঘে ঝরিছে।

ক্রমে অগ্রসর দুই মহাবল,
মহাশব্দে যেন ধায় জলদল,
বরুণ যখন আপনি সারথি,
মহাসিন্ধু-বারি শতচক্রে মথি,
শতচক্র-রথ চালান বেগে।

মিলিল দুদল,—দুই মহানদ
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়া উন্মাদ,
ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটে কোলাহলি দুই নদ-অঙ্গে
দু'নদ বিস্তার সমূহ জুড়ি।

শিঞ্জির-নির্ঘোষ ঘন ঘন ঘন,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ ;
সেনার গর্জ্জন, তূরী-শঙ্খ-নাদ,
রথচক্রধ্বনি, অশ্ব-হ্রেষা-নাদ ;
বিপুল তুমুল সমর-স্রোতে

ধূলি-ধূমজালে গগন আচ্ছন্ন
রথচক্র অশ্ব-ক্ষুরেতে উৎসন্ন
অমরা নগরী, ঘোর অন্ধকার
দৃষ্টি নাহি চলে দীপ্ত অস্ত্রধার
চমকে চমকে নয়ন ধাঁধে।

ছোটে রুদ্রপীড-রথ ভয়ঙ্কর,
ভীমরুদ্রমূর্ত্তি ভীম ধ্বজে যার—
ছোটে জয়ন্তের অরুণ স্যন্দন,
ছোটে বহ্নিরথ ঘোরদরশন
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন পথ।

কালভদ্র কৃষ্ণ-তুরঙ্গ-উপরে
মহাগর্ব্ব ক'রে ফিরিছে সমরে ;
সুন্দন অসুর ভীষণ করাল ;
ঘোর গদা হাতে জিনি তরু শাল,
ফিরিছে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ।

পড়ে সৈন্য সংখ্যা অগণন,
শস্যস্তম্ভরাশি অঘ্রাণে যেমন
কৃষকের অস্ত্র-আঘাতে লুটিয়া
পড়ে শস্যক্ষেত্রে ভূতল ছাইয়া
খেলাইয়া ঢেউ ধরণী-অঙ্গে ;

শালবনে কিংবা যথা পত্রকুল,
উড়িয়া পবনে উত্তাপে আকুল,
নিদাঘ-আরম্ভে পড়ে রাশি রাশি
নীরস, পিঙ্গল বরণ প্রকাশি
যোজন-বিস্তার অরণ্য ঢাকি।

পড়ে দেবসেনা থরে থরে থরে—
পুষ্পরাশি যেন রণস্থল'পরে
কিংবা বহ্নিগর্ভ বাজি শূন্যে উঠি
পুষ্পপথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি
ছড়ায়ে সহস্র কিরণকণা ;

ভীষণ সমর-হুতাশন জ্বলে
অমরা-ভিতরে স্থলে স্থলে স্থলে
যোঝে দলে দলে দেবতা অসুর ;
রণতেজে ঘন কাঁপে সুরপুর,
ঘোর আড়ম্বর, বীর-আরাব।

সুমেরু-শিখরে চপলা চাহিয়া
দেখাইছে শচী অঙ্গুলী তুলিয়া
"হের লো চপলে কিবা ভয়ঙ্কর
রণ অইখানে—কি ঘোর ঘর্ঘর—
একাদশ রুদ্র যুঝে ওখানে ;

ভৈরব-বিক্রমে যুঝিছে দানব,
মহাগর্ব্ব ধরি—মুখে ভীমরব—
হানিছে চৌদিকে, পড়িছে অমর,
কোন বীর, রতি, অই খড়্গাধর,
ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে যেন?

সর্ব্ব-অঙ্গে ঝরে রুধির-প্রবাহ,
সর্ব্ব-অঙ্গে জ্বলে প্রহরণ-দাহ,
তবু যুঝে একা একাদশ সনে
মত্তহস্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে—
অমর-বাহিনী দেখে পলায়।"

চারু ইন্দুবালা সবলা সুন্দরী
সুধিলা—"ইন্দ্রাণি বল গো কি করি,
এ ঘোর আঁধার-শর-ধূমময়
শূন্যপথে দৃষ্টি কিরূপেতে হয়,
কিরূপে দেখিতে পাও বা দূরে?

আমি ত কিছুই নারি নিরখিতে,
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে
হেরি অস্ত্রজ্বালা, শুনি কোলাহল
বহুদূরে যেন চলে সিন্ধুজল
উথলি হিল্লোলে অনন্ত পথে॥"

শচী বুঝাইলা দানববালায়
দেবচক্ষু বিনা দেখিতে না পায়
ধূমাচ্ছন্ন দেশে, কিবা তমসায়,
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতায়,
দানব-মানব-নয়ন স্থূল।

কহিছে শচীরে মদনের প্রিয়া
কালভদ্র-দৈত্য-বীর্য্য বাখানিয়া,
হেনকালে রৌদ্র অজ-রুদ্রশর
দ্বিখণ্ড করিয়া খড়্গ খরতর
বিন্ধে কক্ষদেশে আঘাতি তায়;

অস্থির ব্যথায় পড়িল অসুর,—
একাদশ রথচক্র-অশ্বক্ষুর
ক্ষুব্ধ করি স্বর্গ তখনি ছুটিল,
খেদায়ে দনুজ-বাহিনী চলিল,
কালভদ্রে বধি শাণিত শরে;

হেরি রুদ্রপীড় ভগ্ন নিজ দল
চালাইলা রথ—অমরা চঞ্চল,
মহাঘোর শব্দে কোদণ্ডে টঙ্কার,
বাণে বাণে যেন সাজাইল হার
ভুজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে।

স্যন্দনে কহিয়া পশ্চাতে থাকিতে,
চলিল বিশিখ ছাড়িতে ছাড়িতে,
রুদ্রগণে গিয়া অগ্রে আগুলিলা
মুহুর্ম্মুহুঃ গুণে বাণ বসাইলা—
যেন লক্ষ শর একত্র ছাড়ে!

কাটিয়া নিমিষে রথের ধ্বজিনী,
রথচক্র, নেমি, অশ্বের বন্ধনী,
একাদশ রুদ্র নিমেষে নীরব,
ফিরিতে স্যন্দন নিবারিলা পথ,
পড়ে রুদ্রগণ ঘোর বিপদে;

মুখে বাণবৃষ্টি, বাণবৃষ্টি পিঠে,
শূন্য অন্ধকার, নাহি চলে দিঠে,
বহে শতধারে অমর-শোণিত,
অপূর্ব্ব সুগন্ধি সৌরভ-পূরিত,
অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর।

জয়ন্ত কহিলা "হের বৈশ্বানর,
বৃত্রসুত-শরে দেহ জরজর,
রুদ্র একাদশ—পশ্চাতে স্যন্দন—
না পারে দানবে করিতে দমন,
অস্থিরশরীর অসুর-তেজে।"

শুনি অগ্নি বেগে চালাইলা রথ,
চক্রের ঘর্ষণে অগ্নিময় পথ,
সর্ব্ব অঙ্গে দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
নলবনে যেন দাবাগ্নি পশিল,
তেমতি ক্রোধিত অনল-বেশ.

চারিদিকে দৈত্যসেনা পড়ে ঝরি
চোখো চোখো শরে, সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী—
আঘাতে যেমন পড়ে নলবন,
দনুজ-চমূতে অনল তেমন
করিছে নিধন দনুজ-রাশি ;

দেখিতে দেখিতে ভীম হুতাশন
দৈত্য-চমূ দমি নিবারি স্যন্দন,
দাঁড়াইলা গিয়া রুদ্রগণ-আগে,
কালাগ্নির তেজে ; ভয়ঙ্কর রাগে
বহ্নি রুদ্রপীড়ে তুমুল রণ !

কহিলা হুঙ্কারি দনুজকুমার—
বৈশ্বানর, শিক্ষা দেখিব এবার,
বুঝিবে এবার বৃত্রের তনয়
সমরে না জানে জীবনের ভয়,
এ ভুজদণ্ডের সামর্থ্য কত ।"

বলি শরে শরে কৈলা অন্ধকার,
ছাড়িতে লাগিলা বিকট হুঙ্কার ;
কোদণ্ড টঙ্কার নিমিষে নিমিষে
বাণের গর্জ্জন স্তব্ধ করি দিশে
বধির করিল শ্রবণমূল

অনল তৎপর সে আশুগজাল
এড়াইয়া, রথ রাখি ক্ষণকাল,
শর-লক্ষ্য-স্থান অন্তরে আসিয়া,
আবার ঘর্ঘর নির্ঘোষে ঘুরিয়া
বিজলী-গতিতে অতি নিকটে,

ফিরিলা নিমিষে ক্রোধে হুতাশন,
না করিতে লক্ষ্য দনুজ-নন্দন,
দীপ্ত অসি ধরি, লম্ফে ছাড়ি রথ,
রুদ্রপীড়-রথে অশ্বে জ্বালাবৎ
হানি দীপ্ত অসি করিল নাশ ;

শতখণ্ড করি ফেলিল শতাঙ্গ—
নেমি, নাভি, ধুর, ধ্বজ, রথ-অঙ্গ,
ভীম অসি-ঘাতে—বিনাশিয়া সূত,
উঠি ভগ্ন-রথে লম্ফ দিয়া দ্রুত
রুদ্রপীড়-ধনু দ্বিখণ্ড করি ;

হানিবারে যায় বক্ষস্থলে তার,
মহা জ্যোতির্ম্ময় তীব্র তরবার,
হেনকালে দৈত্যসুত সুচতুর
ছাড়ি নিজরথ রথেতে শক্রর
উঠিল বেগেতে প্রলম্ফ ছাড়ি।

পদাঘাতে সূতে ফেলিয়া অন্তরে,
নিজে রশ্মি ধরি ঘোর বেগভরে
চালাইলা রথ, কিছু দূরে গিয়া
রাখিলা স্যন্দন চরণে চাপিয়া
ধরিয়া অশ্বের রশ্মি ডোর;

নিলা অনলের ধনুর্ব্বাণ তূণ,
কার্ম্মুকে বসায়ে দিব্য নব গুণ,
গর্জ্জিতে লাগিলা ভুজঙ্গের প্রায়
লক্ষ লক্ষ শর অনলের গায়
ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষণে নিমিষে ফেলি

"সাধু রুদ্রপীড়—ধন্য মহাবল"
ছাড়িল হুঙ্কার দানবের দল;
শরেতে অস্থির শূর বৈশ্বানর,
ভগ্নরথ'পরে ক্রোধে থর থর
না পারি রোধিতে অরাতি-বাণ

ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে
জয়ন্ত সুরথী পল না পড়িতে
ছুটাইল রথ কুবের দুর্ব্বার,
ছুটাইল রথ অশ্বিনীকুমার,
অনল-সহায়ে বিজলী-বেগে।

হেনকালে বৃত্রাসুর সুনিপুণ
মহাধনুর্দ্ধর কর্ণে টানি গুণ,
হানে ভয়ঙ্কর সুশাণিত বাণ,
হুতাশন-কণ্ঠ করিয়া সন্ধান
বিন্ধিল সে শর করিয়া লক্ষ্য

জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
ঘেরি বহ্নিরে কাছে আসি তাঁর,
বিশিখ জ্বলনে অস্থির অনল
কহিলা—"বীরেশ ঐন্দ্রি মহাবল,
দেও তব রথ জানাই দৈত্যে—

বহ্নির কি তেজ।" প্রবোধিলা সবে
"এস মহাভাগ ক্ষণ শান্তি ল'ভে;
এ যাতনা তব হ'লে কিছু দূর
রণে এস পুনঃ; বৃত্রাসুর ক্রূর
যুঝিলা অমরা রোধিবে রণে।"

বলি-ইন্দ্রাত্মজ রথে বৈশ্বানরে
তুলিলা সবলে; রাখিয়া অন্তরে
সমরে ফিরিলা—জয়ন্ত সুধীর
কুবেরের রথে দুই মহাবীর
অশ্বিনীকুমার অশ্বেতে চলে।

দনুজনন্দন বহ্নিরে বিমুখি—
মহাদর্পে ছাড়ে—অন্তরেতে সুখী—
তীব্র শরজাল দেবসেনা'পরে;
মুহূর্তে মুহূর্তে বিঁধিছে সে শরে
অমরবাহিনী, দহি যতনে।

জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
রুদ্রপীড়-রথ ঘেরিল আবার;
আবার বাড়িল সমর তুমল
ভীম অস্ত্রাঘাতে ক্ষুব্ধ সৈন্যকুল,
শরে হুলস্থুল সমরস্থল।

বেগে লম্ফ দিয়া কুবের তখন
গদা ঘুরাইয়া করিল গমন,
উড়াইয়া শরে শুষ্ক পত্রাকারে
ঘূর্ণবায়ুগতি গদার প্রহারে,
পদভরে ঘন কাঁপে ত্রিদিব

সমর কুশল অসুরকুমার
ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
দাঁড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি,
কুবেরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি
বেগে ছাড়ি দিলা বিপুল তেজে

বিন্ধিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে,
দারুণ প্রহারে শ্বাস নাহি চলে,
পড়িল ধনেশ হযে হতচিত,
জয়ন্ত-স্যন্দন ছুটিল ত্বরিত,
ধনেশেরে ঐন্দ্রি তুলিলা রথে।

শিঞ্জিনী টানিযা আকর্ষিযা বাণ,
দনুজনন্দনে করিয়া সন্ধান ;—
শচী নিরখিয়া আতঙ্কে উতলা,
কহে ভীতস্বরে "হের লো চপলা,
যাও শীঘ্রগতি নিবার সুতে

না প্রবেশে রণে রুদ্রপীড়-সনে ;
মহাধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দনে
নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ,
যার হাতে হারে দেব হুতাশন,
তার সনে একা যুঝিতে ধায়।

নিবার নিবার নিবার চপলে,
যাও দ্রুতগতি যাও রনস্থলে,
বাজিল হৃদয়ে শেলসম ব্যথা,
পড়ে যদি পুত্র পড়েছিল যথা
নৈমিষ-অরণ্যে দানবাঘাতে।"

চপলা চলিল সুচপল-গতি
দেবদূত-বেশে যথা দেবরথী।
কহে ইন্দুবালা "হায়, ইন্দ্রপ্রিয়া,
তব বাক্যে, সতি, কাঁদে মম হিয়া,
কেন প্রাণনাথ হেন নিদয়?

কহ চপলারে আনিতে এখানে,
ঘুচাতে এ ভয় তোমার পরাণে,
পুত্র আনি কাছে পুরন্দরজায়া,
বুঝিবারে পারি তব চিত্তমায়া,
আমার(ই) হৃদয়-বেদনা-বেগে।

হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমায়,
ব্যথা দেও কেন অন্যে পুনরায়।"
বলি অশ্রুজলে বক্ষঃ ভিজাইলা,
দেবদূত-বেশে এখানে চপলা
দেব-কুমারে সম্ভাষি কয়—

"রণে ক্ষান্ত হও সুরেশ-নন্দন,
সহিতে নারিবে ভীম প্রহরণ
রুদ্রপীড়-হাতে, জননী আদেশ,
একাকী সমরে করো না প্রবেশ,
বিঁধো না তাঁহার হৃদয়ে শেল।

একাকী যে বীর নিবারে সমরে,
একাদশ রুদ্র যক্ষ বৈশ্বানরে,
তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে ?
লও অন্যস্থানে এ রথ ত্বরিতে ;
কুবের অনলে সুস্থ কর।"

বলিয়া তখনি হৈল অদর্শন,
শুনি দূতমুখে জননী-বচন,
জয়ন্ত দুঃখেতে ফিরাইলা রথ
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ—ধরি অন্য পথ
কুবেরে লইয়া অনল-পাশে।

জয়ন্তে বিমুখ দেখি বৃত্রসুত,
ঘোর সিংহনাদে—শিক্ষা অদভুত,
অযুত অযুত শর নিক্ষেপিলা,
দেবচমূ ঘাতি রথে তুলি নিলা
আপন সারথি, নিষঙ্গ, ধনু।

মথিতে লাগিলা সুরসেনাদল—
বাড়বাগ্নি যেন দহি রসাতল
জলজন্তুকুল আকুল করিয়া
ভ্রমে সিন্ধুগর্ভে ছুটিয়া ছুটিয়া
দুরন্ত প্রচণ্ড ভীষণ দাপে—

অদূরে দেখিলা অশ্বিনীকুমার
যুঝিছে অবাধে বিক্রমে দুর্ব্বার,
দিব্য অশ্বোপরে দেব দুই জন
হানিছে কৃপাণ সুতীক্ষ্ণ ভীষণ
লণ্ডভণ্ড করি দনুজদল।

তখনি দৈত্যেশ-সুত মহাবলী
আদেশে সারথি সুরাসুরে দলি
চালাইলা রথ ঘর্ঘর নিনাদে
বেগে সেই দিকে,—রুদ্রপীড় সাধে
ধরিলা কার্ম্মুক টঙ্কারি গুণ।

চক্ষের পলকে লক্ষ্য করি স্থির,
দুই তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিলা বীর,
নিক্ষেপিলা পুনঃ আর দুই শর,
নিমেষ না ফেলি কাঁপে থর থর
পড়ে দেব-অশ্ব আরোহী সহ।

ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে দৈত্যবল,
ভঙ্গ দিল রণে অমরের বল ;
পশ্চাতে চলিল দানবের সেনা
(বন্যা যেন চলে বুকে করি ফেনা)
দনুজনন্দন, সুনন্দ বীর

ধায় রণমত্ত কেশরী যেমন
ছাড়ি সিংহনাদ ভীষণ গর্জ্জন ;
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিনী
প্রাচীর-বাহিরে তাড়িত তখনি,
লতা পত্র যথা ঝটিকা-মুখে ।

দেবব্যূহ ভেদ করি মত্তগতি
চলে দৈত্য-সেনা চলে দৈত্য রথী ;
রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল,
যথা চলে বেগে তটিনী-সলিল
তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙ্গিলে কূল ।

শচী সুমেরুর শিখর-উপরে
হেরে সেনাভঙ্গ, কাতর অন্তরে ;
রুদ্রপীড়-বীর্য্য হেরে চমকিত
চাহে দৈত্যবধূ-বদনে ত্বরিত
বুঝিতে তাহার হৃদয়ভাব ।

তেমতি বিমর্ষভাবেতে সরলা
দেখিলা ভাবিছে—তেমতি উতলা,
কহিলা ইন্দ্রাণী "এ কি দেখি ভাব,
চারু ইন্দুবালা, পতির প্রভাব
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ।

আমার তনয় হইলে এখনি,
ভাবিতাম ওরে জগতের মণি,
কি বীর্য্য সাহস কি শিক্ষা-কৌশল।
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শক্র বটে. ধন্য বীর বাখানি!"

ইন্দুবালা অশ্রু ফেলি দরদর
কহে "সুরেশ্বরি, কাঁদিছে অন্তর,
নাহি চাহি আমি প্রভাব প্রতাপ,
পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ,
ইন্দ্রপ্রিয়া, হায়, অভয় দেহ—

না দিব ঘটিতে কোন অমঙ্গল
প্রিয়ের আমার—হে শচি, সম্বল
একমাত্র অই এই দুঃখিনীর!
আমার (ই) অদৃষ্ট-দোষে হেন বীর,
না জানি কপালে কি আছে শেষে।"

কহে ইন্দ্রজায়া "ললাট-লিখন
অরে ইন্দুবালা, কে করে খণ্ডন?
চিন্তা নাহি কর কি আশঙ্কা তব?
ইন্দ্র নাহি হেথা, সাধিব, তব ধব
বাসব-অভাবে অমর হেন!"

হেথা রুদ্রপীড় গর্জ্জিছে ভীষণ,
সমর-প্রাঙ্গণে দেবরথিগণ
দূর হ'তে তায় কৈলা দরশন:—
কার্ত্তিকেয় সূর্য্য বরুণ পবন,
দেখিলা অগ্নির শতাঙ্গ ধ্বজ।

বুঝিলা তখনই পূর্ব্বদ্বারে রণ
হইলা কিরূপ: জয়ন্ত তখন
অশ্বিনীকুমারে কুবেরে অনলে
সংহতি লইয়া আইলা সে স্থলে
বিবরিলা রণবারতা যত

সুররথিগণ শুনি চিন্তাকুল—
বৃত্র, বৃত্রসুত করিলা আকুল
অমর-সেনানী; কিরূপে উদ্ধার
সে দোঁহার হাতে হইবে আবার,
পিতাপুত্রে দোঁহে অজেয় রণে।

কহিলা ভাস্কর—"শুন দেবগণ,
বিনা ইন্দ্র যদি সমরে নিধন
না হবে ইহারা—কি হেতু হে তবে
এ দারুণ ক্লেশ এ ঘোর আহবে ?
ইন্দ্র লাগি সবে বিরত হও।

নতুবা যদ্যপি রাখ মম কথা,
করহ সমর ধরি অন্য প্রথা,
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ, বাহন, স্যন্দন,
নিজ নিজ তেজ করহ ধারণ
প্রলয়ের মূর্ত্তি যেরূপ যায় !

দ্বাদশ প্রচণ্ডরূপে জ্বলি আমি,
জ্বলুন কালাগ্নি বেশে বহ্নিস্বামী,
প্রলয়-প্লাবন ছুটান বারীশ,
পবন উড়ান ঝড়ে দশ দিশ,
দেখি কি না দৈত্য-নিধন হয়।"

সূর্য্য-বাক্যে বায়ু ছুটিতে উদ্যত,
সিন্ধুপতি তারে করিলা বিরত,
কহিলা "কি কহ, ওহে প্রভাকর,
দনুজে নাশিতে তেজ বিশ্বহর
প্রকাশি ব্রহ্মাণ্ড করিবে লয় ?

নাশিবে নিখিল পরাণীর প্রাণ
নাশিতে দুজনে? করিবে শ্মশান
বিশ্ব-চরাচর? কহ কি উচিত
দেবের এ কাজ?" "না জানি কি হিত,
জানি কেহ দগ্ধ" কহিলা রবি।

হেনকালে শূন্যে ভৈরব-নির্ঘোষ
কোদণ্ডটঙ্কারে যুড়ি শত ক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পূরে শূন্য দূর
ঘন সিংহনাদে পূরে সুরপুর
অমর দানব শূন্যেতে চায়,

দেখে ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া
শোভে মেঘশিরে দুলিয়া দুলিয়া
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,
মস্তক বেড়িয়ে কিরণমণ্ডল,
চির-পরিচিত সুনীল তনু।

পরশিলা ইন্দ্র অমরা আবার,
কত কল্প পরে, করিতে সংহার
বৃত্র মহাসুরে, দিলা আলিঙ্গন
সুররথিগণে পুলকিত মন,
দেব শচীপতি অমরনাথ।

হর্ষে সিংহনাদ দেবসৈন্যদলে
অমরনগরী স্তব্ধ কোলাহলে ;
সহর্ষ বদন চাহিয়া চপলা
কহে শচী "সখি, গেল চিত্তমলা,
জুড়াল হৃদয় নয়ন মন।"

বলি অকস্মাৎ চাহি ইন্দুবালা
মলিন-বদনে শচী শিহরিলা
সে অশ্রু নয়ন ফিরাতে তখন
চপলার সনে বিবিধ কথন
কহিতে লাগিলা সুরেশ-রমা

একবিংশ সর্গ

কৈলাসে নগেন্দ্রবালা জানিলা যখন
পুরন্দরজায়া-শচী-বক্ষঃ লক্ষ্য করি
ঐন্দ্রিলা তুলিলা পদ,—দলিলা চরণে
পৌলোমীর প্রতিবিম্ব চারু আভাময়
কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ-মনঃশিলাতলে ;
বাষ্পবিন্দু নেত্রকোণে, জয়ারে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা মহামায়া মৃদুস্বরে ;—

"জয়া রে, কি হেতু বল জগতীমণ্ডলে
পর-চিত্তে পীড়া দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন
তিলার্দ্ধ না ভাবে দুঃখ, না চিন্তে মানসে

কি দারুণ ব্যথা প্রাণে তার, পরদণ্ডে
পীড়িত যে জন। হায়, সখি, মনস্তাপ
কতই এখন ভুঞ্জে শচী—মনস্বিনী
চেতনরূপিণী চিন্তাময়ী? শুন জয়া,

হেন চিত্তজ্বালা নিত্য ভুঞ্জে যে পরাণী,
সেই বুঝে নররক্তে কেন নিরন্তর
আর্দ্রতনু মহীতল; কি মহা পীড়ন
ত্রিজগতে, দম্ভ, দ্বেষ, দর্প ভুজবলে?

এত দিনে ইন্দ্রজায়া বুঝিল রে জয়া,
বিজিতের হৃদিদাহ কিবা বিষময়
কি বিষম কালকূট-জ্বালা অধীনতা!

হে সঙ্গিনি, তুমিও বুঝিলে এখন সে
ভয়ঙ্করী নাম ধরি কেন কালে কালে
করাল কালিকা-রূপে আবির্ভূতা উমা।"

কহিতে কহিতে চিত্ত ঈষৎ চঞ্চল,
কহিলেন, ক্রোধস্বরে মহাকাল-জায়া
জীবদম্ভ-সংহারিণী—"এ দম্ভ তাহার
থাকিত কি এতক্ষণ? দানবী ঐন্দ্রিলা

এই দণ্ডে জানিত সে ভীম-ভামিনীর
বীর্য্য কিবা! চণ্ডবিলাসিনী চণ্ডীরোষ।
রে ভৈরবী, কি কব সে ইন্দ্রে অগৌরব
আমি যদি বৃত্রে বধি দণ্ডি সে বামারে।

এত কহি ভবানী ভাবিয়া ক্ষণকাল
ত্যজিয়া কৈলাসপুরী শূন্যে প্রবেশিল;
বিশ্ব-কেন্দ্র-মধ্যভাগে যথা ব্রহ্মলোক
উত্তরিলা ব্রহ্মময়ী ইরম্মদগতি,

দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়
অদ্ভুত আলোকে! নীল অম্বরের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোলে,

বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া
দেখিলা ভৈরব-কান্তা। সে বিশ্ব-প্রদেশে
কর্ব্বুর, দানব কিংবা সিদ্ধ দেবযোনি
ব্যোমচর প্রাণী যেবা আইসে সেখানে,

ভ্রমে ভুলি শূন্যপথ, প্রণমি তখনি
যায় দূরে উচ্চেতে উচ্চারি ধাতা-নাম,
ভক্তি-পুলকিত কলেবর! চারিদিকে
ঘেরি, সে মহামণ্ডল কিরণপূরিত—
পার্শ্বে নিম্ন ঊর্দ্ধদেশে অপূর্ব্ব মূরতি!

নবীন ব্রহ্মাণ্ডরাজি সতত নির্গত!
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে
সে ব্রহ্মাণ্ডকুল-গতি অকূল শূন্যেতে
কত দিকে কতরূপে কত শোভাময়।

ভেদি সে ভানুমণ্ডল, প্রবেশিলা সতী,
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক-মধ্যভাগে।
দেখিলা সেখানে, সীমাশূন্য মহাসিন্ধু
সদৃশ বিস্তার স্রোতঃ-পারাবার ঘোর

সদা তরঙ্গিত—ঘূর্ণ্যমাণ ঊর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া! নির্ব্বিকার,
নিঘ্রাণ নির্জ্জ্যোতিঃ, আভাহীন তাপশূন্য;

সে স্রোতে ঊর্ম্মির সিন্ধু! ঊর্দ্ধদেশে তার
বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার;
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,

অচিন্ত্য কবি-কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী
আবর্ত্ত-ভিতরে কোটি আবর্ত্ত যেন বা!
জনমি তাহার মৃদু আলোকমণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত তনু—কেন্দ্র আভাময়;

আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারিধারে, দূরতর যত,
তত গাঢ় দৃঢ়তর পরমাণুব্রজ
বহ্নি, ধাতু, মৃৎপিণ্ডরূপে।

ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ডকলাপ
সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র-আকারে
নানা বর্ণ, নানাকার—অপূর্ব্ব নিনাদে
পূরিয়া অম্বরদেশ, কোথাও ফুটিছে
মনোহর দনুজ-ভুবন মোহময়!

বিরাজে সে ঊর্শ্মিময় অকুল-অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন—অচিন্ত্য নিগমে!
চারিধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটিতে
উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দ খেলায়

হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন-পার্শ্বে; বিধি-পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপূর্ব্ব স্রোতোমালা জীবন-মণ্ডিত
ঘূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর—
পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতীরেখা অঙ্গে পরকাশ!

পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা-মণ্ডলী, হেরেন হরষে
সৃষ্টির ললাম-শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর-প্রাণি-দেহে স্নেহ সুখাধার।

বিরিঞ্চি কারণসিন্ধু-গর্ভে হেন রূপে
গঠিছেন কত প্রাণী সকৌতুক মনে।
নবীন জীবনাস্বাদে মুগ্ধ জীবকুল
ভুঞ্জিতে অভূতপূর্ব্ব কতই উল্লাস—

সে মুহূর্ত্ত সুখ! আহা, কে পারে বর্ণিতে,
কে পারে চিন্তিতে, হায়! আভাস তাহার
(দীপভাতি যথা সূর্য্য-কিরণ আভাস)
ভাব মনে, হে ভাবুক, শিশুর উল্লাস
যবে পয়ঃসিক্ত তুণ্ডে, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে,
ধরি জননীর কণ্ঠ হাসে চিত্ত-সুখে,
প্রকাশি পীযূষপূর্ণ স্নেহ-ফুল্লাননে!

এ হেন আনন্দরসে হইয়া বিহ্বল
প্রথমে যখন, হেরে সে প্রাণিমণ্ডলী
স্রোতোগর্ভ অর্ণবের উর্ম্মিকুল-ক্রীড়া

হেরে শূন্যে বায়ু, বাষ্প, বিদ্যুৎ-আলোক
সৃজন-লীলা অদ্ভুত, তখনি সভয়ে
শুষ্ক শীর্ণ পুষ্পপ্রায় মুদিত নয়ন
ধায় বিধাতার অঙ্কে ভয়ে লুকাইতে,
ধায় ভয়ে শিশু যথা জননীর কোলে!

পাশি বিধাতার ক্রোড়ে তখনি আবার
হেরে সে করুণাপূর্ণ নির্ম্মল আনন্দ,
তখনি নিভয় পুনঃ—পাসরি সকলি,
তখনি আপন হ'তে চিত্তের উচ্ছ্বাস।

সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে বহে অপূর্ব্ব-ধ্বনিতে
অপূর্ব্ব-ধ্বনিতে উচ্চে পরব্রহ্মনাম
ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যাব ভুবনে,
জগৎ-সীমান্ত-বত্ন জীবরূপ ধরি।

আনন্দে আনন্দময়ী কারণ-সিন্ধুতে
হেরিলা কতই হেন সৃজনের লীলা,
পুঞ্জ পুঞ্জ জড়, জীব, ব্রহ্মাণ্ড আকাশ,
সূর্য্য, তারা, শশধর স্বর্গ, রসাতল
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি অপূর্ব্ব দেখিতে;

দেখিতে দেখিতে সুখে শঙ্কর-মোহিনী
চলিলেন ধীরগতি—দাঁড়াইলা আসি
বিপুল কারণ-সিন্ধুতটে মহামায়া।

সহসা উদিল ছটা—অতুল শোভায়
উজলি মহা-অর্ণব। হেরি সে কিরণ
সবিস্ময়ে পদ্মযোনি উন্মীলি নয়ন
চাহিলা, যে দিকে চারু শোভার উদয়।

সম্ভ্রমে আইলা কাছে, শঙ্করী হেরিয়া
সম্ভাষি সুমিষ্ট স্বরে সুরজ্যেষ্ঠ বিধি
জিজ্ঞাসিলা—"কি বারতা, হে ত্র্যম্বকজায়া,
কি কারণে গতি এথা ?   কোথা বিশ্বনাথ ?

কি হেতু বিধিরে আজি হেন অনুকূল ?"
"হে বিরিঞ্চি, তুমি ভিন্ন" কহিলা অম্বিকা—
"দেবকুলকন্যা-মান কে রাখিবে আর ?

ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সংবাদ ;
শুনি পাছে করেন প্রলয় বামদেব !
দুষ্টা বৃত্রাসুর-জায়া দানবী দাম্ভিকা
তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষঃস্থলে,
হে কমলযোনি, ব্যথিলা শচীর হৃদি ;

কে আর হে তবে পরচিত্তে পীড়া দিতে
হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজায়া পৌলোমীর
এ দশা যদ্যপি ?   দর্প চূর্ণ কর দেব,
দনুজবামার অচিরাৎ—কর বিধি,

হে বিধাতঃ, বৃত্র-বধ যাহে ; বধি তারে
দানবীর দৌরাত্ম্য ঘুচাও স্বর্গধামে,
চাও, হে পদ্মাঘুসন, উমা-মনস্তাপ !"

বিরিঞ্চি উমার বাক্যে চিন্তি কতক্ষণ,
নগেন্দ্রনন্দিনী-সঙ্গে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে
গেলা যথা রমাপতি ; মাধব-সংহতি
ফিরিসা সত্বর পুনঃ ভুবন কৈলাসে !

বসিয়া ভবানীপতি ভাবে নিমগন।
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি চারিধারে,
হেরিছেন কুতূহলী যোগীন্দ্র মহেশ
ধ্বংসের অপূর্ব্ব গতি !—বিশ্বচরাচরে,

কতরূপে কত জীব, কত জড়তনু
মুহূর্ত্তে হইছে লীন। নিগূঢ় রহস্য—
নিসর্গ বন্ধন-সূত্র—ছেদন-প্রণালী।

বোধাতীত, চিন্তাতীত, অতীত কল্পনা—
জড় জীব-ধ্বংসগতি—কাল-সংগঠন।
কিবা সূক্ষ্মতর ক্ষুদ্র সূত্রেতে জড়িত
জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ, প্রতাপ ;
কি সূক্ষ্ম মিলন, বিশ্ব-চরাচর-মাঝে
অচেতন সচেতন—ভূলোকে দ্যুলোকে,

প্রাণিকুলে, জড়জীবে, আত্মায়, শরীরে
কিবা মনোহর ক্ষুদ্র শৃঙ্খল-মালায়
জড়িত ব্রহ্মাণ্ড-বপু কেশাগ্র সদৃশ
সূত্রের রেখায় বন আত্মা, মন, দেহ।
শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বিকল।

দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে·
সে লয়, প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে।
দেখিছেন যোগিবর কালের প্রভাবে
জীবব্রজ কত মর্ত্ত্যে সৃষ্টি-শোভাকর,

জীবমূর্ত্তি পরিহরি, হতেছে বিলীন
গভীর কালের গর্ভে। কত জ্ঞানদীপ
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ক্ষণে ক্ষণে
নিবিছে—ডুবিছে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে,.

সুষমা কতই রূপ, কতই জগতে
হতেছে কলঙ্কময়—ভাতিছে কোথাও
অসীম লাবণ্যরাশি চক্ষের নিমিষে।

চতুর্দ্দশ লোক-মাঝে আত্মা সুবিমল।
নির্ব্বাণ নক্ষত্রপ্রায় জ্যোতি হারাইয়া
পড়িতেছে কত দিকে কত শত, হায় ;

পাপপঙ্ক-পরিপূর্ণ অন্ধতম কূপে—
পুড়িতে সন্তাপ-তাপে। দেখিছেন দে
সে সবার অধোগতি ব্যথিত অন্তরে,—

যথা নরচিত্ত হেরি সূর্য্যের মণ্ডল—
রাহুর গভীর গ্রাসে যবে প্রভাকর !

কোন বা অবনী এই প্রাণিপুঞ্জময়
উদ্ভিদ্‌-লতায় সুশোভিতা, ক্ষণপরে
হইছে পাষাণপিণ্ড মণ্ডিত হিমানী—
প্রাণিশূন্য তুষারের মরু ভয়ঙ্কর।

কোথাও আবার কোন বিপুল জগৎ
বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—রেণুর আকারে
মিশিতেছে শূন্যদেশে। কত জনপদ
উন্নতি-সোপান ছাড়ি ডুবিছে কালেতে
অচিহ্ন হইয়া ভবে চিরদিন তরে?

দেখেন কোথাও কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
ভীষণ প্রলয়-রঙ্গ—জীব, জড় যত,
উদ্ভিদ্‌, ভূধর, বারি, ভূমণ্ডল, বায়ু;

কালানলে দগ্ধীভূত শূন্যেতে লুকায়
অণুরূপে ব্যোমগর্ভে—শূন্যময় করি
সে ধরামণ্ডল ধাম; কোথাও আবার
দেখিছেন ভূতনাথ যুগ-বিপর্য্যয়—

দুর্জ্জয় প্লাবনে মগ্ন বিশাল ধরণী
পশু, পক্ষী, নরকুল অদৃশ্য সকলি,
ভ্রমিছে বিমানমার্গে ডাকিছে পবন
ভীষণ প্রবল শব্দে মিশি সে প্লাবনে।

সে ঘোর প্লাবনে বিশ্ব, ভুবন চকিত ;
এইরূপ লয়প্রথা ভুবনে ভুবনে
কি দেব-মানব-বাস ; কিবা সিদ্ধধামে ;
দেখিছেন যোগীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ়ভাবে,
মৃদুতর কখন ঈষৎ হাস্য মুখে ।

হেনকালে মুরহর স্বয়ম্ভু ভবানী ;
দাঁড়াইলা ব্যোমকেশ শঙ্করে সম্ভাষি,
সদানন্দ মহানন্দ কৈলা আলিঙ্গন
কেশবে হিরণ্যগর্ভে—উমারে চাহিয়া
তুষিলেন আশুতোষ মধুর হাসিতে ;

মাধব তখন সদা প্রিয়ংবদ দেব—
গম্ভীর-বচনে শুনাইলা বিশ্বনাথে
সকল বারতা—শুনাইলা শচীদুঃখ,
শুনাইলা শিবে অম্বিকার মনস্তাপ ।

শুনিতে শুনিতে জটা ধূর্জ্জটি-মস্তকে
কাঁপিতে লাগিল ধ'রে—ললাট-ফলকে
শশধর খরতর আভা প্রকাশিল ।

মহাকাল-ক্রোধমূর্ত্তি উদয় দেখিয়া
সান্ত্বনিলা হৃষীকেশ সত্বর শঙ্করে ।

বিষ্ণুর বচনে মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বর
কহিলেন "হে মাধব, উমার বাসনা
পূর্ণ কর এই দণ্ডে—হে কমলযোনি,
কর যাহে বৃত্রাসুর নাহি জীয়ে আর,

জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পর্দ্ধা তার,
কিন্তু কহ শুনি, কেশব কৈটভহারি,
স্বয়ম্ভু বিধাতা, কেবা সে নহ তোমরা
ভক্তির অধীন সদা—যথা ভক্তাধীন?
ভ্রান্তিমান আশুতোষ? ভ্রান্তি যদি তার

এইদণ্ডে সেই ভ্রান্তি ঘুচাতে বাসনা
দনুজের অদৃষ্ট খণ্ডিয়া; হের ইন্দ্র
সসজ্জ সমরক্ষেত্রে; বজ্র প্রহরণ
নির্ম্মাইলা বিশ্বকর্ম্মা; দিলা তোমা দোঁহে
নিজ নিজ তেজঃ অস্ত্রে অব্যর্থ করিয়া

একমাত্র অন্তরায়—অন্ত নহে আজ (৬)
বিধাতার দিনমান—সে ব্যথা ঘুচাও
অকালে অসুরে নাশি হে বিধি কেশব।—

আপনার কর্ম্মদোষে মজে যে আপনি,
কে রক্ষিতে পারে তারে?" বলি শূলপাণি
ভকত-বৎসল দেব বৃত্রে ভাবি মনে
ত্যজিয়া গভীর শ্বাস, বসিলা নীরবে।

হেরে মহেশের মূর্ত্তি দেব চক্রপাণি
মন্ত্রণা করিলা ক্ষণকাল ব্রহ্মসহ
উত্তরিলা মহেশ্বরে—"হে অন্তকহারি ;
কর্ম্মফলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন ;

স্বতঃ পরিবর্ত্তশীল প্রাক্তন-প্রভাবে !
তথাপি উমেশ, উমা-অনুরোধে আমি,
দেব প্রজাপতি, বৃত্র-ভাগ্যলিপি-নাশে
হইনু সম্মত !" বলি লুকাইলা তনু ।

অতনু হইলা মহাদেব ;—গুণ তিন
একত্র মিলিয়া অকস্মাৎ, প্রকাশিলা
পর-ব্রহ্মস্বরূপ নিরুপম !—অতুলিত
শোভাপূর্ণ কৈলাস-ভুবন ক্ষণমাঝে ।

ক্ষণমাঝে ঘোরশূন্যে হৈল ঘোরধ্বনি—
"বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত ।"
হেথা ভাগ্যদেব গাঢ়-চিন্তা-নিমজ্জিত ;
বসিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রান্তে বিনত সম্মুখে
বিশাল প্রাক্তন-লিপি—দৃশ্য মনোহর ।

ছায়া ইন্দ্রজালে যথা ধূর্ত্ত যাদুকর
দেখায় অদ্ভুত-রঙ্গ—অদ্ভুত তেমতি
অনন্ত আলেখ্য অঙ্গে ক্রীড়া নিরন্তর !

কোন্‌খানে ভূমণ্ডল-বিজয়ী বীরেশ
ছুটে চতুরঙ্গ দলে পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া,
আবার মুহূর্ত্তকালে সে বীর-কেশরী
মরুভূমে পদব্রজে ভ্রমে চিন্তাকুলে !

এই রাজ-অভিষেকে ;—আনন্দ-হিল্লোল
খেলিছে ধরণী-অঙ্গে প্রবাহে প্রবাহে,
কত গজ, তুরঙ্গম, কত প্রাণিকুল
সুসজ্জ প্রাঙ্গণমাঝে। তখনি আবার
আলেখ্য শ্মশানচ্ছায়া ভয়ঙ্কর বেশ !

রাজতনু চিতাপরে, অপত্য, বান্ধব,
বাষ্পাকুল-নেত্রে ঘেরি শবে ! ক্ষণকালে
চিতা-পার্শ্বে কোথা আচম্বিতে অট্টালিকা
সুসজ্জিত—রঞ্জিত বসনাবৃত চারু—
বিবাহমণ্ডপে সুখে দম্পতি আসীন !

মুহূর্ত্তে আবার, মৃতপতি কোলে করি
কাঁদিছে যুবতী ছিন্নভিন্ন কেশবেশ ;
বসন-ভূষণ বিলুণ্ঠিত ! ক্ষণে ক্ষণে
কতই যুবক আহা, ভূষিত সুষমা,

প্রতি অঙ্গে সুখে যেন স্বাস্থ্য মূর্ত্তিমান্—
হারাইছে সে লাবণ্য—যৌবনে স্থবির !
যৌবনে উচ্ছন্ন কত বামারূপরাশি।

কোন চিত্র ঊর্ণনাভজালে পূর্ণ এই ;
উজ্জ্বল নিমিষমধ্যে। কোন দীপ্ত ছবি
প্রভান্বিত নিরন্তর—সহসা মলিন !

কোন সে আলেখ্য-দৃশ্য—দারিদ্র্য-প্রতিমা
বর্ত্তমান এই যেন—দেখিতে দেখিতে
মনোহর চারুবেশ মণি-মরকত-
ময় রত্ন-সুশোভিত ; কত পর্ণশালা
ধরিছে সুহর্ম্ম্যরূপ চক্ষের পলকে !

কত সে আবার দিব্য স্বর্ণ-অট্টালিকা
ধরিছে কুটীর-বেশ কালেব কালিমা,
তৃণ গুল্ম লতা আচ্ছাদিত কলেবর !

মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে
যথা তরু শৈলকুল ! প্রভাতে কুহেলি
আবরিলে মহীদেহ মিহিবে লুকায়ে !
কত দৃশ্য মিলাইছে চিরদিন তরে !

এইরূপে জগতের যে কোন প্রদেশে
কালধর্ম্মে কর্ম্মাকর্ম্মে সুযোগে-কুযোগে,
ঘটিছে যখন যাহা সুগতি অগতি ;
কিবা জীব কিবা জড় কি উদ্ভিদ্‌কুলে।

তখন সে চিত্রপট নিত্য ক্রীড়াময়,
অঙ্কিত হইছে তাহা ;—নিমগ্ন মানসে
দেখিলেন ভাগ্যদেব নিশ্চল-নয়নে ;

বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্যপরে
কত শোভা-বিভূষিত, কত আভাময়
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্ত্তি—প্রদীপ্ত ছটায়
ত্রিভুবন প্রজ্বলিত।—হেরিলেন ভাগ্য
কুতূহলে। হেনকালে অম্বর বিদারি
ধ্বনিল ভৈরব মূর্ত্তি—আকাশবাণীতে
প্রকাশিয়া ব্রহ্মরূপী বিমূর্ত্তি আদেশ।

সভয়ে প্রাক্তন শীঘ্র ফিরায়ে নয়ন
নিরখিল চিত্রপটে—দেখিলা সহসা
বৃত্রের বিশাল চিত্র কালিমা-মণ্ডিত,
মিশাইছে ধীরে ধীরে—শোভা-বিরহিত।

দ্বাবিংশ সর্গ

বসিয়া অসুর-পার্শ্বে অসুর-ভামিনী ;—
নবীন নীরদরাশি, লুকায়ে বিজলী হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর-অঙ্গে রহে যেন স্থির !

যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপলদল
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়
নিস্পন্দ শরীর ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন।

দেখিয়া দনুজনাথ সে মুখের ভাব
বিস্ময় ভাবিয়ে মনে, কর ধরি সযতনে,
করতলে চাপি ধীরে মধুর উল্লাসে,
কহিলা উৎসাহপূর্ণ মৃদুল সম্ভাষে ,—

"এ কি হেরি দৈত্যরাণি, যামিনী উদয়
এ সুখ-মধ্যাহ্নকালে ? রুদ্রপীড় শরজালে
নির্দ্দেব করিলা পুরী অনলে জিনিয়া,
পরিলা অতুল যশঃ কিরীট মণ্ডিয়া।

পলাইলা সুরসেনা শিবা যেন ভয়ে ;
জয়ন্ত শশকপ্রায় রথ লয়ে বেগে ধায়,
পালটি না ফিরে চায় ; দৈত্যের তাড়নে,
অমরার প্রান্তে দেব ভাবে ক্ষুণ্ণ-মনে ;

ভাসে অসুরের দল আনন্দ-উৎসাহে ;
পুত্রের সুযশোগান, ত্রিভুবনে দৈত্যমান,
আজি প্রভান্বিত কত !—সার্থক জীবন
আজি সে সফল প্রিয়ে, সকল সাধন !

হেন পুত্রে গর্ভে ধরি, এ সুখের দিনে
চিত্তে নাই সুখোচ্ছ্বাস, মুখে নাই প্রীতিভাষ,
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গল-কামনা ;
এ ভাবে মনের খেদে কেন হে বিমনা ?

হের দেখ করতলে ধনের ভাণ্ডার !
ঘোষিতে পুত্রের জয়, কর যাহা চিত্তে লয়,
ভাসাও ত্রিদশালয় উৎসব-হিল্লোলে,
এ দিন কখন যেন কেহ নাহি ভুলে।

কি অভাবে মনোদুঃখ, দনুজমহিষি ?
কি নাহি করিতে দান, কিবা স্থান কিবা যান,
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পূরাতে—
কোন্ রাজসিংহাসনে কাহারে বসাতে ?

আজন্ম দরিদ্র যেবা দনুজের কুলে
সেও আজি আশাবান্ আশায় জুড়ায় প্রাণ,
স্বপনে কল্পনা করি অসাধ্য কামনা !
ইচ্ছাময়ী ঐন্দ্রিলা হে মলিন-বদনা ?

জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—
কে কোথা বিস্মৃতিজলে, ভাসায়ে হৃদয়-তলে,
বিষাদে আশ্রয় দিলে, কি হেন ভাবনা ?
ঐন্দ্রিলে, চিত্তের বেগে ভুলিলে আপনা ?”

উত্তরিলা দৈত্যরাজ-মহিষী তখন ;—
খলের চাতুরী মায়া, বহুরূপী দেহচ্ছায়া,
ধরে কত রূপ তাহা কে বুঝিতে পারে ?
রমণীর চাতুরীতে রমাপতি হারে !

উত্তরিলা—"হে দনুজকুল-অধীশ্বর,
অভাগ্য যখন যার, তখনি অদৃষ্টে তার,
কত যে লাঞ্ছনা-ভোগ কে বর্ণিতে পারে?
নহিলে নির্দ্দয় হেন কেন হে আমারে?

ঐন্দ্রিলা পাষাণ-প্রাণ!—তনয়ে ভুলিয়া,
আপনার তুচ্ছজ্বালা, ভেবে মুখ করি কালা,
আইলা পতির কাছে? হে হৃদয় নাথ;
হৃদয় ব্যথিতে আর পেলে না আঘাত?

কবে যে কঠিন হেন দেখেছ আমায়?
কারে বধিয়াছি প্রাণে, কাহার জীবন-দানে
নিদয়া হইয়া তোমা কৈনু নিবারণ?
কি দেখিলে কবে বল নিষ্ঠুর তেমন?

হায়, ঐন্দ্রিলার হেলা তনয়ের প্রতি,
ধিক্ ঐন্দ্রিলার নামে, এই ছিল পরিণামে,
শুনিতে হইল তারে এ পরুষ-বাণী!
পতির বদনে, হায়! ধিক্ রে পরাণী!

কারে জানাইব আর মনের বেদনা?
জন্মকাল যার সনে, নিদ্রাহারে একাসনে,
তিনিই আমারে যদি ভাবিল এমন,
কি জানাব কে জানিবে মনের যাতন!

থাক, হে দনুজ-নাথ তনয়-বৎসল,
কর ভোগ একা সুখে, যে খেদ আমার বুকে,
থাকুক তেমতি, দুঃখে পুড়ুক পরাণী।
থাক সুখে, দয়াময়—চলিল পাষাণী।"

বলি ভাক্তক্রোধে বামা উঠি দাঁড়াইল;
কত অনুরোধ করি, কত যত্নে করে ধরি,
বসাইলা মহিষীরে নিকটে আবার,
ঘুচাইলা কত যত্নে চিত্তের বিকার।

কহিলা তখন রামা মধুর কপটে;—
"হে বীর সমরপ্রিয়, রণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
জান তুমি শুধু রণ-রঙ্গ-ক্রীড়া যত;
তুমি কি জানিবে কহ বামা-স্নেহ কত?

কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয়?
সন্তানের মমতায়, কত ব্যথা চিন্তা তায়,
কত দিকে ধায় চিত্ত? হে দৈত্যভূষণ,
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন?

বিজয়-উল্লাসে এবে তুমি সে উন্মাদ,
ভাবিছে আমার মন, পুত্রে দিয়া দরশন,
দেখাব কিরূপে তারে এ বদন ছার—
পাপীয়সী-কোলে যবে বসিবে কুমার।

সুধাবে যখন 'মাতা, ইন্দুবালা কোথা ?
দিয়াছিনু তব করে, পালিতে সোহাগভরে,
কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার' ?
কি ব'লে হৃদয়ে শেল বিঁধিব তাহার ?

হারায়েছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাণিক,
হারায়েছি হৃদযেশ, অঞ্চলের নিধি শেষ,
দনুজেন্দ্র, হারায়েছি, সুশীল তোমার ;
ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার !"

বলি বাষ্পাকুলনেত্রে হইলা নীরব।
অচল নগেন্দ্র প্রায়, দৈত্যপতি স্তব্ধকায়,
চাহি ঐন্দ্রিলার মুখ থাকি কতক্ষণ,
ছাড়িলা অনল-শ্বাসে গভীর নিস্বন ;

"কি কহিলা ঐন্দ্রিলা" বলিলা গাঢ় স্বরে,
"ইন্দুবালা নাই মম, সে সুধাংশু নিরুপম,
ডুবেছে কি অস্তাচলে ?—পাব না কি আর
দেখিতে সে নিরমল পীযূষ-আধার ?

আর কি সে স্নেহময়ী সরলার কথা
হৃদয় শীতল করি, চিন্তার উত্তাপ হরি,
জুড়াবে না এ শ্রবণ—জুড়াত যেমন
নিদ্রিত বীণার ধ্বনি বাজিত যখন ?

না ঐন্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্রতিমা—
হরিতে সে সুষমায়, কৃতান্ত কাঁদিবে হায়,
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন ;—
বিজয়ী বীরের যশঃ চিরায়ু যেমন।"

"হেন অমঙ্গল কথা, হে দনুজপতি!
কি হেতু আন হে মুখে," ঐন্দ্রিলা কৃত্রিম দুখে
কহিলা বিমর্ষভাবে চাহি দৈত্যপানে,
"এ বেদনা কেন দাও দুঃখিনীর প্রাণে?

চির-আয়ুষ্মতী হ'ক বধূ সে আমার!
চিরাযতী থাক তাব, পরশে না যেন তার
কেশের শতাংশ ভাগ শমন দুর্ম্মতি,
হে নাথ শমন হ'তে নিদারুণ অতি।

ইন্দ্রের কামিনী শচী—সাপিনী—কুটিলা;
কপটে ছলিলা হায, শিশুমতি বালিকায়,
সাধিতে নারিল যাহা দেবতার বলে ;
সুসিদ্ধ করিল তাহা কুহকীর ছলে।

হা ধিক ঐন্দ্রিলা-প্রাণে—ধিক দৈত্যরাজ,
তোমার কুলের বধূ, ভুলি দৈত্যস্নেহ-মধু,
ভুলি কুল-মান-গর্ব্ব হেলিয়া সকল,
আশ্রয় করিল কি না শচী-পদতল?

তব আজ্ঞা শিরে ধরি, দনুজকেশরী,
শচী আনিবারে যাই, হতভাগ্য পোড়া ছাই,
নিরখিনু ইন্দুবালা সেবে শচীপদ !—
ব্রহ্মাণ্ডে রহিলা, নাথ, এ কলঙ্ক-হ্রদ !

অসহ্য হৃদয়বেগ না পারি ধরিতে
শচীরে গঞ্জনা দিয়া, বধূরে আনিতে গিয়া,
ঘটিল যা ছিল শেষ কপালে আমার,—
যেমন দুরাশা হায়, পুরস্কার তার !

বলি নাই, ভাবি নাই, চাহি না বলিতে
সে দুঃখের কথা কভু, সহিতে হইল, প্রভু,
স্বর্গজয়িজায়া হয়ে শচী-পদাঘাত ।
সে দুঃখ 'পাষাণ'-প্রাণে সহেছি হে নাথ ।

সহিতে না পারি কিন্তু এ অখ্যাতি তব ;
স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়,
ভাবি তায় সে কলঙ্ক ঘুচাবে কেমনে—
ইন্দুবালা পড়ে মনে জাগ্রতে স্বপনে ।

চল, দেখাইব চল, স্বচক্ষে দেখিবে,
বুঝিবে সে কি কারণ, দহে 'পাষাণীর' মন,
কেন এ সুখের দিনে হয়েছি হতাশ !
নারীর বচনে নাথ, কি কাজ বিশ্বাস ?"

ঈষৎ কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট,
সঘনে নিশ্বাস ঘন, আরক্তিম ত্রিনয়ন,
চলিল দনুজপতি দানবী-সংহতি;
চলিল দৈত্যেশ-বামা গর্ব্বিত মূরতি

ধন্য রে ঐন্দ্রিলা তোর পণে বলিহারি!
চলেছে নদীর বেগে, চাপি চিন্তা, চিত্তবেগে,
সাধন করিতে নিজ সাধের মনন;
জানে না হৃদয় কভু নিরাশা কেমন।

চলিলা অসুরপতি মহিষী-সংহতি,
উঠিলা প্রাচীরপরে, নিরখিলা স্তরে স্তরে,
অকূল সাগর তুল্য সুরাসুরদল;
নিরখিলা স্বর্ণময় সুমেরু অচল।

শোভিছে অমরা-প্রান্তে—সহস্র-শিখর
উঠেছে অনন্ত ভেদি, যেন কল্পনার বেদী,
সুরবিমোহিনী মূর্ত্তি সাজান রয়েছে!
নির্ম্মল কিরণমালা সর্ব্বাঙ্গে সেজেছে।

কোন সে শিখরে তার—আহা, কিবা শোভা তার,
ছায়া-কিরণেতে মিলি, খেলিতেছে ঝিলি মিলি,
দেখায় তর্জ্জনী তুলি দনুজমহিষী—
বসিয়া সুরেশ-কান্তা উজলিছে দিশি;

পদতলে ইন্দুবালা মলিন-বদনা—
শীর্ণালস কলেবর, অস্ফুট কুসুম-থর,
মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে বিরস যেমন,
নিশ্চল, অলস, অর্দ্ধমুদিত নয়ন ;

কাছে রতি স্তব্ধমতি চপলা অচলা,
হেরিছে সমরাঙ্গনে, মুগ্ধচিত্ত কয়জনে—
চারু চিত্রপটে যেন তুলীর লিখন !
নিরখি দনুজরাজ বিস্ময়ে মগন ।

বিস্ময়ে মগন দৈত্য কতক্ষণ থাকি
করিল নাসিকা-ধ্বনি, গরজিল যেন ফণী,
লম্ফ ছাড়ি লঙ্ঘিতে সুমেরু দেহ বাড়ে ;
হেনকালে সুরাসুর সিংহনাদ ছাড়ে,—

পূরিয়া সমরক্ষেত্রে সেনা-কোলাহল
সহসা শূন্যেতে উঠে, রথ অশ্ব বেগে ছুটে,
করিব্রজ শুণ্ড তুলি গর্জ্জিল ভীষণ,
বাজিল পটহ, ভেরী, দামা, অগণন !

নিমিষে পালটি নেত্র দেখিলা প্রাঙ্গণে,
রুদ্রপীড় রথে রথী, যেন বিদ্যুতের গতি,
ছুটিছে বাহিনী অগ্রে, উঠেছে পতাকা,
ভয়ঙ্কর রাহুরূপ কেতু-অঙ্গে আঁকা ।

নিরখি ভুলিয়া দৈত্য সকল ভাবনা ;
স্থির নেত্রে স্তব্ধবৎ, একদৃষ্টে চাহি রথ,
দেখিতে লাগিল বৃত্র অনন্যমানস
রথের তরঙ্গগতি, অশ্বের তরস।

সমর-আহ্লাদে চিত্ত সদাই বিহ্বল,
তাহে পুত্র যুদ্ধসাজে, প্রবেশিছে শক্রমাঝে,
নিরখি অপূর্ব্বভাবে হৃদয় মথিল,
অদ্ভুত আনন্দস্রোত চিত্তে প্রবাহিল।

দেখিলা অসুর-সুর মধ্যস্থলে আসি,
স্থির হৈল রথগতি, অতুল আনন্দমতি,
পুত্রের সমরসজ্জা হেরে বৃত্রাসুর—
রতন-সম্ভবা বিভা উছলিছে ধুব,

শুভ্র সারসের পুচ্ছ মণিগুচ্ছে নত
দুলিছে শীর্ষকে বাঁকা, অঙ্গত্রাণে অঙ্গ ঢাকা,
হীরকমণ্ডিত অসিমুষ্টি কটিতটে,
সারসনে অসিকোষ দুলিছে দাপটে।

বক্র ধনুঃ বামকরে ; রথ অঙ্গে শোভে,
হেমময় নানা তূণ, নানাবর্ণ ধনুগুণ,
শাণিত কৃপাণশ্রেণী, গদা, প্রক্ষেড়ন,
ধনুর্দ্দণ্ড বিবিধ আয়ুধ ভূগণন।

ধনুঃপৃষ্ঠে করতল উঠি মহেষ্বাস,
দাঁড়াইলা রথোপরে, গম্ভীর বিশদ স্বরে,
কহিলা সম্ভাষি সূতে, প্রফুল্ল নয়ন—
"হে সারথি আজি মম সফল জীবন ;

দুর্জ্জয় ত্রিদশনাথে সমরে সম্ভাষি
পরিব অতুল যশঃ উজ্জ্বল করি শিরস্
রাখিব অক্ষয় খ্যাতি অম্বুরমণ্ডলে,
দেখাব কার্ম্মুক-শিক্ষা সুররথিদলে।

জানি মৃত্যু সুনিশ্চিত বাসবের হাতে,
আজি এ সমরাঙ্গনে, ত্যজিব অক্ষুণ্ণ-মনে,
এ দেহ, হে সুতবর—সৌভাগ্য আমার,
ভালে না লিখিলা ভাগ্য অন্য মৃত্যু ছার।

ত্রিলোক-অজেয় ইন্দ্র ত্রিদিবের পতি,
শরক্ষেপ-প্রথা যার, বীর-চক্ষে চমৎকার
তার সনে আজি রণে যুঝিব হরষে,
এ মরণে কার মনে সুখ না পরশে ?

সারথি, মৃত্যুর চিন্তা ঘুচেছে এখন,
আজি সুরাসুরগণ, দেখিবে অদ্ভুত রণ,
দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন,
এক কথা, সারথি হে, রাখিও স্মরণ,—

অন্তিম-শয়নে যবে দেখিবে আমায়,
দেখো যেন শক্র কেহ, রণক্ষেত্রে, এই দেহ,
ঘৃণিত চরণে নাহি করে পরশন,
রাক্ষস পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।

এই অগ্নিচক্র রথ লভিনু যা রণে,
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পবে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বলো—রুদ্রপীড়-সাধ হযেছে সাধন!

এই অর্ঘ্য, সূত-শ্রেষ্ঠ দিলেন জননী,
রক্ষিতে সমরক্ষেত্রে, তাঁর প্রাণাধিক পুত্রে,
দিও জননীরে পুনঃ বলিও তাঁহায়
মৃত্যুকালে এই অর্ঘ্য ধরিনু মাথায়।

দিও, সূত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়,
উজ্জ্বল শীর্ষকপরে, আজি যাহা শোভা করে,
দিও ইন্দুবালা-করে করিতে স্মরণ,
উন্মাদিনী প্রেমে যার মুগ্ধ আজীবন,

বলো তারে, সারথি হে", বলিতে বলিতে
কপোলে বহিল ধারা ঝরে হিমবিন্দু-ঝারা,
ভাবি সে হৃদয়ময়ী স্নেহের পুতলী ;
ঘনশ্বাসে কণ্ঠরোধ—নীরবিলা বলী।

বসিয়া সমরাসনে ভীম শঙ্খ নাদি,—
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি, ঘন ঘন ঘন স্বনি,
বাজিল সমরতূরী জুড়িয়া প্রাঙ্গণ ;
দানবের সিংহনাদে কাঁপিল গগন।

হেরি ষড়ানন শীঘ্র সেনা-অগ্রভাগে
আইলা নক্ষত্রগতি, সদল-বিপক্ষ মথি,
দাঁড়াইল শিখিধ্বজ থর থর থরি ;
উড়িল বিশাল কেতু শূন্য শোভা করি।

কহিলা উমানন্দন জলদ-গর্জ্জনে,—
মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ সব, রণতূর্য্য ঘনরব,
রথের ঘর্ঘরশব্দ, হস্তীর গর্জ্জন,
হয়ব্রজ স্তব্ধভাব উন্নত শ্রবণ ;—

কহিলা জলদস্বরে—"রে দাম্ভিক শিশু,
বহ্নিরে নিবারি রণে, উন্মত্ত হইলি মনে,
অমর-সেনানী-অগ্রে আ(ই)লি একা রথী,
ভুলিলি শমন-ভয়, আরে ছন্নমতি ?

যে শিবিরে আদিত্যেয় মহারথিগণ,
এক এক জন যার নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড ছার,
বিক্রমে করিতে পারে অবহেলি তায়,
সমরে পশিলি একা অবোধের প্রায় ?

না চিনিলি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড গ্রহনাথে ?
পবন ভীষণ দেবে, সিন্ধু যারে নিত্য সেবে,
আক্রুদ্ধ বরুণ পাশী ? যম দণ্ডধরে ?
ফণীন্দ্র বাসুকি ফণাধর-কুলেশ্বরে ?

ভীম অঙ্গারক কুজ, সৌরি শনৈশ্চর,
বৈনতেয় খগেশ্বর, নৈঋত নৈঋতধর,
জয়ন্ত বাসবপুত্র অসীম-সাহস,
আমি দেব-সেনাপতি ভবেশ-ঔরস।

এ বীরবৃন্দের মাঝে বল কার সনে
যুঝিবি সাহস করি ? যুঝিবি রে ধনুঃ ধরি,
দেবের বিক্রম কত দাম্ভিক বালক—
সমুদ্র শুষিতে চাও হইয়া শুষক ?"

"হে পার্ব্বতীসুত" দর্পে উত্তরি তখন,
কহিলা বৃত্রতনয়, "পাবে শীঘ্র পরিচয়,
শিশু কি প্রাচীন এই অসুর-আত্মজ,
রণে অগ্রসর শীঘ্র হও শিখিধ্বজ,

কি ফল বিচারি কার সনে করি রণ,
করেছি অলঙ্ঘ্য পণ, পরাজিব সর্ব্বজন,
নির্দেব করিব স্বর্গ আজি এ সমরে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ব্যাকুলি অমরে ;

যত জন যেবা ইচ্ছা হও অগ্রসর,
নহিব বিমুখ আজ, সাধিতে বীরের কাজ,
আজ সমরের পণ উদযাপন মম,
ঘুচাব সমরে পশি দেব-চিত্তভ্রম।

ভেটিব সমরাঙ্গনে সুরনাথে আজি,
বীরচক্ষে চমৎকার, শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তাঁর,
দেখিব সে জ্যার ভঙ্গী নাহি চাহি আন,
আশু পূর্ণ কর আশা, ধর ধনুর্ব্বাণ।”

বলি সব্যসাচী বৃত্রসুত ধনুর্ধর,—
লঘুহস্তে খর শর, ফেলিল শতাঙ্গপর,
লক্ষ্য করি বরুণ পবন প্রভাকরে,
সেনাপতি শিখিধ্বজে বিন্ধি খর শরে।

বাজিল দুন্দুভিধ্বনি স্বর্গ কোলাহলি,
বাজিল সমর-শঙ্খ, ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক,
ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে,
ছুটে যথা প্রহেলিকা গাঢ় অভ্রমুখে।

চারি কোদণ্ডের ছিলা বধিরি শ্রবণ
ভীমশব্দে একেবারে নিনাদিল চারিধারে
ছুটিল কলম্বকুল তারারাশি হেন :
ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িল্লতা যেন।

ছুটিছে নৈঋ্ত হ'তে ভাস্করের রথ,
তেজস্কর সাত হয়, নাসাতে পবন বয়,
ক্ষুরে না পরশে ক্ষণে মনঃশিলাতল—
ক্রোধিত তপনতেজ স্যন্দন উজ্জ্বল ;

অগ্নিকোণে বরুণের শঙ্খ-হয়-রথ,
ছুটিল মেঘের মন্দ্রে, ফেনরাশি নাসারন্ধ্রে,
চারি কৃষ্ণ হয় ফেনময় কলেবর,
শতচক্র বায়ুগতি ঘুরিছে ঘর্ঘর।

ঈশানে পার্ব্বতীসুত-স্যন্দন ভীষণ,
বিশাল কেতন চূড়ে, উড়িছে আকাশ জুড়ে,
খেলে যেন ইন্দ্রধনুঃ আভা ছড়াইয়া,
অশ্বের তরলগতি তরঙ্গ জিনিয়া।

বায়ুকোণে পবনের শতাঙ্গের খেলা,—
যেন কিরণের রেখা, যায় কি না যায় দেখা,
ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে,—
কুরঙ্গ অঙ্কিত কেতু গগন পরশে।

দেখিয়া দনুজসুত সমর-কুশলী
আজ্ঞা দিলা সারথিরে, মণ্ডলে মণ্ডলে ফিরে,
বেগে চালাইতে অশ্ব, না হয় যেমন
শরলক্ষ্য ক্ষণকাল ঘোটক স্যন্দন।

বিজলীর বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল,
চক্রাকারে মহারথ, অনল-স্ফুলিঙ্গবৎ
ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্রপীড় ভীম ধনু ধরি,
কিবা শিক্ষা অদভুত চারি রথোপরি,

হানিতে লাগিল শর শিলাধারাবৎ,
চক্রাকারে শূন্যপর, একে ঘোর অন্যন্তর,
মণ্ডল-আকারে বারি-লহরী যেমন,
ছুটিল তড়িৎগতি বিচিত্র মার্গণ,

পড়িল ভাস্কর-রথচূড়া আচম্বিতে,
কাঁপিল সূর্য্যস্যন্দন, শরাঘাতে ঘন ঘন,
বরুণের তুরঙ্গম বাণেতে অস্থির,
ধারাকারে কৃষ্ণ-অঙ্গে ছুটিল রুধির।

অচল বায়ুর রথ-তরঙ্গ উধাও,
শতখণ্ড ধনুগুর্ণ, বাণ-মুখে উড়ে তুণ,
ধনুঃশূন্য প্রভঞ্জন নিমিষে বিকল,
ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি রণস্থল।

অস্থির পার্ব্বতীসুত বৃত্রসুত তেজে,
এই নিবারিছে শর, তখনি মুহূর্ত্ত পর,
সর্ব্ব-অঙ্গ কলেবর শরজালে ঢাকা,
সঘনে কাঁপিছে রথ—ভগ্নচূড়া পাখা।

চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত,
উন্মত্ত অসুর দল, হেরি দৈত্যসুত বল,
সুরাসুর দুই দলে ধ্বনি ঘন, ঘন,
"সাধু রুদ্রপীড—সাধু বৃত্রের নন্দন" ।

অধীর সে ধ্বনি শুনি তনু পুলকিত,
উল্লাসে দনুজনাথ, উচ্চৈঃস্বরে অকস্মাৎ,
"সাধু রুদ্রপীড" বলি নিস্বন ছাড়িল,
দূর শূন্যদেশে যেন জলদ গর্জ্জিল ।

দেখিল অসুর-সুর প্রাচীন-শিখরে,
গাঢ় ঘনরাশি প্রায়, বৃত্রাসুর মহাকায়,
দাঁড়ায়ে বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া !

চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল শ্রবণে বীর-কুণ্ডল,
তটিনী-বেষ্টিত কটি প্রশস্ত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা পরশ ।

বৃত্রে হেরি দেব-যোধ পদাতিকদল
ভীত কুরঙ্গের প্রায়, বেগে-শত দিকে ধায়,
রণক্ষেত্রে নিক্ষেপিয়া চর্ম্ম প্রহরণ ;
পালটি ফিরিয়া নাহি করে দরশন ।

নিরেখি উদ্দেশে বৃত্র ধনুঃ হেলাইয়া
রুদ্রপীড় প্রণমিলা, ক্ষণ ক্ষান্ত ধনুঃ ছিলা,
আবার কোদণ্ডঘাতি টানিয়া শিঞ্জিনী,
চমকিলা জ্যা-নির্ঘোষে অমর বাহিনী।

অধৈর্য্য অমররথী সরোষে তখন,
আজ্ঞা দিলা তিন জন, চালাইতে অনুক্ষণ,
রুদ্রপীড়-রথমুখে নিজ নিজ যান,
সতর্কে কোদণ্ড ধরি করিল সন্ধান।

চলিল দৈত্যারি-রথ অব্যর্থ গতিতে,
না মানি শরের গতি না মানি বিপথ পথি,
অবিচ্ছেদে ঋজু-গতি চলিল সম্মুখে—
দুর্ব্বার বিশিখ-স্রোতোবেগ ধরি বুকে!

তিন মুখে তিন দেব সুরথী নিপুণ,
বরুণ বারিধীশ্বর গ্রহপতি প্রভাকর,
তারক-সূদন শূর পার্ব্বতী-নন্দন—
অন্যদিকে গদাহস্তে ভীম প্রভঞ্জন।

রুদ্রপীড়-রথগতি মন্দীভূত ক্রমে,
ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর, চক্রে ভ্রমে রথবর,
শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন;
হেরি সুররথিবৃন্দ ছাড়িল গর্জ্জন।

"মা ভৈ মা ভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি,
কহিল দনুজেশ্বর, "হের পুত্র ধনুর্দ্ধর,
ক্ষণকাল নিবার এ সুররথিগণে,
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে!

গোকর্ণ, শালিবাহন, গাধি, ঘটোৎকচ,
সোমধ্বতি, তৃণগতি, হে দৈত্য-রথিক-পতি,
বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠেতে শীঘ্র হও অগ্রসর"
রণক্ষেত্রে চাহি উচ্চে ডাকি দৈত্যেশ্বর,

নামিলা প্রাচীর হ'তে—এখানে ত্বরিত
মিলি সুর-রথিগণ, আরম্ভিলা মহারণ,
ঘেরি রুদ্রপীড়-রথ বিষম হুঙ্কারি
দৈত্যসুত-শররাশি শরেতে নিবারি।

কাটিলা ভাস্কর-অগ্নি-স্যন্দনের চূড়া,
কাটিলা রথের চক্র, তারকারি-শরে বক্র,
বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা;
সদাগতি গদা ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা—

লম্ফে লম্ফে প্রদক্ষিণ করি চারিদিকে,
ঘন ঘন ঘোর ঘাতে, রথচক্র পাতে পাতে,
চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে অশ্বের বন্ধনী,
ছিঁড়িলা নিমিষে চূর্ণ যুগন্ধর, অণি!

অচল দেখিয়া রথ দনুজকেশরী
লম্ফ দিয়া রণস্থলে, নামি মনঃশিলাতলে,
সিংহ যেন দাঁড়াইল কিরাত-বেষ্টিত,
দীপ্ত তরবারি বেগে মস্তকে ঘূর্ণিত;

শত খণ্ডে খণ্ড কৈল পবনের গদা ;
নিমিষে কার্ম্মুক পুনঃ, লয়ে করে দিলা গুণ,
শিঞ্জিনী অপূর্ব্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল,
ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল ;

আঘাতিল প্রভাকরে বরুণে আঘাতি,
আচ্ছাদি কুমার-অঙ্গ, শতদিকে হয়ে ভঙ্গ,
পড়িতে লাগিল ঢাকি শতাঙ্গ গগন,
বিমুখি সংগ্রামে শরদগ্ধ প্রভঞ্জন।

তখন পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি,
দিব্য অস্ত্র ধরি করে দ্বিখণ্ড করিয়া শরে,
রুদ্রপীড়-শরাসন ভীষণ আঘাতে—
নিমিষে বীরেন্দ্র, ধনুঃ নিলা অন্য হাতে ;

না টানিতে শিঞ্জিনী প্রচণ্ড দিবাকর
খণ্ড করি থুরে থুরে, কোদণ্ড ফেলিলা দূরে,
বসাইলা চাপে অস্ত্র ঘোর আভাময়,
নিরখি তিলার্দ্ধ কালে তনয় বৃত্রের

ধূমদণ্ড—ধূমকেতু-আকৃতি ভীষণ—
ধরিলা সাপটি করে, বাহিরিল থরে থরে,
কিরণের রেখাকারে গগন বিস্তারি
তাম্রময় শলাকা সহস্র সারি সারি।

ঝাপটে ঝাপটে ঝাড়ি যে দিকে হেলায়ে
ধরিছে আকাশমুখে, সে দিকে শলাকা-মুখে,
শিলাকারে ধাতুর বর্ত্তুল বাহিরিছে,
ঘোর শব্দে শূন্যমার্গ ছিঁড়িয়া ছুটিছে;

ক্ষণকাল কভু যাহে পরশে বর্ত্তুল,
ছিন্ন-ভিন্ন চূর্ণকায়, অদৃশ্য করি উড়ায়,
চিহ্ন নাহি রহে তার দেখিতে কোথায়,
ভীষণ বর্ত্তুল হেন কোটি কোটি ধায়!

লণ্ড-ভণ্ড দেব-রথী বিমান-মণ্ডলী।
প্রচণ্ড নিনাদ ঘন, শিলামুখে বরিষণ,
ধাতুর বর্ত্তুল পিণ্ড ঝলকে ঝলকে,—
ভাঙ্গে রথ ধনু অস্ত্রে পলকে পলকে;

ভাঙ্গে প্রভাকর-রথ ক্ষার-দগ্ধ যেন;
বরুণের দিব্য যান, ক্ষণমধ্যে খান খান,
কোটিখণ্ডে কার্ত্তিকের বিমান ভাঙ্গিল,
দেবরথি-কুল ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

তখন দেবেন্দ্র ইন্দ্র সাপটি কার্ম্মুক,
অগ্রসর হৈল রণে, টঙ্কারি ভীষণ স্বনে,
দিব্য চাপে বসাইলা অস্ত্র খরশাণ,
টানিলা ধনুর ছিলা করিয়া সন্ধান—

ছুটিল বিদ্যুৎগতি নিঃশব্দে অম্বরে,
সুশাণিত মহাশর পড়ে ধূমদণ্ড'পর,
কাঁপিতে কাঁপিতে খণ্ড তখনি নিমেষে,
হইল সে ধূমদণ্ড কাশতৃণবেশে।

উড়িল শলাকাকুল দণ্ডমুষ্টি ছাড়ি,
আচ্ছাদি গগন-তনু যেন পরমাণু-অণু,
অদৃশ্য হইল শূন্যে কোটি পথে ছুটি ;—
রুদ্রপীড়-হাত হ'তে পড়ে দণ্ডমুঠি।

নিকটে আসিয়া ইন্দ্র প্রসন্ন-বদনে,
শত সাধুবাদ দিয়া, বৃত্রসুতে বাখানিয়া
কহিলা "সুধম্বি, ধন্য শরশিক্ষা তব,
দেখাইলা বীরবীর্য্য আজি অসম্ভব ;

এখন প্রস্থান কর রণস্থল ছাড়ি ;
সংগ্রাম না কর আর, মনোমত পুরস্কার,
পেয়েছ, হে বৃত্রসুত, লভ গে বিশ্রাম,
নহে দ্বন্দ্ব তব সনে না চাহি সংগ্রাম"।

কহিল দনুজনাথ-তনয় বাসবে।
"হে ইন্দ্র মেঘবাহন, শুনিয়াছ মম পণ,
স্বর্গেতে থাকিতে দেব না ফিরিব রণে,
জীবিতে লঙ্ঘিয়া পণ ফিরিব কেমনে?

বৃথা আকিঞ্চন তব, দেবেন্দ্র বাসব,
করেছি জীবন পণ করিয়া তা উদ্‌যাপন
আজি পুরাইব মম জীবনের আশা,
মরিতে যদ্যপি হয় মিটাব পিপাসা—

মিটাব পিপাসা যুদ্ধ করি তব সনে,
আজি এ সমরক্ষেত্রে, দেখিব প্রফুল্ল নেত্রে
জ্যা-বিন্যাস তোমার কোদণ্ডে সুরেশ্বর,
ধর ধনুঃ, যোধবাক্য রাখ ধনুর্দ্ধর।"

বুঝাইলা নানামত ইন্দ্র মহামতি,
সমরে হইতে ক্ষান্ত, দৈত্যসুতে রণশ্রান্ত,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসম বিপক্ষে সংঘাতিতে,
সতত বিরাগ-ভাব দেবেন্দ্রের চিতে।

নারিলা বুঝাতে যদি কহিলা তখন,
"কর রথে আরোহণ, শরবেগ সংবরণ,
কর তবে পার যদি বেগ নিবারিতে।"
আজ্ঞা দিলা সারথিরে অন্য রথ দিতে।

মাতলি অপূর্ব্ব যান যোগাইল ত্বরা—
বৃত্রসুত দ্রুতগতি, ক্ষণে আরোহিলা তথি,
বাছি বাছি প্রহরণ তুলিলা তাহায় ;
ছুটিল অমররথ অপূর্ব্ব প্রথায় ।

বাজিল অদ্ভুত রণ দুই ধনুর্দ্ধরে ;
কে বর্ণিতে পারে তাহা, ভুবনে অতুল যাহা,
সুরেন্দ্র অমরপতি খ্যাত ত্রিভুবন—
মহাযোদ্ধা ধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দন ।

কিবা কোদণ্ডের গতি—শিঞ্জিনীর ক্রীড়া,
ফিরিছে বিমানদ্বয়, রণক্ষেত্রে সমুদয়,
ক্ষণে দূরে—ক্ষণে কাছে—ঘেরি পরস্পরে,
সহসা সংঘাত যেন আবার অন্তরে !

ফিরিছে বিপুলবেগে, না পরশে তবু,
চূড়া অঙ্গ কেহ কার, যেন রঙ্গে নিত্যকার,
নর্ত্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদ-মন্দিরে—
না ঠেকে বাহুতে বাহু—শরীরে শরীরে ।

কখন দৈত্য-বিমান পুষ্পকে লঙ্ঘিয়া
শূন্যে উঠি ক্ষণকাল, বিস্তারে বিশিখজাল,
সৌদামিনী খেলে যেন নির্ঝরে ভাঙ্গিয়া ।
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া,

পবন বিদারি বেগে মহাশূন্যে ধায়,
দেখিয়া কপোতে দূরে শূন্যে যেন ঘুরে ঘুরে,
দুই বাজপক্ষী ফেরে পক্ষ সাপটিয়া,
নখে খণ্ড খণ্ড দেহ রুধিরে ভিজিয়া।

কখন বহু অন্তরে অচল সমান,
দুই ব্যোমযান স্থির, ধনু ধরি দুই বীর,
খেলায় শর-তরঙ্গ দেখিতে অদ্ভুত।
নিঃশব্দে অন্তর-দেহে অযুত অযুত

ঘুরয়ে মণ্ডলাকারে দুই শরশ্রেণী,
প্রান্ত-সীমা অনুমান, দূরস্থিত দুই যান,
তরঙ্গ আসিছে এক ছোটে অন্য ঝারা
দুই কেন্দ্র-মাঝে যেন বিদ্যুতের ধারা।

যুঝিল এ হেন রূপে সমর-নিপুণ
ধনুর্দ্ধর দুই জন, চমকিত ত্রিভুবন,
যতক্ষণ রুদ্রপীড়-অস্ত্র না ফুরায়—
নেহারে অসুর সুর অসাড়ের প্রায়।

যে মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইল তার তূণ,
তখনি ইন্দ্রের শরে বীরেন্দ্র শতাঙ্গ'পরে
পড়িল সহস্র শরে জর্জ্জরিত তনু,
খসিল শীর্ষক শিরে করতলে ধনুঃ।

পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত,
শূন্য ছাড়ি ব্যোমযান, অচ্ছিদ্র নাহিক স্থান,
ত্রেতায় কর্ব্বুরপতি-শরেতে অস্থির।
পড়িল গণ্ডায় যথা জটায়ু-শরীর।

উঠিল সমরক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি।
আকুল দনুজদল ; বক্ষঃ ভিজাইয়া জল,
পড়িতে লাগিল স্রোতে, ভাসায়ে নয়ন ;
নীরব অমর-দল বিষণ্ণ-বদন।

উঠিল সে কোলাহল—ক্রন্দন-কল্লোল
কনক-সুমেরু-শিরে নেত্রযুগে ধীরে ধীরে,
শচীর শোকাশ্রুধারা বহিতে লাগিল,
সহসা বিবর্ণ-তনু—চপলা কাঁপিল।

জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি'
"কে পড়িল রণস্থলে, কোন বামা-হৃদিতলে,
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে সুখের সংসার ?"

চপলা অস্ফুট-স্বরে রুদ্রপীড় নাম
উচ্চারিল অকস্মাৎ, হৃদে যেন বজ্রাঘাত,
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে—
পড়িল দানব-বধূ ইন্দ্রজায়া-কোলে।

শুকাইল ইন্দুবালা—নিদাঘের ফুল,
হায় রে সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি,
লুকাইল নিদ্রাকুলে—ফুটিবে না আর!
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার!

"কেন রে চপলা হেন নিদারুণ হ'লি?
কেন সে দারুণ শ্বাস, ঘুচাযে সুরভি বাস,
পরশিল এ কুসুমে?"—বলি হৃদে তুলি
ধরিলা ইন্দ্রের রামা সে স্নেহ-পুতলী।

এখানে সমরাঙ্গনে সুরেশ্বর-কাছে,
যুড়িয়া যুগল কর, নয়নে শোকাশ্রু খর,
রুদ্রপীড-সারথি কহিছে খেদস্বরে—
গহ্বরের মুখে যথা গিরি ধারা ঝরে!

"পূরাও সদয় হয়ে, হে অমরনাথ,
কুমার-বাসনা আজি, প্রভাতে সমরে সাজি,
আইলা যখন বীর কহিলা আমায়—
'এক কথা, সারথি হে আদেশি তোমায়,

দেখিবে অন্তিমকাল যখন আমার,
'দেখো যেন রণস্থলে, মম দেহ শক্রদলে,
চরণে পরশি কেহ না করে হেলন—
রাক্ষস পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।

এই অগ্নিচক্ররথ লভিনু যা রণে,
হারাইয়া হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বলো—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন।'

সে রথ উৎসব এবে, হে অমরনাথ,
আজ্ঞা দেহ বীরতনু, কবচশীর্ষক ধনু,
লয়ে তাঁর পিতৃপদে সমর্পণ করি—
পূরাও বীরের সাধ, হে বীরকেশরি!"

বাসব ত্রিদশপতি সারথি-বচনে
কহিলা—"শুন রে সূত, দৈত্যসুত অদভূত
দেখাইলা রণে আজি সমর-কৌশল,
স্তব্ধ সুরাসুর তার হেরি ভুজবল।

এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে;
চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বহিতে
এ বীরেন্দ্র-মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ—
ইথে লয়ে পূর্ণ কর বীর-মনোরথ।"

সারথি সজলনেত্রে সুরেন্দ্র-আদেশে
সৈনিক সহায় করি, তুলিয়া পুষ্পকোপরি,
রুদ্রপীড়-মৃততনু অস্ত্রাদি ভূষণ;
ইন্দ্রাদেশে শব সঙ্গে ফিরে দৈত্যগণ।

বাজিল সমর-বাদ্য গম্ভীর নিনাদে,
রথ-পার্শ্বে সারি সারি চলিল পতাকাধারী,
পদাতি মাতঙ্গ অশ্ব পশ্চাতে চলিল,—
ধীরে ধীরে অমরার দ্বারে প্রবেশিল।

——

ত্রয়োবিংশ সর্গ

পুত্রে আশ্বাসিয়া বৃত্র ফিরিয়া আলয়ে,
করিলা সমর-সজ্জা রণক্ষেত্রে ত্বরা
প্রবেশিতে পুত্রের সহায়ে। আজ্ঞা দিলা
যোধবৃন্দে সমরে সাজিতে অচিরাৎ।

সহস্র কোদণ্ডধর শত যুদ্ধ যারা
যুঝি দেবরথী সনে মথি সুরদল;
লভিলা বিপুল যশঃ অতুল উৎসাহে
সাজিতে লাগিলা দৈত্য আদেশে তখনি।

ফিরিলা সভামণ্ডপে বৃত্র মহাসুর।
মহাপাত্র সুমিত্রে চাহিয়া ধীরভাবে
কহিতে লাগিলা বৃত্র;—"কি কৌশল ধরি—
যুঝিবে দানবগণ—রক্ষিবে নগরী?

কে রক্ষিবে পূর্ব্বদ্বার কেবা সে দক্ষিণে
থাকিবে স্বদল সঙ্গে ? কোন্ সেনাপতি
পশ্চিম-তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে ?
কেবা সে উত্তর দ্বারে প্রহরী নিয়ত ?"

হেন কালে ঘোরতর ক্রন্দন-আরাব
উঠিলা বিমানমার্গে. স্তব্ধ সভাজন
শুনি সে ক্রন্দনস্বর—স্তব্ধ সে নিনাদে
ইন্দ্রারি দনুজেশ্বর চাহি অমাত্যেরে,

জিজ্ঞাসিলা "কোন বীর আবার পড়িলা
শরাঘাতে ? কহ হে সচিব, সহসা এ
কেন হাহাকার ? কেন হেন কোলাহল ?

শুভক্ষণে, হে সুমিত্র, লভিলা জনম
দানবের কূলে পুত্র বীর রুদ্রপীড় !
ধন্য রণশিক্ষা তার—ধন্য বাহুবল !
সফল সাধন এত দিনে। ভুজ-বলে
সমূহ অমরসৈন্য নিবারিলা একা ;

জিনিলা সমরে বহ্নি দুর্নিবার দেব ;
জিনিলা কুবের ভীম-বলী · বিমুখিলা
রুদ্রে একাদশ—রণে রৌদ্র তেজ যার ;
ইন্দ্রের নন্দনে খেদাইলা ফেরু হেন।

নিঃশক্র করিলা পুরী ; প্রাচীর-বাহিরে
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী
দুরন্ত বিশিখজালে, স্বচক্ষে দেখিনু—
সে দুর্জ্জয় সাহস, সমর-নিপুণতা
চারি মহারথী সঙ্গে যুঝিছে একাকী !

জানি মন্ত্রি, জানি তার বীর্য্য-রণোল্লাস
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভাস্করে
ভীমবলী প্রভঞ্জনে, কিংবা শক্তিধরে,

কিংবা মহাপাশধারী বারিকুলনাথে ;
কিন্তু সুরপতি ইন্দ্রে, কি জানি উৎসাহে,
একাকী ভেটয়ে পাছে ? মন্ত্রি হে, সত্বর
আজ্ঞা দেহ রথিবৃন্দে হইতে বাহির।"

হেনকালে রুদ্রপীড়-সারথি বহ্লিক
রাখিলা পুষ্পক রথ অঙ্গনেব মাঝে।
নতমুখে সুপতাকিবৃন্দ দাঁড়াইল ;
মৃদুমন্দ রণ-বাদ্য বাজিল গম্ভীরে ;
শিহরিল সভাজন অসুর-মণ্ডলী ;
কাঁপিল বৃত্রের বক্ষঃস্থল ঘন বেগে।

বহ্লিক সজল-আঁখি রথ হ'তে নামি,
কুমারের রণসজ্জা লয়ে ধীরে ধীরে
প্রবেশিল সভাতলে। হেঁটমুখে আসি
রাখিলা দনুজরাজ-চরণের তলে,

সুদিব্য কবচ, আভাময় সুমেখলা
অসি—কোষ—নিসঙ্গ—কার্ম্মুক—চন্দ্রহাস
রাখিলা, হায়, ফেলি অশ্রুধারা, শীর্ষক
শোভিত সারসপুচ্ছ-গুচ্ছে মনোহর।
দৈত্যরাজে নমি, দাঁড়াইলা যোড়হস্তে;
কহিলা কাঁদিয়া—"প্রভু, কি আর কহিব?"

বৃত্রাসুর, পুত্রশোকে অধীর-হৃদয়ে,
অশ্রুবিন্দু নেত্রকোণে সহসা ঝরিল;
কহিতে লাগিলা সূতে—হায়, বায়ুস্বন
বনরাজি-মাঝে যথা—"হবে না বলিতে
বার্ত্তা তোর, রে বাহ্লক, জেনেছি সকলি,
দৈত্যকুলোজ্জ্বলরবি গেছে অস্তাচলে।"

দূরে নিক্ষেপিলা শূল—এখন নিষ্ফল।
নীরবে বসিলা মহাসুর! ক্ষণ পরে
তুলিয়া লইল বক্ষে পুত্র-তনুচ্ছদ;
চাপিয়া হৃদয়ে ধরি, পুত্রে পাইয়া যেন
আলিঙ্গন দিলা তায় করিয়া চুম্বন।

কবচ, শীর্ষক, নেত্রনীরে ভিজাইয়া।
উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।
যথা মৃদু মৃদু স্বরে সাগর-হিল্লোল
উচ্ছ্বাসে বেলায় পড়ি সিন্ধুগর্ভে যবে
ডোবে কোন নীরকন্যা, মৃদুশ্বাসে তথা
উচ্ছ্বাসিল সভাজন রুদ্রপীড়-শোকে।

শোকাকুল বহ্লিক তখন খেদস্বরে
কহিলা ;—"হে দৈত্যরাজ, হে বীরমণ্ডলী,
হে মিত্র অমাত্যগণ, না দেখিলা, হায়,
কি বীরত্ব দেখাইলা অন্তিমে কুমার।

সূত আমি তাঁর, কত যুদ্ধে নিরখিনু
সে বীরের বীরদর্প--কিন্তু কভু হেন
অদ্ভুত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু
না শুনিনু এ শ্রবণে! বীরচূড়ামণি
মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ।

সূত আমি, কি বর্ণিব, কি জানি বর্ণিতে,
সে কার্ম্মুক-ক্রীড়াভঙ্গী—সে ভুজচালন
বিজলী-তরঙ্গ-লীলা জিনি চমৎকার।

স্তব্ধ হেরি দেবকুল সুররথিগণ,
সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, পার্ব্বতীপুত্র ধীর,
অস্থির আকুল বাণে নারিলা তিষ্ঠিতে,—
চারিজনে একেবারে যুঝিলা কুমার!

কি বলিব, দনুজেন্দ্র চক্ষে না হেরিলা!
না শুনিলা সে বিস্ময়-প্লাবিত উল্লাস,
সাধুবাদ ঘনধ্বনি কত শতবার।
উঠিল সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি।

বাসব আপনি—হায়, শরে যার বীর
গতজীব—বিস্মিত অদ্ভুত বীর্য্য হেরি,
দিলা নিজ পুষ্পরথ, ত্রিভুবনে খ্যাত,
বহিতে বীরেন্দ্র-সজ্জা অর্পিতে ও পদে।”

শুনিতে শুনিতে বৃত্র স্ফুরিত নাসিকা,
বিস্ফারিত বক্ষঃস্থলে দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে ;—
“সাজ, রে দানববৃন্দ—সংহারের রণে।”

হেনকালে তথা শিশুহারা কেশরিণী
বন আন্দোলিয়া ভ্রমে যথা গিরিমাঝে,
আইলা ঐন্দ্রিলা বামা—আলুলিত কেশ,

বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা-সুঘন নিশ্বাস
কম্পিত নাসিকারন্ধ্রে, অঙ্কিত কপোলে-
শুষ্ক অশ্রু-জলধারা ; কহিলা দানবী
ঘোরস্বরে—উন্মত্তা করিণী যেন ভীমা,—

“হে দৈত্যকুলপতি, দৈত্যকুল নির্ব্বংশ
জানিয়া এখনো স্থির আছে দগ্ধ হিয়া ?
শোকে অবসন্ন তনু হুতাশের প্রায় ?
ধিক হে তোমারে, ব্যাধ না বধি এখন
নিরখিছ শূন্য নীড়, উচ্ছিন্ন অটবী ?

হের, দৈত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রুজল
দহিছে এ গণ্ডতল। আরো উষ্ণতর
শোকদাহে দহে হৃদি। তুমি পিতা হয়ে
এখনো অসাড় দেহ না সরে চরণ?

কি কর, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ, ঐন্দ্রিলা কামিনী!
নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে?

জ্বালাতাম ঘোর শিখা চিত্তে দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্তে তার
জ্বালাতাম পুত্রশোক-চিতা ভয়ঙ্কর,
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা।"

সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজবামার
রুদ্রপীড়-রণসাজে; হেরি পুত্র-সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার!
বহিল শোকাশ্রুধারা গণ্ড ভিজাইয়া।

"হা পুত্র! হা রুদ্রপীড়।" বলি উচ্চৈঃস্বরে
লইলা দনুজবামা যতনে তুলিয়া
পুত্রের সমর-সজ্জা—দেখিলা শীর্ষকে
সেই মাঙ্গলিক অর্ঘ্য রয়েছে তেমনি!

জ্বলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া,
কাঁদিল মায়ের প্রাণ! হায় রে! পাষাণে
পশিল অনলদাহ যেন অকস্মাৎ!

উচ্চৈঃস্বরে কোলে করি পুত্র-রণসাজ,
"হা বীরেন্দ্র চূড়ামণি" বলিয়া উচ্ছ্বাসি,
কাঁদিলা দারুণ নাদে ঐন্দ্রিলা দানবী।

"কে হরিল? কারে দিলে, অহে দৈত্যরাজ,
আমার অমূল্য নিধি? হৃদয়-রতন
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম!

এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহায়,
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রুনীরে
সেই চারু চন্দ্রানন! দৈত্যকুলমণি,
দেখিব হে একবার। জীবন-পীযূষে
জুড়াব তাপিত দেহ!—এ জগৎমাঝে
'মা' বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর?

খরাসনে নহ, বৎস জননীর কোলে,
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,
নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম—
দৈত্যপতি, এনে দাও সে ধন আমার।"

কহিলা দনুজপতি—"হে দৈত্যমহিষি,
জানি সে কঠোর বিধি করেছে নির্মূল
বৃত্রের হৃদের আশা কুঠার-আঘাতে!
এ শোক-চিতার বহ্নি জ্বলিবে হৃদয়ে,
হা ঐন্দ্রিলে, যতদিন ভস্ম নহে দেহ!

কি হবে বিলাপে এবে? হা রে অভাগিনি,
বিলাপের বহুদিন পাইবে পশ্চাৎ,
আক্ষেপের এ নহে সময়; আগে ঘাতি
পুত্রঘাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে,

পরে বিলাপিব দোঁহে। হের যুদ্ধসাজে
সসজ্জ সুরথিবৃন্দ—সমর-প্রস্থানে
গমন-উদ্যত আমি, বিলাপি এখন
চিত্তের উৎসাহ-বেগ না হর মহিষি।"

দানবের তেজঃপূর্ণ বচনে ঐন্দ্রিলা
পাইলা স্বভাব পুনঃ, অশ্রুধারা মুছি
কহিলা—"দনুজনাথ, প্রতিশ্রুত হও—
পুত্রঘাতি-পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ—

তবে সে হৃদয়-জ্বালা ঘুচিবে কিঞ্চিৎ;
তবে সে বুঝিব বীর শূলধারী তুমি!
তবে সে জগৎমাঝে এ মুখ আবার
দেখাব দনুজ-কুল-মহিলার কাছে।"

কহিলা দনুজেশ্বর উত্তরি বামায় ;—
"পূরাইব মনোবাঞ্ছা, মহিষি তোমার—
এ শূল-আঘাতে পারি যদি পূরাইতে ।"

"পারি যদি পূরাইতে ?—কি কহিলা হায়"
কহিলা ভুজঙ্গশ্বাসে ঐন্দ্রিলা দানবী ;—
"হৃদয়-শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে,
প্রতিহিংসা নাহি তায় ? নহ কি সে তুমি—
সেই মহাশূর বৃত্র দেব-অন্তকারী ?

এখন(ও) তৃতীয় অংশ নহিল অতীত
ব্রহ্মার দিবসমানে, ভৈরব-ত্রিশূল
এখন(ও) ধরিছ হস্তে তেমতি প্রতাপি,
'পারি যদি পূরাইতে'—বলিলে দৈত্যেশ ?"

বুঝাইলা বৃত্রাসুর সান্ত্বনিয়া তায়
প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনঃ মস্তক পরশি,
নাশিতে ইন্দ্রের সুতে ।—স্থিরচিত্তে তবে
ধীরগতি ঐন্দ্রিলা ফিরিলা ইন্দ্রালয়ে ।

তখন দনুজপতি সুমিত্রে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা পুত্র-অন্ত্যেষ্টি যেরূপে
সমাধা হইবে অন্তে । হেনকালে সেথা
প্রবেশিল বীরভদ্র মহাকাল-দূত ।

সম্ভ্রমে দনুজপতি প্রণতি করিয়া
সম্ভাষিলা শিবদূতে কহিলা প্রথমে—
"বৃত্র, তব পুত্রতনু সুমেরু-শিখরে
লইতে বাসনা মম। অন্ত্যেষ্টি-সৎকার
সে বীরের করিবেন ইন্দ্রাণী আপনি।

ইন্দুবালা-তনু সঙ্গে অনন্ত-মিলনে
মিলায়ে সে বীর-তনু সুমেরু-অঙ্গেতে
রাখিবেন সুরেশ্বরী ;—হে দনুজনাথ,
পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিপ্রাণা
ইন্দুবালা। দানবেন্দ্র, লুকাইছে, হায়,

সে সুষমা-রাশি আজি সুররমা-কোলে!
নিষেধ না কর, দৈত্যনাথ, পুত্রনাম
প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে চিরদিন।"
নীরবিলা শিবদূত এতেক কহিয়া।

কহিলা দনুজনাথ—"শুকায়েছে হায়,
সে চারু কোমললতা ইন্দুবালা মম ;
হের মন্ত্রি বিধাতার বিধি অদভূত—

দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে এককালে। ছাড়িলা যখন
রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর
দৈত্য-কুল-লক্ষ্মী তার ঘরে? জানিলাম,
এত দিনে অসুরকুলের অবসান!

হা মাতঃ সুশীলে! তব অন্তিমকালেতে
চক্ষে না দেখিনু তোমা! সেবিলে মা কত
তনয়ার স্নেহে বৃত্রে—বৃত্র জীবমানে
মরিলে শত্রুর কোলে? মৃত্যুর সময়ে
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে!
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে?"

আক্ষেপি এরূপে বৃত্র নিশ্বাসি গভীর,
কহিলা লইতে তনু মহেশের দূতে,
বীরভদ্রে প্রণমিয়া করিলা বিদায়।

চাহি পরে মহাসুর সৈনিক-বৃন্দেরে
সাজিতে আদেশ দিলা—আদেশিলা শূর
সাজিতে দনুজকুলে। কি বৃদ্ধ তরুণ
চলিল দনুজবীর যে যার আলয়ে,
ঘোষিল অমরমাঝে সূর্য্যোদয়ে রণ!

হায় রে সে নিশি যেন গাঢ়তর বেশে
দেখা দিলা অমরায়! প্রতি গৃহে পথে
মৃদুল করুণ স্বর! আলয়ে আলয়ে
গৃহীর হৃদয়োচ্ছ্বাস মধুর গভীর

পিতাপুত্রে, মাতাসুতে, ভগিনী-ভ্রাতায়
কত ধীর আলাপন, মধুর সম্ভাষ
বিনয়, করুণা, স্নেহ, মমতা-পূরিত।

বনিতার সুললিত কতই বিলাপ!
পতির আশ্বাস প্রেমময় মোহকর!
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রে সাজাইছে মাতা
চুম্বি কতবার স্নেহে পুত্রের ললাট।

মুছি নেত্রনীর বীর অলীক আশ্বাসি
বুঝাইছে কত তায়। জননীর প্রাণ
ভুলে কি ছলনে, হায়! আরো গাঢ়তর
অন্তরে ছুটিছে বেগ পরাণে আঘাতি।

কত শতবার খুলি তনুত্র কঠিন
তনয়ে ধরিছে বুকে! কোন বা আলয়ে
সোদরের পরিচ্ছদ বাঁধিতে বাঁধিতে
ভগিনী কাঁদিছে শোকাকুল অর্দ্ধভগ্ন,

অস্ফুট নিশ্বাস, নীর-ধারা দর দর
নয়ন-যুগলে! পতি-আজ্ঞা শিরে ধরি,
কোন বা রমণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ।

কোন বা রমণী ধবে তুলি শিশু-কর,
কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠ
সে কোমল করে। হায়! কেহ বা ধরিছে
পতির অধরদেশে শিশুর অধর!

সুমধুর হাসি মুখে খেলিছে বালক
কিরীটের গুচ্ছ তুলি—আনন্দে দুলায়ে
অশ্রুতে মিশায়ে হাসি হেরিছে রমণী।
সজল-নয়ন মরি এবে অবিচল।

চাহে কোন সীমন্তিনী স্বামীর বদনে
করে তুলি খড়্গ-কোষ, কোন বা বালক
পিতার কবচ অঙ্গে, হাসিতে হাসিতে
আসিছে জননী-কাছে—কাঁদিছে জননী।

পুত্রে সাজাইছে পিতা, পিতার পৃষ্ঠেতে
কৌতূহলে পূর্ণ তূণ বান্ধিছে তনয়!
বুঝাইছে বধূকুলে বৃদ্ধ পুরবমা!
মায়ে সান্ত্বনিছে সুতা, জননী কন্যায়!

শুকাইছে কত ফুল্ল প্রফুল্ল আনন,
গত নিশি প্রস্ফুটিত অরবিন্দ সম,
ছিল প্রস্ফুটিত যাহা! হায়, কত আঁখি
দুঃখেতে মুদিছে আজি! গত বিভাবরী
যে বদন দেখিবারে হৃদয় উৎসুক,

আজি নিশি নাহি চাহে নিরখিতে তায়!
যে হৃদয়-পরশনে শীতল পরাণ
সিঞ্চিত পীযুষ-ধারা, তপ্ত তাহা আজি—

পরশনে দগ্ধ হৃদিতল   শ্রুতিমূলে
যে বচন কালি সুমধুর, আজি তাহে
বিন্ধিছে কণ্টক ! কত স্নেহ, আশা, আহা,

কত চিন্তা, ভয়, প্রতিদিন দানবের ঘরে
একত্র তরঙ্গ তুলি ফিরিছে সে নিশি,
না হয় বর্ণন হায়, সে হৃদি-প্লাবন !

পুড়িছে সবার বুক, কোলে করি কেহ
হেরিছে শিশুর মুখ—চুম্বনে বিহ্বল !
কেহ প্রিয়তমা-অশ্রু মুছিছে যতনে
হৃদয়ে চাপিয়া সুখে ! কেহ বা কাঁদিছে !

ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আহা, সে কাল-নিশাতে
বিদায় কতই মত ! সখায় সখায়
শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্নেহেতে !
আলিঙ্গন পিতা-পুত্রে—জননী-আশিস,
সে তামসী অমরায় নিরখিলা কত !

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

অমরায় বিভাবরী হইল প্রভাত,
খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, তূণ তরল কিরণে
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে। সিন্ধু যেন
সে ঘোর সমরভূমি—অকুল—গভীর !

দেব-দৈত্য-চমূদল ঊর্ম্মিকুল প্রায়
ভাসিছে কিরণ মাখি সে রণ-সাগরে!
সে কিরণে প্রভাতিল ভীম শোভাময়
অপূর্ব্ব অমর-ব্যূহ বাসব-রচিত।

বহু দেশ যুড়িয়াছে বাহিনীবিন্যাস—
অস্তাচল, হেমকূট, তাম্রকূটগিরি,
পর্ব্বত-পারদ-গর্ভ প্রবাল-ভূধর.

মনঃশিলা শৈলকুল আদি আচ্ছাদিয়া
মণ্ডল-ভিতরে সৈন্য-মণ্ডল স্থাপিত—
অপূর্ব্ব শ্রবণাকৃতি। মধ্যস্থলে তার
যক্ষপতি আদি সুররথী—শরাহত
দেবগণ. চৌদিকে স্তবকে সুরসেনা;
রক্ষিতে সেনানীবৃন্দ রণে সুনিপুণ।

ব্যূহ নিরখিয়া ইন্দ্র অরুণ-উদয়ে
দেব-সেনাপতিগণে করিলা আহ্বান
আপনার পটগৃহে; বাসব-আদেশে
আ(ই)লা জলকুলপতি বরুণ সুধীর

বৃত্রসুতবাণে বিদ্ধ বাম উরুদেশ
পাশে রাখি দেহভার খঞ্জের গতিতে
আইলা ইন্দ্রের পার্শ্বে। সূর্য্য মহাবলী
তীক্ষ্ণ শরে দগ্ধতনু, আইলা সত্বর
ইন্দ্র-পটগৃহে বিদ্ধ বাম-ভুজ ধরি।

আইলা সে অগ্নিদেব অস্থির দহনে ;
আ(ই)লা দেব প্রভঞ্জন চঞ্চল-গতিতে ;
আ(ই)লা দণ্ডধর যম করাল-মূরতি ;
জয়ন্ত বাসব-পুত্র দেব ষড়ানন ।

যথাস্থানে যে যাহার কৈলা অধিষ্ঠান !
সুরপতি চাহি সূর্য্যে, অনলে, বরুণে,
কহিলেন,—"হে অমর মহারথিগণ,
চিত্ত মম আকুলিত হেরি তোমা সবে ;

হেন শরদগ্ধ-তনু—না জানি এরূপে,
দুর্গতি করিলা দেবে বৃত্রের তনয় ।"
জিজ্ঞাসিলা—"কোথা এবে যক্ষ ধনপতি ;
না আইলা কেন দুই অশ্বিনীকুমার ;
কোথা একাদশ রুদ্র, অন্য বীর আর ?"

উত্তরিলা বারীশ বরুণ পুরন্দরে,—
"আমা সবা হ'তে শরদগ্ধ গুরুতর
সে সকলে, হে সুরেন্দ্র, গতিশক্তিহীন
কোন দেব, মূর্চ্ছাগত কেহ বৃত্রসুত-
শরাঘাতে !" শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিলা কত !

কহিলা অমরপতি—"হে সেনানীগণ,
হত এবে সে অসুর ভীম ধনুর্দ্ধর ।

কিন্তু দুষ্ট বৃত্রাসুর জীবিত এখন(ও),
দৈত্যপতি সমরে দুর্ব্বার ! যার রণে
অমরা-বঞ্চিত দেবগণ ! সে দুরাত্মা
সংগ্রামে পশিবে অচিরাৎ ; কি উপায়ে
নিবারিবে তায় এ সময়ে ? কহ শুনি !

দধীচির অস্থিবলে, পিনাকি-আদেশে,
পেয়েছি অব্যর্থ অস্ত্র—বজ্র প্রহরণ ;
কিন্তু সে অসুব ইথে না হবে নিপাত
না হইলে ব্রহ্মদিবা শেষ ! কি উপায়ে,
কহ, দৈত্য দুরন্ত সমরে নিবারিবে ?”

বলি কোষ হ'তে তুলি ধরিলা দম্ভোলি
দৃঢ়করে পুরন্দর। ধক ধক জ্বালা
জ্বলিতে লাগিল অস্ত্র করি দীপ্তিময়
সে দেব-পটমণ্ডপ—অনন্ত শিবির ;

উত্তাপে অস্থির দেবকুল, দেখি ইন্দ্র
ভীম বজ্র রাখিলা আবার বজ্রাধারে।
ভীষণ দম্ভোলি-তেজ হেরি বৈশ্বানর,
আহ্লাদে অধীর, অঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,

কহিলা অসহ্য কণ্ঠবেদনা উপেক্ষি,—
“অমরেন্দ্র। শুন কহি মম অভিলাষ,
তিলার্দ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর,

অসুরে সংহার বজ্রে অদৃষ্ট-লিখন
কে বলে খণ্ডিত নহে, সুযোগে সকলি
শুভফল। না থাকিলে এ বেদনা মম,

এখনি, সুরেশ বধিতাম বৃত্রাসুরে
এ অস্ত্র-আঘাতে।" শান্ত কৈলা সুরপতি
উগ্র হুতাশনে বুঝাইয়া নানামত।

তখন ভাস্কর—গ্রহকুলপতি দেব
তীব্রতর স্বরে উচ্চে নিনাদি কহিলা,—
"হে সুরেন্দ্র, ভয় যদি দম্ভোলি-নিক্ষেপে,
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি
খণ্ড-মুণ্ড হয় কি না দুরন্ত অসুর।

প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে বজ্রের প্রহারে
লুটিবে অসুর-মুণ্ড—বিস্তীর্ণ শ্মশানে
শূন্য কুম্ভ ঝড়ে যথা। না জানি, সুরেশ,
কি হেতু অসাধ তব হেন রিপু-নাশে,

আপনি অক্ষত দেহ। জরজর তনু
দেবকুল অস্ত্রাঘাতে। কি জানিবে কহ,
ছিলে লুকাইয়া দূরে কুমেরু-গহ্বরে।

সূর্য্যের বচনে ক্রুদ্ধ জলদলপতি
কহিলা—"হা ধিক, ধিক দিবাকর,

দেবেন্দ্রে এ ভাষা। সর্ব্বত্যাগী সুরপতি
দেবতার হিতে, লজ্জা, ঘৃণা পরিহরি
বিশ্বদ্বারে ভ্রমিলেন ভিক্ষুকের বেশে;
তাঁরে এ পরুষ-বাক্য? হে ধ্বান্তবিনাশী,

অন্ধ কি হইলা ক্লেশে? কহ সে কাহার
নহে শরদগ্ধ দেহ! একাকী সমরে
যুঝিলা কি দৈত্যসুতে? কি সাহসে হেন
অহঙ্কার, হে সবিতঃ—ভীরু অপবাদ

দিলা ইন্দ্রে এ সুরমণ্ডলে? লজ্জাহীন
ভীরু যে আপনি, অন্যে ভাবে সে তেমনি।
এত কহি নীরবিলা সিন্ধুকুলপতি।

সুরেন্দ্র তখন শান্ত করি বারিনাথে,
কহিলা সুধীরভাবে গম্ভীর বচন;—
"হে সূর্য্য, অসুর-নাশে অসাধ আমার—

দেব-দুঃখে নহি দুঃখী—নহি হে ব্যথিত
শরব্যথা বিহনে শরীরে? অকারণ
অরাতি নাশিতে করি হেলা?—হে দিনেশ,
সহস্রাংশু, ঘুচাও সে চিত্তভ্রম তব,
লহ এ সংহার অস্ত্র, বিনাশ অসুরে।"

এত কহি সূর্য্য-অগ্রে রাখিলা দম্ভোলি।
আগ্রহে ভাস্কর হেরি সে ভীম আয়ুধ,
তুলিতে করিলা যত্ন দুই ভুজে ধরি ;
প্রকাশিলা যত শক্তি ভুজদণ্ডে তাঁর ;

তুলিতে নারিলা বজ্র—লজ্জানত-মুখে
দাঁড়াইলা দূরে গিয়া দেব-অন্তরালে !
হাসিলা অমরবৃন্দ উচ্চ অট্টহাসে
হেরি সূর্য্য-পরাভব ব্যঙ্গস্বরে কত
বিদ্রূপিলা কত জন কূটতিরস্কারে।

তখন বাসব শীঘ্র পীযূষ-তুলনা
বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার
নিবারিলা সর্ব্বজনে—"হে দেবমণ্ডলী"
কহিলা বিশদস্বরে—"গৃহ-বিসংবাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগতীমাঝে ;

বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ !
কে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ্ ভুঞ্জিতে ?
দেবতার কত হীন মানবের জাতি,
তাদের(ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে,

কতই সখ্যতা স্নেহ আত্মীয়-স্বজনে
সৌভাগ্য সে যত দিন। সৌভাগ্য ফুরালে
সুখের সংসার ছার—শার্দ্দূল-কলহ
আত্মীয়-কলহে গৃহে ! ভ্রাতৃত্ব উচ্ছেদ।

সে প্রবাহ দেবকুলে করিতে প্রবল
চাহ কি অমরগণ ? আত্ম-বিস্মরণ
বিপদে এতই দেবে, ওহে দেবগণ ?"

এতেক বলিয়া ইন্দ্র আবার নীরব,
ভাবিতে লাগিলা চিত্তে কিরূপে অসুরে
ভেটিবে সমরে পশি। পার্ব্বতীনন্দন
কার্ত্তিকেয় সেনাপতি সমর-কুশল
কহিলা যুদ্ধের প্রথা ব্যূহমধ্যে থাকি,

রক্ষিতে স্বপক্ষবল ; বরুণ বিচারি
রণে ক্ষান্তি ক্ষণকাল দিলা উপদেশ ;
অন্য দেবগণ মত দিলা যে যাহার।

ভাবিত—অমর-পতি অমর-শিবিরে,
হেনকালে মহাশৃঙ্গে বিদারি বেগেতে
আ(ই)লা শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল।

সুধিলা বাসব শিবদূতে শিবশিবা-
বারতা, কৈলাস-সুসংবাদ। শিবদ্বারী
নন্দী ইন্দ্রে বন্দিয়া তখন কহিলা "হে—
অমরেন্দ্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা,
শচী-দুঃখ হরিতে সতত চিন্তা তাঁর ;

পাঠাইলা, হে বাসব, জানাতে তোমায়
বৃত্রের খণ্ডিল ভাগ্য—অকালে অসুর
পড়িবে দম্ভোলি-ঘাতে। হে শচীবল্লভ,

বিলম্ব না কর আর, বজ্রে বিদারিয়া
বক্ষঃ চূর্ণ কর তার; ভৈরব আপনি
কুপিত ঐন্দ্রিলা-দম্ভে কৈলা এ বিধান।

এত বলি শিবদূত ফিরিলা কৈলাসে,
ধূমকেতু-বেগে গতি উজলি অম্বর।
মহানন্দে কোলাহল দেববৃন্দমাঝে।

ক্ষণকালে ত্রিভুবনে ঘোষিল সংবাদ—
ইন্দ্র-বৃত্রাসুরে রণ বৃত্রের সংহার
বজ্রাঘাতে। বিহ্বলিত কৌতুক-হরষে
চতুর্দ্দশ লোকবাসী সিন্ধু-ব্যোমচর
ছুটিল বিমানমার্গে। আইল যক্ষকুল;

বিদ্যাধর, অপ্সরা, কিন্নরবর্গ যত;
আইল কর্ব্বুরগণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ;
আইল সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ,
দেবর্ষি, মহর্ষি, যতি, শুচি-আত্মা যত;

আইল ব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রাণী শূন্যদেশে;
আকাশের দূরপ্রান্তে শূন্যযানে চাপি
রহিলা সকলে ব্যগ্র। সে রণ দেখিতে
খুলিল ব্রহ্মাণ্ডদ্বার অম্বর সাজায়ে;

নানাবর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স,
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ,
কত দিব্য বাতায়ন খুলে চন্দ্রলোকে,
ছড়ায়ে বিমানপথে চন্দ্রলোক-শোভা।

সূর্য্যলোকে কত কোটি বাতায়ন, আহা,
খুলিল অতলমূর্ত্তি লোমহর্ষকর
অদ্ভুত সৌন্দর্য্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে।

প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্রে
খুলিল কতই দ্বার, গবাক্ষ, তোরণ,
বিপুল অনন্তকোলে অনন্ত শোভায়,

প্রতি বাতায়ন-পথে গবাক্ষের দ্বারে
প্রাণিবৃন্দ অগণন ; শূন্য যেন আজি
প্রাণিময়—পরিপূর্ণ জীবন প্রবাহে।

সে শোভা হেরিতে রমা শ্রীপতি সহিত
খুলিলা বৈকুণ্ঠদ্বার। খুলে ব্রহ্মলোক
অতুল তোরণ, আজি ব্রহ্মলোকবাসী।
খুলে দ্বার মহাকাল কৈলাস-ভুবনে!
তুষিল সুরভি-গন্ধে পূরিল জগৎ!

বিহ্বলিত চৌদ্দলোকে প্রাণীর মণ্ডল
সে সৌরভ-ঘ্রাণ লভি। আকুলিত প্রাণ
দেখিতে লাগিল শূন্যে বৈকুণ্ঠ-ভুবন,
অতুল ব্রহ্মার পুরী, বিশাল কৈলাস,

মোহে অচেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল
ইন্দ্র, বৃত্রাসুর, স্বর্গ, সমর-প্রাঙ্গণ!
হেথা ইন্দ্র ব্যূহ-মাঝে প্রবেশি তখন
নিরখিলা—একে একে দেবরথিগণে
সমরে আহত যত, কিংবা সে মূর্চ্ছিত!

ধনেশ্বর কুবের অশ্বিনীসুত-দ্বয়ে,
সান্ত্বনিলা মিষ্টস্বরে। রুদ্র একাদশে
স্নিগ্ধ করি, স্নিগ্ধ করি অন্য দেবে যত
আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিলা বাসব

করি ব্যূহ প্রদক্ষিণ। আসি বহির্দ্দেশে
আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে পুষ্পক,
আজ্ঞা দিলা নিজ নিজ রথ সাজাইতে,

অন্য যত সুর রথী। শিবির যুড়িয়া
সাগর-কল্লোলধ্বনি উঠিল আকাশে।
সাজাইলা অরুণ সূর্য্যের সুবিমান
একচক্র রথবর অদ্ভুত দেখিতে!

গতি মনোহর অতি, প্রদীপ্ত চূড়াতে
সপ্ত স্বর্ণ-কুম্ভ-শোভা। নিয়োজিলা তায়
সপ্ত শ্বেততুরঙ্গম বঙ্কিম বিশাল,
জিনি দুগ্ধফেনরাশি শুভ্র-তনুরুহ,

ক্ষণে পারে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে! বৈনতেয়
উঠি শীঘ্র বসিলা স্যন্দনে। সে আদেশে
অনল-সারথি রথ সাজাইলা দ্রুত ;
সুলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময়,

রক্তবর্ণ দুই অশ্ব, নাসারন্ধ্রে শ্বাসে
প্রশ্বাসে ছুটিছে ধূম! আনি যোগাইলা
কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণবর্ণ শমন-স্যন্দন
কৃতান্ত-সারথি ভীম! শঙ্খবিরচিত
শত-চক্র শতাঙ্গ সুন্দর বরুণের,

বেগে যার রসাতল সদা বেগময়,
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সিন্ধুর শরীর,
যবে বারিনাথ রঙ্গে, বারিধি-বিহারে,
ভ্রমেন বারুণী সঙ্গে—সাজাইলা সূত

কুমার-সারথি দ্রুতগতি সাজাইলা
শতচূড় শিখিধ্বজ স্কন্দের বিমান ;
কুরঙ্গ-বাহন বায়ু-বিমান সাজিল ;
সাজিল শতাঙ্গ অন্য যত অমরের!

হেনকালে মাতলি সারথি কৃতাঞ্জলি
নিবেদিলা পুরন্দরে—"পুষ্পক বিমান
দিলা দেব, রুদ্রপীড়-শব বহিবারে,
কি বাহনে সুররাজ পশিবেন রণে ?"

চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিলা আনিবারে
উচ্চৈঃশ্রবা মহা অশ্ব—অশ্বকুলপতি।
মাতলি ঘোটক আনি দিলা ইন্দ্রপাশে।

হেরিয়া বাসবে, উচ্চৈঃশ্রবা ঘন ঘন
ছাড়িল নাসিকাধ্বনি, তুলাইয়া সুখে
ফুলাইয়া গ্রীবাদেশ, কেশর সুন্দর—
ঘন হ্রেষাধ্বনি ঘ্রাণে, ঘন খুরাঘাতে
খুঁড়িতে লাগিলা মনঃশিলা স্বর্গতলে,

অভ্র জিনি তনুশোভা শুভ্র সুচিক্কণ,
ক্ষীরোদ সমুদ্রজাত ঘোটক অদ্ভুত।
সাজাইলা আপনি সে অশ্বে সুররাজ ;

সুদিব্য আসন পৃষ্ঠে রশ্মি তেজোময়
গলদেশে শোভিতে লাগিল—সৌদামিনী
বেড়িল যেমন গ্রীবাদেশে! মহাহর্ষে
শচীনাথ ধরিয়া দম্ভোলি, আরোহণে
করিলা উদ্যোগ। হেনকালে শূন্যপথে
সুমেরু হইতে দ্রুত নামিল পুষ্পক ;

চপলা সুন্দরী বসি তায়, তড়িল্লতা
হাস্যচ্ছটা মুখে! হেরি ইন্দ্রে দ্রুতগতি
নামিলা চপলা, নিবেদিলা শচীনাথে
শচীর কুশলবার্ত্তা, কহিলা, যেরূপে
পাইলা পুষ্পকরথ হেমাদ্রি-শিখরে ;

ইন্দুবালা-বারতা সংক্ষেপে বিবরিয়া
দাঁড়াইলা নম্রমুখে। চপলারে হেরি
সুধাইলা সযতনে কতই সংবাদ
সুরনাথ বার বার, কত চিত্তসুখে
শুনিতে লাগিলা যত কহিলা চপলা।

সহর্ষ উৎসুক মনে আশীষি তখন,
কহিলা পৌলোমীনাথ, "হে চারুরঙ্গিণি,
চিরসহচরী ইন্দ্রাণীর, কহিও সে
স্বর্গসুখ-সুখিনীরে, স্বর্গরাজ্য তাঁর
উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিব তাঁহারে,
চিরতৃষ্ণা মিটাব চিত্তের! ফির এবে
সুহাসিনি, সুমেরু-শিখরে নিরাপদে।"

এত বলি শচীনাথ চপলার পানে
চাহিলা প্রফুল্লমতি; হেরিলা—রঙ্গিণী
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্র-কলেবর,
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন! ইন্দ্রে হেরি
সলজ্জ-বদনে বামা, মুদিল নয়ন ;

রাঙিল সুগণ্ডতল, কাঁপিল অধর।
বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে
ভীমরূপ ত্যজি বজ্র দিব্য তেজোময়
ধরিছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিধি-হরি-হর
তেজে নিত্য সচেতন ; হেরিছে সঘনে
স্থির সৌদামিনী-শোভা অস্থির নয়নে।

হাসিল বাসব, আজ্ঞা দিলা মাতলিরে
আনিতে কুসুমদাম, কহিলা—"চপলে,
পূরাব বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব

আজি সুর-রণভূমে ত্রিলোক সাক্ষাতে
তেজঃকুলেশ্বর বজ্রে বিবাহ উৎসব
হবে পরে।" মাতলি আনিয়া পুষ্পমালা
দিলা সুখে ইন্দ্র-করে, আনন্দে বাসব
অর্পিলা চপলা বজ্রে সে কুসুমদামে।

স্বয়ংবরা হইলা চপলা মনসুখে ;
বরিলা লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে ;
অমর সমরক্ষেত্রে—বৃত্রবধ-দিনে!

বাজিল সমরভেরী তুরী শঙ্খ কত ;
উঠিল আনন্দধ্বনি ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে
পূরিয়া সমরক্ষেত্র—অনন্ত যুড়িয়া
অবিশ্রান্ত পুষ্পধারা হইল বরিষণ।

কোলাহলে পূর্ণ দশদিক। দ্রুতগতি
ইন্দ্রপদে নমিলা চপলা ; হাসি দেব
দিলেন বিদায়। ভীম অস্ত্রমূর্ত্তি পুনঃ
ধরিলা দম্ভোলি শত্রুদম্ভ-সংহারক !

রচিয়াছে মহাব্যূহ বৃত্র মহাসুর
দিগন্ত অর্দ্ধেক যুড়ি উদয়-অচল,
পিঙ্গল, ত্রিকূটনাগ, গোত্র ধরাধর
লোকালোক ক্ষ্মাভৃৎ অচল মাল্যবৎ

ভূধর রজতকূট হিমাঙ্গ শিখর
ছেয়েছে দানবসৈন্য। রচিয়াছে ব্যূহ
একাদশ মণ্ডলীতে বাহিনী সাজায়ে
বিন্যাসিয়ে রথ অশ্ব গজ পদাতিক।

পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন বিস্তারিয়ে পাখা
বসেছে নগেন্দ্র-শিরে—দেখিতে তেমতি
দৈত্য-চমূর গঠন। মধ্যে নিজদল,

বৃত্র ঐরাবতপরে, ঘেরিযা তাহার
পরাক্রান্ত দৈত্যসেনা ; সৈনিক সুরথী
পর্ব্বতের শ্রেণী যেন নগেন্দ্র বেষ্টিয়া।

হেনকালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি,
নাচিল বীরের হিয়া লহরে লহরে,
সাগর-তরঙ্গ-তুল্য বিপুল বিশাল
দুলিয়া ভাঙ্গিয়া পুনঃ মিলিয়া আবার
চলিল দনুজ-দল সেনানী চালনে।

দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকারে
ঝক ঝক কিরণ চমকে অস্ত্রপরে
রণধ্বজ ঝলসে তনুত্রে ধনুহুলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছাস দিগন্ত ব্যাপিয়া!

সাজিয়াছে রণসাজে দৈত্যকুলপতি
বৃত্রাসুর—বান্ধি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়,
দুই খণ্ড গণ্ডারের দৃঢ় চর্ম্মপেটি
দুই উপবীতাকারে বান্ধিযাছে ঘেরি
বক্ষোদেশে। বাম-করে ধরেছে ফলক
সূর্য্যের মণ্ডলবৎ—প্রচণ্ড, বৃহৎ,

দক্ষিণে ভৈরব-দণ্ড শূল বিভীষণ;
ঐরাবত-করি-পৃষ্ঠে বসেছে অসুর
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন। করিকুলরাজ
গত রণে জিনি যায় লভিলা দানব
চলিলা বৃংহিত করি—চলিলা পশ্চাতে
দনুজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মালা।

ছুটিল ইন্দ্রের রথ গগন আন্দোলি ;
কভু শূন্যে কভু নিম্নে কভু পার্শ্বদেশে.
বিজলীর বেগে গতি ছিন্ন-ভিন্ন করি
দৈত্য অনীকিনী পার্ষ্ণি, কক্ষ, বক্ষোদেশ,
ঘনদল অম্বর বিদীর্ণ চক্রাঘাতে ।

ইরম্মদে রথচক্রে জ্বলিতে লাগিল
তড়িদ্দাম—জ্বলিল সহস্র অক্ষি তেজে ।
শরজাল ভয়ঙ্কর শূন্যে বরষিল
মুষলের ধারে যেন বরিষার ধারা !

অপূর্ব্ব শিঞ্জিনী-ভঙ্গী ! মুহূর্ত্ত ভিতরে
দিগন্ত ব্যাপিযা শর সর্ব্বজন'পরে
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদিকে রণস্থল ঢাকি ;

পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব হস্তী
অসংখ্য পদাতি—মহাঝড়ে তরু যেন
কিংবা বজ্রাঘাতে যথা শৈলকুলচূড়া ;
ব্যূহ ভেদি প্রবেশিলা সুরেশ স্যন্দন,

ভ্রমিতে লাগিল বেগে দাবাগ্নি যেমন
ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি,
কিংবা যথা উর্ম্মিকুল, সিন্ধু উথলিয়ে
ধায় রঙ্গে বেলাকূলে উপল আছাড়ি !

ছিন্ন কৈল দুই পক্ষ সুরেশের শরে
ব্যূহ-কলেবর ছাড়ি—যথা বৃত্রাসুর
বেষ্টিত দানব-বীরদলে। রক্তস্রোত
প্রবাহিত বিপুল তরঙ্গে চারিদিকে।

দেখি দৈত্য মহাভয়ে দম্ভে চালাইলা
মহাহস্তী ঐরাবত ; ছাড়িল মাতঙ্গ
কোটি শঙ্খনাদ শুণ্ডে, গর্জ্জিল তখন
ভীম শব্দে দৈত্যনাথ, গর্জ্জিল যেমন
অম্বরে জলদদল ; কহিলা হুঙ্কারি—

"রে পাষণ্ড, এ প্রচণ্ড ভুজতেজ আগে
না নিবারি, বধিছ দনুজ-পদাতিক ?
তস্করের প্রায় বৃত্রে এড়ায়ে সমরে
ভ্রমিছ রে রণভূমে ভীরু হীনমতি !
তুল্যজনে সংগ্রামে না ভেটি, হস্তী হয়
বধিছ নির্লজ্জ-প্রাণ ! ধিক হে বাসব !

কি হেতু আইলে রণে ভয়(ই) যদি এত
অসুরের ভুজবলে ? সে ভুজ-প্রতাপ
হের পুনঃ।" কহি, শূন্যে তুলিলা অসুর
মহাকাল শূল ভয়ঙ্কর ! না উত্তরি
সুরনাথ কোদণ্ড ধরিলা ভীমতেজে
লক্ষ্য করি ঐরাবতে নিমেষ-ভিতরে
কর্ণমূলে নিক্ষেপিলা সুতীক্ষ্ণ বিশিখ,

অস্থির জ্বালায় মহাবারণ মাতিল,
ঘোর শব্দ শূন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে
না মানি অঙ্কুশাঘাত ! ভীম লম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলাতলে—

শূলহস্তে ! লক্ষ্য করি ইন্দ্র-বক্ষঃস্থল
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূরে হেনকালে
দেখিলা দনুজপতি জয়ন্ত-পতাকা ।

নিরখি ইন্দ্রের পুত্রে নিজ পুত্রশোক
জ্বলিল হৃদয়তলে, স্মরিলা তখন
ঐন্দ্রিলার ভীমবাক্য, প্রতিজ্ঞা কঠোর,
হুঙ্কারিলা ঘোর স্বরে অসুর দুর্জ্জয়,

ছুটিলা উন্মত্ত যেন মথি সুররথী,
লুক্কায়িত শার্দ্দুলেরে যথা বনমাঝে
খুঁজে ব্যাধ বনরাজি আন্দোলন করি,
কিংবা পক্ষিরাজ বাজ কপোত হেরিয়া
ধায় যথা শূন্যপথে—ছুটিলা দিতিজ ।

হেথা ইন্দ্রে ঘোর রণে দৈত্যবীর যত
ঘেরিল নিমেষকালে ! তুমুল সংগ্রাম
বাজিল বাসব সঙ্গে । কম্বোজ, খড়ক,

থরথুর ধবলাক্ষ ঘেরিল পুষ্পকে
স্বদল সহিত এককালে ; সুরপতি
যুঝিতে লাগিলা রণমদে। পশুরাজে
বনমাঝে নিষাদ ঘেরিলে, উন্মাদিত
পশুরাজ ভীম লম্ফ ছাড়ি, ভ্রমে যথা
দশদিকে লণ্ডভণ্ড করি ব্যাধকুলে,

তীক্ষ্ণ নখে দন্তাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি,
নিক্ষিপ্ত তোমর, ভল্ল, কুঠার, মুদ্গর—
তেমতি সুরেন্দ্র-রথগতি! ক্ষণে পূর্ব্বে,
ক্ষণে পরে উত্তরে আবার অকস্মাৎ,

পশ্চিমে দক্ষিণে—যেন খেলে তড়িদ্দাম
সর্ব্বস্থান দিগন্ত ব্যাপিয়া একেবারে!
যুঝিছে দনুজদল অসীম বিক্রমে,
ভিন্দিপাল, ভীষণ পরশু, প্রক্ষেড়ন,

নিমেষে নিমেষে ক্ষেপি ইন্দ্ররথোপরে ;
কাটিছে সে অস্ত্রকুল ইন্দ্র মহাবল
ভুজদণ্ড মুণ্ড সহ শরে ; উঠাইছে
হস্ত উরু বিশিখে বিন্ধিবা ; জঙ্ঘা, বাহু,

কক্ষ, বক্ষ, ললাট বিন্ধিছে লক্ষ বাণে!
নিরস্ত্র দনুজসৈন্য হৈল অচিরাৎ
পড়িল সমরক্ষেত্রে কোটি দৈত্যবীর।

ছাড়ি সিংহনাদ ক্রোধে দৈত্য-সেনা তবে
ধাইল উপাড়ি বৃক্ষ, ছিঁড়ি শৈলচূড়—
ছুটিল সচল যেন অরণ্য ভূধর,
ছুটিল পুষ্পক শূন্যে মেঘমন্দ্রে ঢাকি,

নিনাদিল ধনুগুণ ইন্দ্রের কার্ম্মুক,
ছাইল কলম্বকুল ঘনাম্বর-পথ,
সুরপুরী অন্ধকার হৈল ক্ষণকালে।

পড়িল কম্বোজ, হলায়ুধ, মহাসুর
খরখুর খড়খড়ি পিঙ্গল শ্বেতকেশ
সেনাধ্যক্ষ আরো শত শত। ভঙ্গ দি
দৈত্যদল রণস্থল ছাড়ি—ফেলি অস্ত্র,

গিরিশৃঙ্গ মহাদ্রুমরাজি,—ফেলি রথ
অশ্ব হস্তী। ছুটিল তেমতি রুদ্ধশ্বাসে—
বায়ু-মুখে উড়ে যথা কাশ। কিংবা যথা
পশুপাল, পশুপাল সহ রুদ্ধশ্বাসে
প্রাণভয়ে পুচ্ছ তুলি করি ঘোর রব!

হেথা মহাশূর বৃত্র জয়ন্ত উদ্দেশে
ছুটে ঝটিকার গতি। হেরি মহারথ
কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে
চালাইলা দিব্য যান বেগে দ্রুততর;

ছুটিলা অনল দিবাকর অম্বুপতি
বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম বেগ,
করাল অনন্তমূর্ত্তি যম দণ্ডধর
জ্বালাময় তিন চক্ষু ভীষণ হুঙ্কারি ;

দাঁড়াইল দৈত্যরাজ, সুররথিগণে
হেরি দূরে। হেরি দৈত্য দণ্ডধর
কালিম জলদবর্ণ ঘোর স্বরে ভাষি
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেবসেনানি ;

শ্রান্ত সবে, বহুরণে যুঝিলা তোমরা,
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম, আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।" চাহি তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে "হে দানবপতি,

পরেত-পতিরে আজি ভেট রণভূমে।"
প্রেতপতিবাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি
কহিলা, 'হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
যুঝিতে বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে,

হের, দেখ রাখিনু ত্রিশূল আজি, ইহা
না ধরিব অস্ত্র দেবরণে ইন্দ্রসুতে
কিংবা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে।' পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা, ভৈরবশূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি ; ভীমগদা ধরিলা সাপটি

ঘুরাইলা ঘনস্বনে ; ঘুরাইলা যম
প্রচণ্ড করাল দণ্ড ।– দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,

তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা ! দণ্ডগদা
প্রহারে বিদীর্ণ নভস্থল, ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘূর্ণপাকে ডাকে বায়ু
চূর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ-ঘর্ষণে ।

দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে, ভ্রমে নিরন্তর ঘুরি ;
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর ।

প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে
আঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্র-মুষ্টিতলে,
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃত্রগদা
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত । তখন অসুর
বামস্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া ।

যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি
দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি ।
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল,
লক্ষ্য করি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা ।

দিলা রড় দেবরথিগণ ঝড়বেগে
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হ'তে হেরি
চাপাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি
ঘর্ঘর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি ;

জয়ন্তের রথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইলা ক্ষণকালে। বিদ্যুতের গতি
বাসব অমরনাথ ছাড়ি সে স্যন্দন,
আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর ;

শোভিল সুনীল তনু তনুচ্ছদ ভেদি,
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর।
স্ফটিক্ জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ,
শিরস্ত্রাণ—দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স ;

অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটা কিরীট আকারে
বেড়েছে নিবিড় কেশ—আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেরেছে মস্তক !

জ্বলিছে সহস্র অক্ষি—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা,
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মহাশূন্য ভেদ করি ; সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্যবপু নগেন্দ্রসদৃশ ;

বক্ষঃ সমসূত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া
স্থির হৈলা অশ্বপতি—ডাকিল দম্ভোলি
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।

হেরি ঘোর ঘনস্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি উচ্চে,—"হা দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে সুতে বৃত্রের প্রহারে!
কর তবে এ শূল-আঘাত সংবরণ
পিতা পুত্র দুইজনে"—বেগে দিলা ছাড়ি।

ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল-অঙ্গে! হেনকালে (হায়
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে)

বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূল-মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ-ভিতরে।
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য-কোলে।

হেরিয়া দনুজপতি কাতর-হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
'হা শম্ভু, তুমিও বাম।' দগ্ধ হতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মত্তপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ,
ছিন্নমস্ত রাহু যেন! অগ্নি চক্রাকারে
ঘুরিল ত্রিনেত্র ঘোর—দন্তে কড় নাদ।

প্রলয়-ঝটিকাগতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্র-করে ভীম বজ্র—উদ্বিগ্ন করিতে
অস্ত্রবর বজ্রদেহে জ্বালা ধক ধক

জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর। সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র ; ঘোর বিকট চীৎকার,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি

ছিঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে নক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।

ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়, কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন, উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড। গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।

উছলিল কত সিন্ধু কত ভূমণ্ডল,
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণ রেণু প্রায়!
সে চীৎকার, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া
ছুটিতে লাগিলা ভয়ে রোধিয়া শ্রবণ,

কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে ! সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন !—মহাকাল
শিবদূত কৈলাস-দুয়ারে, নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে, কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে !

কাঁপিল বৈকুণ্ঠ-দ্বার। ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবনমুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব-লোপ হয় !"

এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্য্যোগে
ছিলা অচেতনপ্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি ;
না ভাবিলা না জানিলা ছাড়িলা কখন।

ছুটিলা গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্য-পথে,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে,

ছুটিতে লাগিল সঙ্গে ; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল !

ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল-শরীর,
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য ; ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে।

বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি,
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়!
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে
মুদিল নয়নদ্বয় দুর্জ্জয় দানব!

দহিল ঐন্দ্রিলাচিত্তে প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা!—ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে!

———

সমাপ্ত